সতীদাহ

গ্রন্থকারের অন্যান্য পুস্তক

নদীয়া-কাহিনী,—— প্রাচীন ও আধুনিক নদীয়ার অপূর্ব্ব বৃত্তান্ত, বাষট্টিখানি হাপটোন চিত্র, মূল্য কাপড়ে ২॥০ ও কাগজে বাঁধা ২৲ টাকা।

শ্রীগৌরাঙ্গ,— কলিপাবন, পতিত-তারণ শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর পূত লীলা কথা, বহু চিত্র খচিত, মূল্য ॥০ আনা

শ্রীচৈতন্য,— সহজ সরল কথায় সংক্ষেপে শ্রীচৈতন্য চরিতাখ্যান, প্রাণ ভোলান, মন-মাতান বহু রঙ্গিন ছবি, মূল্য ।৶০ আনা।

চাঁদমুখ,— ছেলেদের ছবি, গল্প ও হাসির অফুরন্ত ভাণ্ডার, চক্‌চকে কাগজে ঝক্‌ঝকে ছাপা, মূল্য ।০ আনা।

বর্দ্ধমান-কাহিনী,— প্রাচীন ও আধুনিক বর্দ্ধমান জেলার বিশদ ও বিস্তৃত সচিত্র ঐতিহাসিক চিত্র, সুবৃহৎ পুস্তক, যন্ত্রস্থ, শীঘ্র বাহির হইবে। কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ ব্লক মেকার ও কলার প্রিণ্টার, কে, ভি, সাইনী, ব্রাদার্সের উপর ইহার ছবি ও মুদ্রাঙ্কণের ভার অর্পিত হইয়াছে। সুতরাং ইহার ছবি ও ছাপা যে অতি সুন্দর হইবে তাহা বলা বাহুল্য।



Kumud nath mullick

সতীদাহ

বেদ, পুরাণ, শ্রুতি, স্মৃতি, কাব্য, নানাদেশীয় সাহিত্য,
ইতিহাস, হস্ত লিখিত পুঁথী এবং প্রচলিত
কিম্বদন্তীমূলক সহমরণ সম্বন্ধীয় বিবিধ
জ্ঞাতব্য তথ্যপূর্ণ ঐতিহাসিক
নিবন্ধ

নদীয়া-কাহিনী, শ্রীগৌরাঙ্গ, চাঁদমুখ, শ্রীচৈতন্য,
প্রভৃতি লেখক

শ্রীকুমুদনাথ মল্লিক প্রণীত

সন ১৩২০ বঙ্গাব্দ

গ্রন্থকার কর্ত্তৃক
প্রকাশিত

শিশু প্রেস
কলিকাতা, ৬৫।১নং বেচুচাটার্জ্জির ষ্ট্রীট
শ্রীশরচ্চন্দ্র সরকার দ্বারা
মুদ্রিত

মূল্য এক টাকা

উৎসর্গ

যাঁহার পুণ্য আদর্শে জগতে
সতীধর্ম্মের সৃষ্টি, জগতের
সতীসাধ্বীগণের পুণ্যগাথা
এই সতীনাম সেই আদর্শ
সতী আদ্যাশক্তি জগজ্জননী
দক্ষদুহিতা সতীর পাদাম্বুজে
উৎসৃষ্ট হইল—

গ্রন্থকারের সমস্ত পুস্তকই সুন্দর কাগজে সুন্দররূপে মুদ্রিত এবং সুন্দর সুন্দর চিত্র ভূষিত ; ছাপা, বাঁধা, ছবি, কাগজ সকল বিষয়েই কিছু নূতনত্ব দেখিতে পাইবেন ।

সর্ব্ব সত্ব সংরক্ষিত

নিবেদন

সতীদাহ প্রথার দোষ গুণ বিচারের জন্য আমি সতীদাহ লিখিতে অগ্রসর হই নাই। উহার ঐতিহাসিক তত্ত্ব উদ্ঘাটন করাই এই পুস্তকের উদ্দেশ্য এবং সংক্ষেপে তাহাই এখানে লিপিবদ্ধ করিয়াছি মাত্র। এই পুস্তক রচনায় আমি স্বকপোল কল্পিত কোনও কথারই অবতারণা করি নাই; যাহা শাস্ত্রোক্ত, যাহা প্রত্যক্ষদর্শীর দৃষ্ট, যাহা ঐতিহাসিক সত্য, তাহাই ইহাতে লিপিবদ্ধ করিয়াছি মাত্র, ক্বচিৎ কোথাও প্রচলিত প্রবাদ বাক্যও উদ্ধৃত করিয়াছি। যে ঘটনা যে পুস্তক হইতে গৃহীত হইয়াছে তাহা যথাস্থানে উল্লেখ করিয়াছি। এই পুস্তকে যে সমুদয় চিত্র প্রকাশিত হইয়াছে তাহার অনেকগুলি, চিত্রবিদ্যাদক্ষ, সুবিখ্যাত গ্রন্থকার মিঃ, ব্যাল্ট সল্‌ভিন ও চিত্রশিল্পদক্ষা, বিদুষী পরিব্রাজিকা বিবি পার্কের অঙ্কিত, এই সকল প্রাচীন চিত্র সংগ্রহ ব্যাপারে আমি আমার প্রিয় সুহৃদ শ্রীযুক্ত কিরণ নাথ ধর, এম, এ, মহোদয়ের নিকট হইতে অনেক সাহায্য প্রাপ্ত

হইয়াছি। ঐ সকল ঐতিহাসিক চিত্র ব্যতীত আর যে সমুদয় চিত্র ইহাতে প্রকাশিত হইয়াছে তাহার কয়েকখানি যশস্বী চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র কুমার সেন ও শ্রীযুক্ত কুমার নাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি বিখ্যাত চিত্রশিল্প কুশল সুহৃদগণের তুলিকা প্রসূত। আমি তাঁহাদের কৃত সাহায্যের জন্য তাঁহাদের সকলকেই আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। পরিশেষে বক্তব্য এই যে এই পুস্তক প্রণয়নে আমি যত্নের ক্রটি করি নাই, তবে আমার অক্ষমতা জনিত ক্রটি অপরিহার্য্য। আশা করি সহৃদয় পাঠক আমার সেই অনিচ্ছাকৃত ক্রটি নিজগুণে মার্জ্জনা করিবেন।

রাণাঘাট
দোল-পূর্ণিমা
১৩২০

শ্রীকুমুদনাথ মল্লিক

ভূমিকা

প্রজাবৎসল সুসভ্য ইংরাজরাজ এদেশে যে সকল কল্যাণকর বিধি বিধানের প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, এই সতীদাহ নিবারণ প্রথা তন্মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কত যুগ যুগান্তর হইতে এই রাক্ষসী প্রথা কত কোটী কোটী বালিকা, যুবতী, প্রৌঢ়া ও বৃদ্ধা কবলিত করিয়া হিন্দুর সমাজবক্ষে জ্বালাময়ী চিতাবহ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া হিন্দুসমাজ দগ্ধ করিয়া আসিতেছিল তাহার ইয়ত্তা নাই। সমাজ-শান্তি-বিঘাতিনী যুদ্ধলীলা বা দেশধ্বংশকারী মহামারী বা ভীষণ জলপ্লাবন, অগ্ন্যুৎপাৎ, ভূকম্পনাদি দৈববিপ্লব সংখ্যাতীত জীব বিধ্বংশ করিয়াও সমাজের যে ক্ষতি সাধন করিতে সক্ষম হয় না, এই লোমহর্ষণ প্রথা এতদিন তাহাই করিয়া আসিতেছিল। সহৃদয় ইংরাজরাজ দৃঢ় হস্তে সমাজবক্ষ হইতে এই মর্ম্মন্তুদ নিষ্ঠুর প্রথা সমূলে উৎপাটিত করিয়া প্রকৃতই ধন্য হইয়াছেন।

"সতীদাহ", "সহমরণ" বা "সতী" এই কয়টী শব্দই একার্থবাচক, এখানেও এই তিনই বুঝাইতে "সতীদাহ" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। এতদ্‌সংক্রান্ত ধর্ম্মপুস্তকাদি সকল ধীরভাবে আলোচনা করিলে ইহা স্পষ্টই অনুমিত হইবে যে ইহা হিন্দুর ধর্ম্মসাধক অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম মধ্যে কখনই গণ্য হয় নাই. ইহা দেশ প্রচলিত একটী প্রথা বা রীতি। একের আচার হইতে অপরে উহা গ্রহণ করিয়াছিল ও তাহার দৃষ্টান্তে আর একজন উহা সাধন করিয়াছিল। এইরূপে উহা সংক্রামক ব্যাধির ন্যায় দেশব্যাপী হইয়া পড়িয়াছিল। দেশব্যাপী হইলেও ইহা কিন্তু কদাচ সমগ্র দেশে সমস্ত হিন্দু পরিবার মধ্যে আদৃত হয় নাই। প্রতিদিন এখানে ওখানে কোথাও একটা ঘটনা ঘটিত, আর তাহাই দেখিতে সে দিন সেখানে একটা উৎসবের সাড়া পড়িয়া যাইত। কিন্তু এই অসীম অনন্ত কাল ধরিয়া এই সুবিস্তীর্ণ ভারত ভূমিতে এইরূপ ঘটনা এখানে ওখানে ঘটিতে ঘটিতেই প্রতি বৎসর উহার সংখ্যা দাঁড়াইত অসংখ্য।

বৈদিক যুগে আর্য্যগণের উর্ব্বর মস্তিষ্কে ইহার বীজ উপ্ত হইয়াছিল। তাহা বেদ পাঠে জানা যায় কিন্তু ঐরূপের কোনও বাস্তব ঘটনার বর্ণনা উহাতে দৃষ্ট হয় না। পৌরাণিক যুগে রামায়ণের কালে পুনঃ পুনঃ উহার উল্লেখ থাকিলেও কোনও সতীদাহ ক্রিয়া সম্পন্ন হইতে দেখা যায় না, তবে মহাভারতে অসংখ্য ঘটনা পরিলক্ষিত হয়। অন্য কথা কি, যুগাবতার পূর্ণব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণদেবের তনুত্যাগে তাঁহার চারিজন মহিয়সী মহিষী জ্বলচ্চিতারোহণ করেন। স্মৃতিকারগণের মধ্যে মনুই শ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বজনমান্য; কিন্তু মনুতে সহমরণের উল্লেখ নাই, বিধবার পক্ষে ব্রহ্মচর্য্যই ব্যবস্থা আছে, তবে অন্যান্য মনুকল্প স্মৃতিকারগণ ইহার ব্যবস্থা দিয়াছেন ও গুণ কীর্ত্তণ করিয়াছেন, কিন্তু কেহই অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া ইহার বিধি দেন নাই। কেবল বঙ্গের মনু স্মার্ত্তরাজ রঘুনন্দন ইহার উচ্চ মহিমা কীর্ত্তনে

করিয়া ইহাকে স্ত্রীলোকের শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য মধ্যে পরিগণিত করিয়াছেন। তাই অন্য দেশাপেক্ষা এই ধর্ম্মভীরু বাঙ্গালী জাতির নিকট ইহার এত আদর দাঁড়াইয়াছিল, তাই তুলনায় বাঙ্গালা দেশেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সতীদাহ সম্পন্ন হইত মনে হয়।

স্মার্ত্ত শিরোমণি রঘুনন্দনের এইরূপ কঠোর বিধি বিধান করিবার কারণ ছিল বলিয়া মনে হয়। সমাজের যখন যাহা আবশ্যক হয়, স্মৃতিকার তখন যুক্তি তর্ক ও বিচার করিয়া, দেশ কাল পাত্রোচিত সেইরূপ বিধি ব্যবস্থা প্রণয়ন করেন। যখন স্মার্ত্তচূড়ামণি রঘুনন্দন নবদ্বীপে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, তখন দেশের রাজা মুসলমানের রাজ্য শাসন-রজ্জু শিথিল হওয়ায়, পশুপ্রকৃতি ব্যক্তিগণের অত্যাচারে দেশের লোক ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। বিধবা ও কুমারী দূরে থাক, সময়ে সময়ে সধবা যুবতীগণেরও এই পশুগণের হস্তে লাঞ্ছনার সীমা রহিত না; তাই মনে হয়, এই সময় স্মার্ত্তরাজ বিধবার মান সম্ভ্রম, ও পবিত্রতা অব্যাহত রাখিতে এই কঠোর বিধি প্রয়োগ করেন। অপর দিকে তখন বল্লালী কৌলীন্য প্রথার প্রশারে হিন্দু সমাজে বহুবিবাহ প্রথা বহুল পরিমাণে প্রচলিত হওয়ায় একজন পুরুষ সংখ্যাতীত স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করিতে আরম্ভ করেন। ঐ সকল স্ত্রীগণের মধ্যে প্রায়শঃ স্বামীর ভালবাসা লাভের জন্য ঈর্ষা ও দ্বেষের এক শেষ হইত, তাই পাছে কেহ স্বামী সোহাগে বঞ্চিত হইয়া ঈর্ষাবসে স্বামীর জীবন নাশে চেষ্টা করে সম্ভবতঃ তন্নিবারনার্থ সূক্ষ্মদর্শী রঘুনন্দন এই সহমরণ প্রথার উচ্চমহিমা কীর্ত্তন করেন, ও তদবধি বঙ্গদেশে ইহার প্রসার অসম্ভবরূপে বর্দ্ধিত হয়। কেননা তাহা হইলে আর কোন স্ত্রীই সহজে সামান্য কারণে পতির প্রাণনাশে যত্নবতী হইবে না, এবং হইলেও পতির মৃত্যুতে তাহার সহমরণও একরূপ অনিবার্য্য। যাহা হউক স্মৃতিকারের এত উচ্চমহিমা কীর্ত্তন স্বত্ত্বেও ইহা সার্ব্বজনীন প্রথা বলিয়া

কখনই পরিগৃহিত হয় নাই, তাই স্মার্ত্তরাজ সঙ্গে সঙ্গে বিধবার নিমিত্ত কঠোর ব্রহ্মচর্য্যের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। কারণ যাহাই হউক, বাঙ্গালা দেশে যে সেই সময় হইতে সহমরণ প্রথার প্রসার বৃদ্ধি হইয়াছিল, ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য দিতেছে এবং ইহাও দেখা যায় রাজপুতনা ব্যতীত ভারতের অন্য প্রদেশে ইহার বহুল প্রচার কখনই ছিল না।

সতীদাহ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষদর্শীগণ যে সমস্ত বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন তাহা পাঠে জানা যায় প্রায়শঃ স্ত্রীগণ হাসিতে হাসিতে জ্বলচ্চিতারোহণ করিয়া স্বামী নারায়ণের-চিন্তায় তন্ময় হইয়া পুড়িয়া মরিতেন। কচিৎ কোথাও ইহার ব্যতিক্রম হইত এবং কদাচ এখানে ওখানে সতীদাহ উপলক্ষ করিয়া বীভৎসরূপে স্ত্রীহত্যা সাধিত হইত। এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল হইলেও বৎসরে ইহার সংখ্যা কম দাঁড়াইত না। এই সকল প্রকার ঘটনাই এই পুস্তকে প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ হইতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

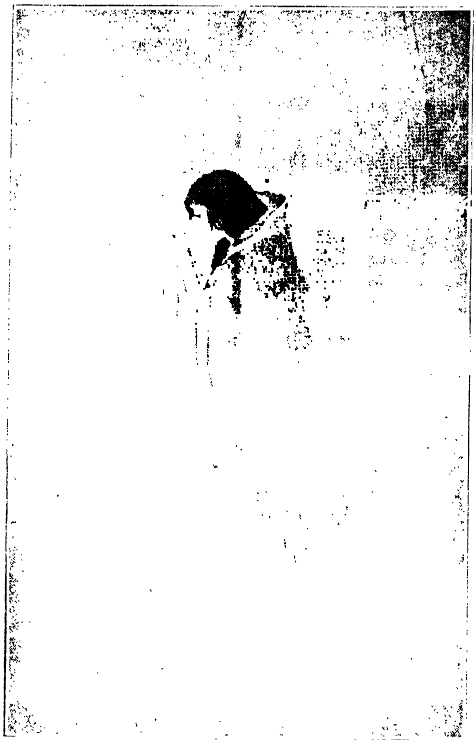
সতী যতই স্বেচ্ছা প্রণোদিত হইয়া এই ক্রিয়া সম্পন্ন করুন না কেন, সেই শোকাবহ ঘটনা, যাহা একটা ধর্ম্মানুমোদিত সামাজিক রীতি ব্যতীত ধর্ম্মের বিশিষ্ট অঙ্গ বলিয়া কখনই পরিগণিত হয় নাই, তাহার জন্য পুত্র মাতাকে, পিতা কন্যাকে, ভ্রাতা ভগ্নীকে, শ্বশুর পুত্রবধুকে ধরিয়া জ্বলচ্চিতায় নিক্ষেপ করিয়া যে, সতীর পুত্র, সতীর পিতা, সতীর ভ্রাতা, সতীর শ্বশুর বলিয়া আত্মপ্রাসাদ লাভ করিবে, ইহা অসহনীয়। আর অসহনীয় বলিয়াই সর্ব্বদর্শী করুণাময় সর্ব্বমঙ্গল নিদান জগদীশ্বর যখন দেখিলেন ইহা সমাজের হিত করা দূরে থাকুক, অহিত সাধনে রত হইয়াছে, তখনই রাজবিধিরূপে অবতীর্ণ হইয়া দৃঢ়হস্তে ইহার বিলোপ সাধন করিলেন। বিধবার পক্ষে ব্রহ্মচর্য্যই চিরদিন প্রশস্ত। এখনত কথাই নাই।



হিন্দু বিবাহ—সম্প্রদান

এইখানে স্বামী স্ত্রীতে যে সম্বন্ধ স্থাপিত হইত তাহা সহমরণে দৃঢ়ীকৃত হইত ইহাই হিন্দুর বিশ্বাস ছিল

সূচীপত্র



সতী

শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু অঙ্কিত

চিত্রাবলী

গ্রন্থকারের

পুস্তকাবলী পাইবার ঠিকানা

১। শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরী, ২০১ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

২। সিটিবুক সোসাইটি ৬৪ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। আশুতোষ লাইব্রেরী ৫০।১ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৪। আশুতোষ লাইব্রেরী, পাটুয়াটুলী ঢাকা।

৫। আশুতোষ লাইব্রেরী, অন্দর কিল্লা, চট্টগ্রাম।

৬। শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ মল্লিক "নদীয়া-কাহিনী" প্রচার কার্য্যালয় রাণাঘাট ও বঙ্গের সমস্ত প্রধান প্রধান পুস্তকালয়।

সতীদাহ

পরিবর্ত্তন লইয়াই বৈচিত্রময় সংসার সৃজন। মহাকালের হস্তে পরিবর্ত্তনশীল সংসারচক্র যেমন ঘুরিতেছে, সংসারে সর্ব্ববিষয়ে তেমনই বৈচিত্র সৃজন হইতেছে। জড় জগত, যাহার নিত্য পরিবর্ত্তন আমরা চাক্ষুষ করিতেছি, তাহার ত কথাই নাই, সংসারের ধর্ম্মাধর্ম্ম, রীতি নীতি, সামাজিক আচার ব্যবহার, রুচি সমস্তই এই বিরাট চক্রে ঘূর্ণায়মান। আজ যে ধর্ম্ম সংসারে শ্রেষ্ঠ বলিয়া সর্ব্বজনমান্য, কাল আবার আর কোনও মহাপুরুষের অঙ্গুলি সঙ্কেতে তাহা বিতাড়িত, তখন নবধর্ম্মের নবভাবে সংসার বিভোর। আজ যে সামাজিক রীতি নীতি, আচার ব্যবহার জনসমাজে অবশ্যকর্ত্তব্যজ্ঞানে পালনীয়, কাল তাহা ঘৃণিত ও নির্ম্মম জ্ঞানে অবজ্ঞাত। মহাকালের খেলাই এই ; আজ যে "অহিংসা পরমোধর্ম্ম" মত জগতে মহামান্য, কাল তাহা অমান্য, কেননা পশু হিংসা তখন মহাধর্ম্ম বলিয়া গণ্য। আজ যে তন্ত্র জগতের সার ধর্ম্ম, কাল তাহাই আবার অসার জ্ঞানে পরিত্যক্ত। আজ যে স্ত্রী-স্বাধীনতা সভ্যতার অঙ্গ বলিয়া

স্বীকৃত, কাল আবার তাহাই অসভ্যের বর্ব্বরোচিত রুচি বলিয়া পরিগণিত। এই পরিবর্ত্তন ও রুচি যেমন কাল সাপেক্ষ, তেমনি দেশ ভেদেও ইহাদের কার্য্যকরী শক্তির অসীম ক্ষমতা পরিস্ফুট। যে ক্ষীণমধ্যা, বিড়ালাক্ষী, বিধুমুখী এক দেশের সুন্দরী পদবাচ্য, তাহাই দেশান্তরে কুৎসিতার প্রতিরূপ। যে ক্ষুদ্রপদ ও শ্বাপদোচিত নখর এক দেশের মুনিমনহারী, তাহাই আবার অপর দেশে ঘৃণা উদ্রেককর। যে সরীসৃপ জাতীয় জীবকুল ও তৈলপায়িকাদি একের রুচিকর খাদ্য, তাহাই অপর দেশে বর্ব্বরোচিত আহার্য্য বলিয়া প্রসিদ্ধ। যে পেয় বা মাংসাদি এক জাতির উপাদেয় ভক্ষ্য, তাহাই আবার অপর জাতির নিকট অপ্রীতিকর, অস্পৃশ্য। সংসারে যখন সর্ব্বত্র, সর্ব্বকালে, সর্ব্বস্থানে, সর্ব্ববিষয়ে; রীতি নীতি, আচার, ব্যবহার, রুচি সকল বিষয়েই সম্যক পরিবর্ত্তন পরিদৃষ্ট হয় তখন কোন বিষয়েই সহসা সদসৎ বিচার করা যাইতে পারে না। সকলই সেই মহামায়ার খেলা; যখন যেখানে যে ভাবের ঢেউ উঠে তখন সেই ভাবের হিল্লোলে গা ভাসাইয়া মানুষ চলিতে থাকে, আর কাল যাহা মন্দ বলিয়াছে, আজ তাহারই গুণ গানে অধীর হয়; আবার কাল যাহা ভাল বলিয়া সাধন করিয়াছে, আজ তাহা নিন্দনীয় জ্ঞানে অবজ্ঞা করিয়া থাকে।

এই অবিরাম বহমান শক্তিশালী পরিবর্ত্তনশীলতার স্রোতে দেশের কত তথাকথিত ভাল-মন্দ পরিবর্ত্তিত হইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। কত রীতি, নীতি গঠিত হইয়াছে, আবার ভাঙ্গিয়াছে; কত নিয়ম আজ সমাজের কল্যাণকর বলিয়া সৃষ্ট হইয়াছে, আবার কল্য তাহাই সমাজের ঘোর অনিষ্টকর জ্ঞানে পরিত্যক্ত হইয়া লুপ্ত হইয়াছে। এইরূপে যে সমস্ত সামাজিক প্রথা সৃষ্ট হইয়া লুপ্ত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে সহমরণ প্রথা অন্যতম।

এই সহমরণ সাধারণতঃ "সতী", "সতীদাহ", "সহমরণ" "অনুমরণ", "সহগমন", ও "অনুগমন" নামে প্রসিদ্ধ। এই প্রথা দেশ ভেদে নানা প্রকারে সাধিত হইত।* মৃতপতির সহিত এক জলচ্চিতায় প্রাণত্যাগের সাধারণ নাম সহমরণ বা সহগমন, ও পতির বিদেশে মৃত্যু হইলে বা কোনও কারণে মৃতদেহ প্রাপ্ত না হইলে, তাঁহার পাদুকাদি, ব্যবহৃত যে কোন দ্রব্যাদির সহিত চিতারোহন করিলে অনুমরণ বা অনুগমন বলিত; কিন্তু শাস্ত্রে উভয় ক্রিয়াই একার্থবাচক। সহ বা অনুগামিনী স্ত্রীলোক পতির মৃত্যুতেও শাস্ত্র মতে কখন বিধবা বলিয়া গণ্যা হয়েন না, তাঁহারা সদাকাল সধবা।

সহমরণ প্রথা ভারতে অতি প্রাচীনতম কাল হইতে প্রচলিত দেখা যায়। পৃথিবীর আদিম জ্ঞানভাণ্ডার বেদেও ইহার উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

বেদ

ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের অষ্টাদশ সূক্তের সপ্তম ও অষ্টম দুইটি ঋক্ সহমরণ বিষয়ক বলিয়া প্রসিদ্ধ। উহার তাৎপর্য্য এই—"এই সকল নারী বৈধব্য ক্লেশ ভোগাপেক্ষা ঘৃত ও অঞ্জন অনুলিপ্ত পতিকে প্রাপ্ত হইয়া উত্তম রত্ন ধারণ পূর্ব্বক অগ্নি মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করুক। ৭॥ † হে নারি! সংসারের দিকে ফিরিয়া চল, গাত্রোত্থান কর, তুমি যাহার নিকট শয়ন করিতে যাইতেছ তিনি গতাসু হইয়াছেন, চলিয়া আইস, যিনি তোমার পাণিগ্রহণ করিয়া গর্ভাধান করিয়াছিলেন সেই পতির পত্নী হইয়া যাহা কিছু কর্ত্তব্য ছিল, সকলই

---

* রাজস্থানে পতির মৃত্যু আশঙ্কায় পতির মৃত্যুর পূর্ব্বেই যে স্ত্রী চিতানলে প্রাণ পরিত্যাগ করিত তাঁহাকে "সোহাগুণ" বলিত এবং পতির সহগামিনী হইলে তাঁহাকে "দোহাগুণ" বলিত।

† "ইমা নারীরবিধবাঃ সুপত্নী রাঞ্জনেন সর্পিষা সম্পৃশন্তাম্।
অনশ্রয়ো অনমীবাঃ সুশেবা আরোহন্তু জনয়ো যোনীমগ্রে ॥ ৭ ॥

তোমার করা হইয়াছে।” ৮॥§ শেষোক্ত ঋক্ সংকুসুক ঋষি পতি-বিয়োগ-বিধুরা সহমরণাভিলাষিনী কোনও রমণীকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন এইরূপ বর্ণিত আছে। কিন্তু এই ঋক্ দুইটীর অর্থ ও পাঠান্তর লইয়া মত ভেদ দৃষ্ট হয়। যাঁহারা ইহার অন্য প্রকার পাঠ ও অর্থ করেন তাঁহাদের মতে ৭ম ঋক্‌টীর “যোনীমগ্নে” স্থলে “যোনীমগ্রে” পাঠ হইবে ও ইহার তাৎপর্য্য হইবে এইরূপঃ—“এই সকল নারী বৈধব্য ক্লেশ অনুভব না করিয়া, মনোমত পতিলাভ করতঃ অঞ্জন ও ঘৃতানুলিপ্ত হইয়া গৃহে প্রবেশ করুন।” ৮ম ঋকের অর্থ পূর্ব্বানুরূপ। এই ঋক্ দুইটীর পাঠ নিরূপণ সম্বন্ধে বহুকাল ধরিয়া বহু বাক্ বিতণ্ডা চলিয়াছে* কিন্তু

§ উদীর্ষ্ব নার্য্যভি জীবলোকমিতাসুমেতমুপশেষ এহি।
হস্তাগ্রাভস্য দিধিষোস্ত বেদং পত্যুর্জনিত্বমভিসম্ভূব ॥ ৮ ॥

কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদীয় আরণ্যক ৬ষ্ঠ প্রপাঠক, ১০ম অনুবাদকে ৭ম ঋক্‌টী দৃষ্ট হয় এবং যজুঃ সংহিতায় ও অথর্ব্ব সংহিতায় এই ২টী ঋক্ই দেখা যায়।

* অধ্যাপক ম্যাকস্মূলার এই পাঠ বিকৃতির জন্য ব্রাহ্মণগণকে দায়ী করিয়া বলিয়াছেন——“This is perhaps, the most flagrant instance of what can be done by an unscrupulous priesthood. Here have thousands of lives been sacrificed and a fanatical rebellion been threatened on the authority of a passage which was mangled, mistranslated and misapplied.” অধ্যাপক উইলসন ঋগ্বেদের যে অনুবাদ প্রকাশ করেন, তাহাতেও প্রথমোক্ত ঋকের এইরূপ ইংরাজী অনুবাদ করিয়াছেন,——“May these women who are not widows, who have good husbands, who are mothers, enter with unguents and clarified butter; without sorrow without tears, let them first go up into the dwelling” পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের অনেকেই প্রথম এই মতের অনুসরণ করেন। ঋগ্বেদের অনুবাদ করিতে গিয়া রমেশচন্দ্র দত্তমহাশয় এবিষয়ে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছেন। তাঁহার Ancient India গ্রন্থে তিনি ঐ ঋকের যে অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা এই,—— “May these women not suffer the pangs of widowhood May they who have good and desirable husbands, enter their houses with collyrium and butter. Let these women, without shedding tears, and without any sorrow, first proceed to the house wearing invaluable ornaments.” এইরূপ অনুবাদ প্রকাশ করিয়া রমেশচন্দ্র

আজিও অবিসম্বাদিত কোনও মত স্থাপিত হয় নাই। তাহা না হইলেও পুরাতত্ত্বানুসন্ধিৎসুর তন্নিমিত্ত বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে না, কেননা, শাস্ত্রের আদেশ বা অর্থ লইয়া বিতণ্ডা তাঁহার কার্য্যান্তর্গত নহে। উক্ত প্রথা সময় বিশেষে প্রচলিত ছিল কিনা ইহার তত্ত্বানুসন্ধানই

মত প্রকাশ করিয়াছেন,——"There is not a word in the above relating to the burning of widows. But a word in it Agre was altered into Agne, and the text was then mistranslated and misapplied in Bengal to justify the modern custom of the burning of widows." অর্থাৎ—"অগ্রে" শব্দটীকে বদলাইয়া "অগ্নে" করা হইয়াছে এবং ঐ ঋকে সহমরণের প্রসঙ্গ কিছুই নাই, উহার প্রবর্ত্তনা চতুরগণের চাতুরী মাত্র। ফলে, ম্যাকস্‌মুলার যাহা বলিয়াছেন, রমেশচন্দ্রও তাহারই প্রতিধ্বনি করিলেন। অধিকন্তু, "অগ্রে" শব্দ "অগ্নে" রূপে পরিবর্ত্তন হওয়ার বিষয়, তাঁহার পূর্ব্বে অধ্যাপক উইলসনের অনুসরণে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ভূতপুর্ব্ব অধ্যক্ষ মিঃ ই, বি, কাউয়েল যাহা বলিয়া যান, প্রকারান্তরে রমেশচন্দ্র তাহাই ঘোষণা করিলেন। কাউয়েল সাহেবের সে উক্তি——"It is these last words, "arohantu yonim agre," which have been altered into fatal variant "arohantu yonim agneh," "let them go up into the place of fire;" but there is no authority whatever for this reading." কিন্তু নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করিতে বসিলে পাঠটী কতদিনের ও পাঠ সম্বন্ধে কোনওরূপ পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে কিনা এবং পরিবর্ত্তনে "অগ্রে" স্থলে "অগ্নে" করা হইয়াছে অথবা "অগ্নে" স্থলে "অগ্রে" করা হইয়াছে, এ সম্বন্ধে বিশেষ গোলযোগ বাধিয়া যায়, কেননা, উইলসন, ম্যাকস্‌মুলার, কাউয়েল বা রমেশচন্দ্র দত্তের আলোচনার বহু বর্ষ পূর্ব্বে ঐ ঋকটীর অর্থ স্মার্ত্ত রঘুনন্দনাদির পাঠের অনুরূপ দেখা যায়। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দের "এসিয়াটিক রিসার্চ্চে" হেনরী কোলব্রুক, 'On the duties of a faithful Hindu widow' প্রবন্ধ প্রসঙ্গে ঐ ঋকটীর এইরূপ অনুবাদ প্রকাশ করেন,——"Om! let those women, not to be widowed good wives, adorned with Collyrium, holding clarified butter, consign themselves to the fire. Immortal, not childless not husbandless, excellent let them pass into the fire whose original element is water." কোলব্রুকের এই অনুবাদের প্রায় ১৬ বৎসর পরে অধ্যাপক উইল্‌সনের অনুবাদ প্রকাশিত হয়। তৎপরে ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে ম্যাক্সমুলার, ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে কাওয়েল এবং ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে রমেশচন্দ্র দত্ত এতদ্বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। আর এক কথা, রাজা রামমোহন রায় সতীদাহ-নিবারণে বহু চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সময়েও ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে এ পরিবর্ত্তনের কথা

তাঁহার কার্য্য। সুতরাং, বিসম্বাদিত ৭ম ঋক্ পরিত্যাগ করিয়াও অবিসম্বাদিত ৮ম ঋক্ লইয়া বিচার করিলেও আমরা বুঝিতে পারি যে তখন পতির মৃত্যু হইলে পত্নী, ইহসংসারের সমস্ত মায়া ত্যাগ করিয়া মৃতপতির পার্শ্বে স্থান গ্রহণ করিতেন; আর তখন, তাঁহাকে নানামতে প্রবোধ দিয়া সংসারে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করা হইত। আবার এমনও হইতে পারে যে ঐ ঋক্‌টী সহগামিনী রমণীর সহমরনেচ্ছার পরীক্ষা মূলক। উহা দ্বারা রমণীর পত্যানুরাগ পরীক্ষিত হইত এবং তাঁহাকে এতদ্বারা সংসারে প্রত্যাবর্ত্তনের সুযোগ ও অবসর প্রদান করা হইত। তখন কেহ বা এই সুযোগ গ্রহণ করিতেন, কেহ বা হাসিতে হাসিতে পতির সহিত সহমৃতা হইতেন। এতদ্ব্যতীত কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয়

উত্থাপিত হয় নাই। অধিকন্তু তাঁহার গ্রন্থে যে পাঠ দেখিতে পাই এবং তিনি তাহার যে ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন তাহাতে "অগ্নে" শব্দই তৎকালপ্রচলিত পাঠে প্রচলিত ছিল। তাঁহার গ্রন্থে ঋক্‌টী এই ভাবে উদ্ধৃত হইয়াছে।

"ইমা নারীরবিধবাঃ সুপত্নীরাঞ্জনেন সর্পিষা সংবিশন্তনশ্রবা
অনমীবা সুরত্না আরোহন্তু যাম্যো যোনিমগ্নে॥"

"Oh fire, let these women with clarified butter, eyes coloured with collyrium and void of tears enter thee, the parent of water that they may not be separated from their husbands, themselves sinless and jewels amongst women." সুতরাং পাঠ পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে বিশেষ সন্দেহ রহিয়া যাইতেছে। আমরা কয়েকখানি হস্তলিখিত প্রাচীন বেদ অনুসন্ধান করিয়া উভয় পাঠই দেখিতে পাইয়াছি। এসম্বন্ধে অধিক কিছু জানিতে হইলে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি দ্রষ্টব্য।——

Maxmuller's Selected Essays (1881) Vol. 1 and R. C. Dutt's Civilisation in Ancient India (1888) Vol. 1.; Transactions of the Royal Asiatic Society, Vol. 1. P. 458; Asiatic Researches, Vol. IV. P. 21; Journal of the Royal Asiatic Society, Vol. XVI. P. 203, and E. B. Cowell's note in the History of India by the Hon. Mountstuart Elphinstone. শব্দকল্পদ্রুম, বিশ্বকোষ, সাহিত্য সংবাদ প্রথম বর্ষ ১১শ সংখ্যা।

তৈত্তিরীয় আরণ্যকে যে ঋক্ মন্ত্র উদ্ধৃত হইয়াছে তাহাতেও স্বামীর মৃত্যুতে পতিব্রতা স্ত্রীর অনুগমনের বিষয় উল্লিখিত আছে।*

বৈদিক যুগে সহমরণ প্রথা প্রচলিত ছিল কিনা এ সম্বন্ধে মত ভেদ থাকিলেও পৌরাণিক যুগে + ভারতবর্ষে যে ইহার সমধিক প্রচলন ছিল

পুরাণ

সে বিষয়ে বিভিন্ন পুরাণ ও উপপুরাণ সকলে বর্ণিত শত শত ঘটনা সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এই সকল

১। ইয়ং নারী পতিলোকং বৃণানা নিপদ্যতে উপত্বা মর্ত্ত প্রেতম্। বিশ্বং পুরাণ মনুপালয়ন্তী তস্যৈ প্রজাং দ্রবিণং চেহ ধেহি।"

ইহার আভাষ,—হে মরণশীল মানব যে নারী তোমার ভার্য্যা সেই স্ত্রী তুমি মরিয়া যে লোকে গমন করিয়াছ, সেই পতিলোকে, গমনানুসারিনী হইয়া প্রেত পতি তোমাকে পাইবার অভিলাষিনী হইয়াছে। এই ভার্য্যা অনাদি অনন্ত বিশ্ব মধ্যে নিখিল স্ত্রীধর্ম্মের সম্যক পালন কর্ত্রী। পতিব্রতা স্ত্রীর পতি সহবাস পরম ধর্ম্ম, অতএব এই ধর্ম্মপত্নীকে তুমি তোমার প্রাপ্ত লোকে বাস করিতে অনুমতি দেও এবং পূর্ব্ব কালীন পুত্রগণকে ধন দেও।

২। "উদীর্ষ্ব নার্য্যভি জীবলোক মিতাসুমেতমুপশেষ এহি।"

ইহার আভাষ—হে নারী! তুমি মৃত পতিকে প্রাপ্ত হইয়া শয়ন করিয়াছ, পতির পার্শ্ব হইতে উঠ এবং জীবন্ত প্রাণীগণকে অবলোকন কর।

এই উভয় মন্ত্রই তৈত্তীরীয় আরণ্যক গ্রন্থের ৬ষ্ঠ প্রপাঠকের প্রথম অনুবাকে উদ্ধৃত হইয়াছে এবং সুপ্রসিদ্ধ সায়নাচার্য্য ইহার ভাষ্য লিখিয়াছেন এখানে যে আভাষ প্রদত্ত হইল তাহা ঐ ভাষ্য অবলম্বনেই লিখিত।

+ পুরাণ সকল কোন সময়ে লিখিত, এই প্রসঙ্গ লইয়া এক্ষণে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে বিশেষ বাদানুবাদ চলিয়া থাকে, ও সময়ে সময়ে নানাজনে নানারূপ অদ্ভুত মত প্রকাশ করেন। তবে তাঁহাদের অধিকাংশের মতে খৃষ্ট জন্মের বহু বৎসর পূর্ব্বে উহাদের রচনা কাল ধার্য্য হইয়াছে। হিন্দুগণের বিশ্বাস যে এই সকল অলৌকিক গ্রন্থ কল্পকল্পান্তর হইতে প্রচলিত আছে। এক এক কল্পের, এক এক দ্বাপর যুগে, এক এক মহাপুরুষ বেদব্যাসরূপে অবতীর্ণ হইয়া পুরাণ সমুদয় প্রচার করিয়াছিলেন।

বিখ্যাত অধ্যাপক এইচ, এইচ, উইলসন পুরাণচর্চ্চায় পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের অগ্রণী ব'লয়া খ্যাত। এ সম্বন্ধে তিনি বলেন, :——"And the testimony that establishes their (Puran's) existence three centuries before Christianity, carries it back to a much more antiquity—to an antiquity that is probably not surpassed by any of the prevailing fictitious institutions or beliefs of the ancient world."

পুরাণের মধ্যে রামায়ণ ও মহাভারত সর্ব্ব প্রধান। এই দুই মহাপুরাণে বহুতর সহমরণ কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে। বাল্মীকির রামায়ণে অযোধ্যা কাণ্ডে ষঠ্‌-ষষ্ঠীতম সর্গে বর্ণিত আছে যে পুত্র বৎসল মহারাজ দশরথের লোকান্তরের পর, রাম-জননী মহারাণী কৌশল্যা সহমরণের নিমিত্ত প্রস্তুত হইয়াছিলেন, এবং পতির মৃতদেহ আলিঙ্গন পূর্ব্বক রোদন ও বিলাপ করিতেছিলেন, কিন্তু, মহর্ষি বশিষ্ঠের আদেশে পুরমহিলাগণ কর্ত্তৃক তিনি স্থানান্তরিত হয়েন এবং মৃতদেহ তৈল কটাহে রক্ষিত হয়। এ সম্বন্ধে রামায়ণে এইরূপ উল্লিখিত আছে,*—"সেই স্বর্গগত নরপতি দশরথকে নির্ব্বাণ অনল, নির্জ্জল সমুদ্র ও প্রভাহীন সূর্য্যের ন্যায় অবলোকন করিয়া, শোককৃশা কৌশল্যাদেবী তাঁহার মস্তকটী ক্রোড়ে রক্ষা করিয়া বাষ্পপূর্ণ নয়নে কৈকেয়ীকে বলিলেন, রে দুঃশীলা কৈকেয়ি! তোর মনোরথ পূর্ণ হইল, এখন নিষ্কণ্টকে রাজ্য ভোগ কর। রামতো ইতিপূর্ব্বেই আমাকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, এক্ষণে স্বামীও আমাকে ত্যাগ করিয়া স্বর্গ গমন করিলেন সুতরাং দুর্গম পথে স্বার্থ বিহীন পথিকের ন্যায় আমি আর জীবন ধারণ করিতে ইচ্ছা করি না। তোর মত ধর্ম্ম-ত্যাগিণী নারী ভিন্ন দেবতুল্য স্বামীকে পরিত্যাগ করিয়া কে আর জীবনধারণে অভিলাষ করে? * * * সে যাহা হউক আমি এক্ষণে পাতিব্রত্য ব্রতপালনার্থ প্রাণ পরিত্যাগ করিব, এই স্বামীর শরীর আলিঙ্গন করিয়া অগ্নিতে প্রবেশ করিব।" যাহা হউক রাজা দশরথের মৃতদেহ ভরতের অপেক্ষায় তৈল কটাহে রক্ষিত হওয়া প্রভৃতি কারণে, ইচ্ছা স্বত্বেও কৌশল্যা দেবী সহমৃতা হইতে পারেন নাই।

রামায়ণের উত্তর কাণ্ডে বেদবতী জননীর সহমরণের বিষয়

---

* বাল্মীকি রামায়ণে ষঠ ষষ্ঠীতম সর্গে ১—১২ শ্লোক দ্রষ্টব্য।



'সতীজ-ক্রাই' হইতে

সতীদাহ—মহারাষ্ট্রীয় প্রথা

এইরূপ বর্ণিত আছে †—"একদা মহাপরাক্রান্ত রাবণ ভ্রমণ করিতে করিতে হিমালয়ের পাদমূলে উপস্থিত হইয়া বনমধ্যে এক পরম রূপবতী যুবতী নারীকে তপস্যা করিতে দেখিয়া, কামার্ত্ত হইয়া, তাঁহার পরিচয় ও তাঁহার এবম্বিধ তপস্যার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, ঐ মহাব্রতধারিণী কন্যা রাবণকে বিধিমত আতিথ্য করিয়া কহিলেন "অমিতপ্রভ বৃহস্পতি সুত ব্রহ্মর্ষি কুশধ্বজ আমার পিতা। পিতা আমাকে মূর্ত্তিমতী বেদ বলিয়া জ্ঞাত হইয়া আমার বেদবতী নাম করণ করেন। দেব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রক্ষ ও সর্প সকল আমার পাণিপ্রার্থী হইলে পিতা তাঁহাদিগকে নিরস্ত করিয়া আমায় বিষ্ণুকে দান করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। উহাতে বলদর্পিত দৈত্যপতি শম্ভু ক্রুদ্ধ হইয়া নিশাকালে আমার পিতার প্রাণ হরণ করেন। ইহাতে আমার মহাভাগা মাতাও শোকার্ত্তা হইয়া আমার পিতার সেই মৃতদেহ আলিঙ্গন করিয়া অগ্নিতে প্রবেশ করেন। তদবধি নারায়ণকে স্বামীজ্ঞানে, তাঁহার পদে স্থান প্রাপ্তির আশায় নির্জ্জনে তপস্যায় রত হইয়াছি। হে রাক্ষস শ্রেষ্ঠ! ইহাই আমার ইতিহাস; আমি তপস্যা শক্তি দ্বারা ত্রিভুবনস্থ তাবৎ বিষয় জানিতে পারি; তুমি কে ও আমার প্রতি তোমার মনের ভাব কিদৃশী তাহা আমি জানিতে পারিয়াছি, সুতরাং তুমি এস্থান সত্বর পরিত্যাগ কর।" তাঁর এবম্বিধ বাক্যে কামার্ত্ত দশানন রথ হইতে ভূতলে অবতরণ করিয়া বিষ্ণুকে নানামতে নিন্দা করিয়া ঐ কন্যাকে অশেষ প্রবুদ্ধ ও প্রলুব্ধ করিতে চেষ্টা করিয়া বিফল মনোরথ হইলে, বল প্রকাশে উদ্যত হইল। তখন সেই সাধ্বী কুমারী বেদবতী ক্রুদ্ধ হইয়া রাবণকে অভিসম্পাত করতঃ জ্বলন্ত অনলে প্রবেশ পূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করিলেন। সেই বেদবতী জনক রাজকন্যা সীতারূপে অবতীর্ণ হইয়া রাবণবধের হেতু হইয়াছিলেন।"

† বাল্মীকি রামায়ণ উত্তরকাণ্ড সপ্তদশ সর্গ।

অশোকবনে রাবণানুচরের হস্তে প্রাণপতি শ্রীরামচন্দ্রের মায়া-মুণ্ড দর্শন করিয়া শোকাকুলা সীতাদেবী, তাঁহার প্রাণনাশ পূর্ব্বক স্বামীর অনুগামিনী হইতে সাহায্য করিবার নিমিত্ত রাবণকে বারম্বার অনুরোধ করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিয়াছিলেন—"রাবণ তুমি শীঘ্রই আমাকে বধ করিয়া রামের উপর স্থাপনা কর, তুমি এই পতি-পত্নী সংযোজন রূপ পূণ্যানুষ্ঠানটি সম্পন্ন কর। দশানন! তুমি রাঘবের দেহে আমার দেহ ও তাঁহার মস্তকে আমার মস্তক সংযোজন কর, তাহা হইলেই আমি মহাত্মা স্বামীর অনুগামিনী হইয়া সদগতি লাভ করিব!" * রামায়ণ হইতে এইরূপ ভূরি ভূরি উদাহরণ উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। শ্রীমদ্ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতি অন্যান্য পুরাণ সকল পর্য্যালোচনা করিলেও এইরূপ বহুতর কাহিনী প্রাপ্ত হই। শ্রীমদ্ভাগবতে আমরা দেখিতে পাই যে রাজা দশরথের পূর্ব্ব পুরুষগণের মধ্যেও এই প্রথা বহুল প্রচলিত ছিল। কথিত আছে যে ঐ বংশীয় রাজা বাহু, হৈহয় ও তালজঙ্ঘগণ কর্ত্তৃক হৃতরাজ্য হইলে বাণপ্রস্থ ধর্ম্মাবলম্বন পূর্ব্বক বনবাসী হয়েন এবং তথায় তিনি মৃত্যু মুখে পতিত হইলে তদীয় মহিষী সহমরণে কৃতসংকল্পা হইয়াছিলেন। কিন্তু তৎকালে তিনি গর্ভবতী থাকায় মহর্ষি ঔর্ব্ব তাঁহাকে সহমরণ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়াছিলেন; বাহুর সেই মহিষীর গর্ভে দিগ্বিজয়ী সগর রাজা জন্ম গ্রহণ করেন।

এ সম্বন্ধে বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে যে, †—"দানবীর মহারাজা হরিশ্চন্দ্রের বংশীয় রাজা বাহু, হৈহয় ও তালজঙ্ঘাদি কর্ত্তৃক হৃতরাজ্য হইয়া গর্ভিণী মহিষীর সহিত বনে গমন করেন এবং তথায় বহুকাল বাস করিয়া ঔর্ব্ব নামক ঋষির আশ্রম সমীপে কালগ্রাসে পতিত হয়েন,

* বাল্মীকি রামায়ণ লঙ্কা কাণ্ড দ্বাত্রিংশ সর্গ ২০।৩২ শ্লোক।

† বিষ্ণু পুরাণ চতুর্থ অংশ—চতুর্থ অধ্যায়।

সাধ্বী রাজমহিষীও চিতা রচনা পূর্ব্বক, তদুপরি মৃত মহারাজাকে স্থাপন করতঃ সহমরণে কৃতসংকল্প হইলে, ত্রিকালদর্শী ভগবান ঔর্ব্ব স্বীয় আশ্রম হইতে নির্গমন করিয়া সতীকে কহিলেন—"হে সাধ্বি! আপনি এইরূপ কার্য্য কেন করিতেছেন, আপনার জঠরে অখিল ভূমণ্ডল পতি, রাজচক্রবর্ত্তী, অতি পরাক্রমশালী, বহুযজ্ঞকর্ত্তা, শত্রুবিজয়ী এক মহীপতি অবস্থিতি করিতেছেন, সুতরাং, আপনি এইরূপ সাহস ও অধ্যবসায় করিবেন না, করিবেন না।" ঋষি এই কথা বলিলে সেই সাধ্বী মহিষী সহমরণ কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইলেন। সপত্নীদত্ত বিষ পানে রাণীর গর্ভস্থ সন্তান সাত বৎসর যাবৎ তদীয় জঠরে অবস্থান করিতেছিলেন, এক্ষণে রাজার মৃত্যুর অল্পদিন পরে তিনি এক পুত্র প্রসব করিলেন। এই পুত্রই সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর অধীশ্বর সুবিখ্যাত সগর রাজা। ইঁহারই বংশে ভগীরথ জন্ম গ্রহণ করিয়া মর্ত্তে পতিতপাবনী গঙ্গাদেবীকে আনয়ন করিয়াছিলেন এবং ইঁহারই বংশে পূর্ণব্রহ্ম রামচন্দ্র জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন।

স্বয়ম্ভুব মনুর বংশধর বেণপুত্র রাজচক্রবর্ত্তী, মহাপরাক্রান্ত সুধার্ম্মিক পৃথুর নামানুসারে পৃথিবী নামের উৎপত্তি, সেই পৃথুর মহিষী সাধ্বী অর্চ্চি-দেবী স্বামীর মৃত্যুতে সহমৃতা হয়েন। তাঁহার সহমরণ কাহিনী শ্রীমদ্ভা-গবতে এইরূপ বর্ণিত আছে, ঃ—

"পতিপরায়ণা অর্চ্চিদেবী যখন দেখিলেন স্বামীর দেহে চেতনাদি সমুদয় বিনষ্ট হইল তখন তিনি ক্ষণকাল বিলাপ করিয়া গিরিপাদমূলে চিতা রচনা পূর্ব্বক তদুপরি স্বামীর মৃতদেহ স্থাপনা করিলেন এবং তৎকালোচিত অপরাপর ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া নদী জলে অবগাহন পূর্ব্বক উদারকর্ম্মা পতির তর্পণ করিলেন। অনন্তর স্বর্গবাসী দেবগণকে নমস্কার করিয়া স্বামীর পদ যুগল চিন্তা করিতে করিতে তিনবার চিতা প্রদক্ষিণ করিয়া

হুতাশনে প্রবিষ্ট হইলেন। সতীকে সহমৃতা হইতে দেখিয়া দেবদেবীগণ সন্তুষ্ট হইলেন এবং মন্দার পর্ব্বতের সানুদেশে কুসুম বর্ষণ এবং স্বর্গীয় বাদ্যধ্বনির সহিত পরস্পর কহিতে লাগিলেন—আহা! লক্ষ্মী যেমন যজ্ঞেশ্বরের অনুগামিনী সেইরূপ এই বধূ কায়মনোবাক্যে স্বীয় রাজপতির অনুগমন করিলেন ইনিই সাধ্বী।”

মহাভারতে এবম্প্রকার বহুতর ঘটনার উল্লেখ দেখা যায়। রামায়ণ ও মহাভারত, এতদুভয়ের ঘটনাবলী পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে রামায়ণের বহুস্থলে সতীদাহের উদ্যোগ হইয়াছে বটে কিন্তু কোনও না কোনও কারণে উহা সম্পন্ন হয় নাই। পক্ষান্তরে মহাভারত বা অন্যান্য পুরাণাদিতে যেখানেই উহার আয়োজন দেখিতে পাই সেই খানেই উহা উদ্যাপিত হইয়াছে দেখা যায়। এইরূপে মহাভারতে যে সকল ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে, তন্মধ্যে কয়েকটী সবিশেষ উল্লেখ যোগ্য। মহাভারতে লিখিত আছে, পাণ্ডুরাজার মৃত্যুতে তৎপত্নী মাদ্রীদেবী সহমৃতা হয়েন। উহা পাঠে তৎকাল প্রচলিত সতীদাহ প্রথার বিস্তারিত তথ্য অবগত হওয়া যায়। উহা আদিপর্ব্বে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে—“পতিব্রতা কুন্তী, মাদ্রীর বচনাবসানে কহিলেন, ভদ্রে! যাহা হইবার হইয়াছে। এক্ষণে তোমার নিকট এক প্রার্থনা করি, শ্রবণ কর। আমি রাজর্ষির জ্যেষ্ঠা ধর্ম্মপত্নী, সুতরাং শ্রেষ্ঠধর্ম্মফল আমারই প্রাপ্য; অতএব আমি পরলোক গত ভর্ত্তার সহগমন করিব, তুমি এবিষয়ে আমাকে নিবারণ করিও না, তুমি গাত্রোত্থান কর। অতি সাবধানে এই সকল সন্তান গুলি প্রতিপালন করিও। আমি মহারাজের মৃতদেহ লইয়া চিতারোহণ করি। মাদ্রী কহিলেন, আর্য্যে! আমি স্বামী সহবাসে অদ্যাপি পরিতৃপ্ত হই নাই, অতএব আমিই ইঁহার সহগমন করিব। অনুগ্রহ করিয়া আমাকে এবিষয়ে অনুমতি করিতে হইবে; আরও দেখ, মহারাজ

আমাতেই আসক্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, তন্নিমিত্ত যম ভবনে গমন করিয়া তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ করা আমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম। বিশেষতঃ যদি আমি জীবিত থাকিয়া আপনার পুত্রদ্বয়ের ন্যায় তোমার পুত্রগণকে স্নেহ করিতে না পারি, তাহা হইলে অবশ্য আমাকে ইহকালে লোক নিন্দায় ও পরকালে ঘোরতর নরকে নিপতিত হইতে হইবে। অতএব সহগমন করাই আমার পক্ষে শ্রেয়কল্প। এক্ষণে তোমার নিকট আমার এই ভিক্ষা যে, মহারাজের মৃতদেহের সহিত আমার কলেবর দগ্ধ কর। আমার পুত্রদ্বয়কে আপনার পুত্রগণের ন্যায় স্নেহে ও অপ্রমত্তচিত্তে প্রতিপালন করিও; ইহা ব্যতীত আমার আর কিছুই বক্তব্য নাই। মদ্ররাজদুহিতা কুন্তীকে এই কথা বলিয়া রাজার মৃতদেহ আলিঙ্গন পূর্ব্বক কলেবর পরিত্যাগ করতঃ পতিলোক প্রাপ্ত হইলেন। তদনন্তর ধৃতরাষ্ট্র বিদুরকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, পাণ্ডুর ও মাদ্রীর সমুদয় প্রেতকার্য্য যাহাতে পরম সমারোহে সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়, তদ্বিষয়ে তুমি যত্নবান্ হও, এবং তাঁহাদের দুইজনের যাবতীয় পশু, বস্ত্র, রত্ন ও ধন আছে, অর্থিগণের প্রার্থনানুসারে তৎসমুদয় প্রদান কর। কুন্তী দ্বারা মাদ্রীর সৎকার করাও। মাদ্রীকে এইরূপ সুসম্বৃত করিবে যে, অন্যের কথা দূরে থাকুক, যেন বায়ু বা সূর্য্যও তাঁহাকে দেখিতে না পান। মহারাজ পাণ্ডুর নিমিত্ত আর শোক করিবার আবশ্যকতা নাই, এবং তিনি অতি মাত্র প্রশংসনীয়, যেহেতু সেই মহাত্মা মহাবল পরাক্রান্ত পঞ্চপুত্র রাখিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছেন। এমতে কুরু-পুরোহিতগণ পাণ্ডুরাজের আজ্যগন্ধ পরিপূরিত প্রদীপ্ত জাতাগ্নি লইয়া সত্বর গমন করিতে লাগিলেন। অমাত্য, জ্ঞাতি ও বান্ধবগণ একত্র হইয়া বিবিধ গন্ধদ্রব্য ও নানাজাতীয় পুষ্পদ্বারা পাণ্ডু ও মাদ্রীর মৃত কলেবর বিভূষিত করিলেন। পরে, মহার্ঘ্য বস্ত্রাচ্ছাদিত শিবিকার মধ্যে সেই দুই মৃত শরীর সংস্থাপন

করিয়া সকলে স্কন্ধে লইয়া চলিলেন। কেহ বা তৎকালে শ্বেতচ্ছত্র ধারণ, কেহ বা চামর বাজন করিতে আরম্ভ করিলেন। চতুর্দ্দিকে নানা প্রকার বাদ্য হইতে লাগিল। শত শত ব্যক্তি পাণ্ডুর পূর্ব্বসঞ্চিত বিবিধ ধন রত্ন লইয়া যাচকগণকে প্রদান করিতে লাগিল। শুক্লাম্বর যাজকগণ প্রদীপ্ত হুতাশনে আহুতি প্রদান করিতে করিতে তাঁহাদের অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিল। সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র "হায়! কি হইল! মহারাজ! আমাদিগকে অপার দুঃখার্ণবে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় চলিলেন" এই বলিয়া করুণ স্বরে রোদন করিতে করিতে পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন।

তদনন্তর পাণ্ডু ও মাদ্রীর শিবিকাবাহী পাণ্ডবগণ এবং ভীষ্ম ও বিদুর অশ্রুপূর্ণ নয়নে বনোদ্দেশে রমণীয় ভাগীরথী তীরে সমুপস্থিত হইয়া স্কন্ধস্থিত শিবিকা অবতারণ করিলেন এবং তন্মধ্য হইতে মহারাজের মৃত কলেবর বহিস্কৃত করিয়া তাহাতে কালাগুরু ও চন্দন প্রভৃতি বিবিধ গন্ধদ্রব্য লেপন পূর্ব্বক সুবর্ণ কলস দ্বারা জল সেচন করিতে লাগিলেন। তৎপরে সেই মৃত দেহে পুনর্ব্বার নানাবিধ গন্ধদ্রব্য লেপন করিয়া স্বদেশীয় শুভ্র বস্ত্র পরিধান করাইলেন। মহারাজ পাণ্ডু, শুভ্র বসনাচ্ছন্ন ও চন্দনাদি বিবিধ সুগন্ধ গন্ধ দ্রব্য দ্বারা অনুলিপ্ত হওয়াতে জীবিতের ন্যায় পরম রমণীয় শোভাধারণ করিলেন। তদনন্তর তাঁহারা যাজকদিগের আজ্ঞানুসারে সমস্ত প্রেতকার্য্য সুসম্পন্ন করণান্তর মাদ্রীর সহিত রাজাকে ঘৃতাভিষিক্ত করিয়া চন্দন প্রভৃতি বহুবিধ সুগন্ধি কাষ্ঠ দ্বারা দাহ করিতে লাগিলেন। কৌশল্যা চিতাগ্নিস্থ পুত্র ও পুত্র বধুর মৃত কলেবর দর্শনে শোকে নিতান্ত অধীরা হইয়া, হা পুত্র! হা পুত্র! বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে ধরাতলে পতিত ও মূর্চ্ছিত হইলেন। তাঁহাকে ভূতলে পতিত দেখিয়া রাজ ভক্ত প্রজাগণ হায়! কি হইল! কি হইল! বলিয়া করুণস্বরে রোদন

করিতে লাগিল। কুন্তী ধূলিধূসরিত কলেবর হইয়া কাতর স্বরে আর্ত্ত নাদ করিতে লাগিলেন। তাঁহার ক্রন্দনধ্বনি শ্রবণে মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, তির্য্যগযোনিগত পশু পক্ষীরাও রোদন করিতে লাগিল। শান্তনু-নন্দন ভীষ্ম, মহামতি বিদুর ও কৌরবগণ সাতিশয় দুঃখিত হইয়া অশ্রু মোচন করিতে লাগিলেন। তদনন্তর ভীষ্ম, বিদুর, রাজা ধৃতরাষ্ট্র, যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চভ্রাতা ও অন্যান্য জ্ঞাতিবর্গ এবং সমস্ত কৌরব-বনিতাগণ একত্র হইয়া ক্রন্দন করিতে করিতে মহারাজ পাণ্ডুর উদক ক্রিয়া সম্পাদন করিলেন। উদক কার্য্য সমাপন হইলে রাজ্যস্থ প্রজাগণ পিতৃশোকবিমূঢ়চিত্ত পাণ্ডবগণকে অশেষ প্রকারে সান্ত্বনা করিতে লাগিল। পাণ্ডবগণ শোকে অধীর হইয়া সবান্ধবে ভূতলে শয়ন করিলেন। নগরবাসী ব্রাহ্মণাদি বর্ণেরাও ভূমিশয্যায় শয়ান হইলেন। রাজধানীস্থ আবাল বৃদ্ধ বনিতা প্রভৃতি সকলেই সেই দিবসাবধি দশ দিন নিতান্ত নিরানন্দ ও শোক সাগরে নিমগ্ন হইল।"

মথুরাধিপতি মহারাজা কংসের পত্নী সহমরণে গমন করিয়াছিলেন। মথুরায় যমুনাতীরে তাহার স্মৃতিস্তম্ভ আজিও বিদ্যমান রহিয়াছে। দ্রোণ পত্নীও সহমৃতা হয়েন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। শ্রীমদ্ভাগবত আলোচনা করিলে দেখিতে পাই * যে প্রভাসযজ্ঞের পর আত্মকলহে যদুকুল ধ্বংশ হইলে, যদুকুল ললনাগণ, পতিদেহালিঙ্গন করিয়া চিতা প্রবেশ করেন। শ্রীরামের পত্নীগণ তদীয় বরবপু আলিঙ্গন করিয়া এবং শ্রীহরির পুত্র বধূ সকল প্রদ্যুম্ন প্রভৃতিকে আলিঙ্গন করিয়া অগ্নি প্রবেশ করেন। রুক্মিণী প্রমুখ কৃষ্ণপ্রাণা শ্রীকৃষ্ণ পত্নীগণ অগ্নিতে প্রবেশ করেন।

পুত্রগত প্রাণ বসুদেব, পুত্র রামকৃষ্ণের স্বর্গ গমনে সাতিশয় শোকাকুল হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিলে তদীয় পত্নী চতুষ্টয় তাঁহার দেহালিঙ্গন করতঃ

* শ্রীমদ্ভাগবত একাদশ স্কন্ধ শ্রীকৃষ্ণের স্বর্গারোহন পর্ব্বাধ্যায়।

সহমৃতা হয়েন। এতদ্বিবরণ মহাভারতে মৌশল পর্ব্বে এইরূপ বর্ণিত আছে :—

"পরদিন প্রাতঃকালে প্রবল প্রতাপ মহাত্মা বসুদেব যোগাবলম্বন পূর্ব্বক কলেবর পরিত্যাগ করিয়া উৎকৃষ্ট গতিলাভ করিলেন। তখন তাঁহার অন্তঃপুর মধ্যে ঘোরতর ক্রন্দন ধ্বনি সমুত্থিত হইয়া সমুদয় পুরী প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিল। কামিনীগণ মাল্য ও আভরণ পরিত্যাগ করিয়া আলুলায়িত কুন্তলে বক্ষঃস্থলে করাঘাত করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তখন মহাত্মা অর্জ্জুন সেই বসুদেবের মৃতদেহ বহুমূল্য নর যানে আরোপিত করিয়া অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইলেন। দ্বারকাবাসীগণ দুঃখে শোকে একান্ত অভিভূত হইয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল। ভৃত্যগণ শ্বেতছত্র ও যাজকগণ প্রদীপ্ত পাবক লইয়া সেই শিবিকা যানের অগ্রে অগ্রে গমন করিতে আরম্ভ করিলেন। দেবকী ভদ্রা, রোহিণী ও মদীরা নামে বসুদেবের পত্নী চতুষ্টয় তাঁহার সহমৃতা হইবার মানসে দিব্য অলঙ্কারে বিভূষিতা ও অসংখ্য কামিনীগণে পরিবেষ্টিতা হইয়া তাঁহার অনুগামিনী হইলেন। ঐ সময়ে জীবদ্দশায় যে স্থান বসুদেবের মনোরম ছিল, বান্ধবগণ সেই স্থানে তাঁহাকে উপনীত করিয়া তাঁহার প্রেতকৃত্য সম্পাদন করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন তাঁহার দেবকী প্রভৃতি পত্নী চতুষ্টয় তাঁহাকে প্রজ্বলিত চিতাতে আরোপিত দেখিয়া তদুপরি সমারূঢ়া হইলেন। মহাত্মা অর্জ্জুন, চন্দনাদি বিবিধ সুগন্ধ কাষ্ঠ দ্বারা পত্নী সমবেত বসুদেবের দাহকার্য্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় সেই প্রজ্জলিত চিতানলের শব্দ, সামবেত্তাদিগের বেদাধ্যয়ন, অন্যান্য মানবগণের রোদন ধ্বনি প্রভাবে পরিবর্দ্ধিত হইয়া সেই স্থান প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিল। অনন্তর তিনি, বজ্র প্রভৃতি যদুবংশীয় কুমারগণ ও কামিনীগণের সহিত সমবেত হইয়া বসুদেবের উদক ক্রিয়া সম্পাদন করিলেন।



মিঃ ব্যাল্‌ট সলভিন্‌ অঙ্কিত

সহমরণ

পুরাণাদি শাস্ত্র গ্রন্থ হইতে এইরূপ অসংখ্য ঘটনা উদ্ধৃত করা যাইতে পারে।

বেদ, পুরাণ ব্যতীত প্রাচীন স্মৃতি ও সংহিতা সকলেও সহমরণের সবিশেষ উল্লেখ পরিদৃষ্ট হয়। স্মৃতিকারগণের মধ্যে মনুই সর্ব্বপ্রধান।

স্মৃতি মনু প্রণীত মানব ধর্ম্মশাস্ত্রে সহমরণের কোন উল্লেখ নাই। উহাতে বিধবার পক্ষে ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণই ব্যবস্থা আছে। কিন্তু মনু ব্যতীত অন্যান্য প্রায় সমস্ত স্মৃতি শাস্ত্রেই এ বিষয়ের উল্লেখ আছে। ব্রহ্মচর্য্য বা সহমরণ পতিলোককামা বিধবার কর্ত্তব্য বলিয়া উল্লিখিত আছে। অসংখ্য স্মৃতি শাস্ত্রের মধ্যে কয়েকখানি প্রধানের মত মাত্র এখনে উদ্ধৃত হইল। পরাশর সংহিতায় লিখিত আছে, *—"স্বামীর মরণান্তে যে নারী ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করেন, তিনি মৃত্যুর পর ব্রহ্মচারীর ন্যায় স্বর্গ লাভ করেন। সেই নারী, মানবদেহে যে সার্দ্ধ ত্রিকোটী সংখ্যক রোম আছে, তাবৎ পরিমিত কাল স্বর্গ ভোগ করিতে থাকেন। ব্যালগ্রাহী যেমন গর্ত্ত হইতে সর্পকে বলপূর্ব্বক টানিয়া আনে, তেমনি, সহমৃতা নারী মৃত পতিকে নরক হইতে উদ্ধার করিয়া তাঁহার সহিত স্বর্গ সুখ ভোগ করেন।"

মৃতে ভর্ত্তরি যা নারী ব্রহ্মচর্য্যে ব্যবস্থিতা।
সা মৃতা লভতে স্বর্গং যথা তে ব্রহ্মচারিণঃ
তিস্রঃকোটার্দ্ধকোটী চ যানি রোমাণি মানবে।
তাবৎকালং বসেৎ স্বর্গং ভর্ত্তারং যানুগচ্ছতি॥
ব্যালগ্রাহী যথা ব্যালং বিলাদুদ্ধরতে বলাৎ।
এবমুদ্ধৃত্য ভর্ত্তারং তেনৈব সহ মোদতে॥"

পরাশর সংহিতা, চতুর্থ অধ্যায় ২৭—২৯ শ্লোক।

বিষ্ণু সংহিতা বলেন *—"পতির মৃত্যু হইলে, ব্রহ্মচর্য্য কিংবা ভর্ত্তার সহগমন বা অনুগমন স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম।"

অত্রিসংহিতা সহমরণে অসমর্থা রমণীর প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিয়া লিখিয়াছেন,†—"স্ত্রীলোক সহমরণ বা অনুমরণ করিতে যাইয়া চিতা ভ্রষ্টা হইয়া পতিতা হইলে বা রোগ দ্বারা রজোহীন হইলে প্রাজাপাত্য ব্রত আচরণ করিয়া এবং দশ জন ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া শুদ্ধ হইবে।"

ব্যাসসংহিতা ব্যবস্থা দিয়াছেন,‡—পতিব্রতা স্ত্রী, মৃত পতির সহিত অগ্নি প্রবেশ করিবে অথবা আজীবন ব্রহ্মচর্য্য করিবে।"

দক্ষ সংহিতার § উক্তি পরাশর সংহিতারই অনুরূপ। ইহার মতেও "ভর্ত্তার মৃত্যু হইলে যে স্ত্রী স্বামীর চিতারোহণ করে, সে স্ত্রী সদাচার সম্পন্না হইবে এবং স্বর্গে দেবগণ কর্ত্তৃক পূজিতা হইবে। সাপুড়িয়া যেরূপ গর্ত্ত হইতে বলদ্বারা সর্পকে উদ্ধার করে, সেইরূপ সহমৃতা পত্নী,

---

* "মৃতে ভর্ত্তরি ব্রহ্মচর্য্যং তদন্বারোহণং বা।"

বিষ্ণু সংহিতা, পঞ্চবিংশ অধ্যায়, ১৪ সূত্র।

† "চিতি ভ্রষ্টা তু যা নারী ঋতুভ্রষ্টা চ ব্যাধিতঃ।
প্রাজাপত্যেন শুধ্যেত ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েদ্দশ॥"

অত্রি সংহিতা, ২০৯ম শ্লোক

‡ "মৃতং ভর্ত্তারমাদায় ব্রাহ্মণী বহ্নিমাবিশেৎ।
জীবন্তী চেত্ত্যক্ত কেশা তপসা শোধয়েদ্বপুঃ॥"

ব্যাস সংহিতা, দ্বিতীয় অধ্যায়, ৫৩ম শ্লোক

§ "মৃতে ভর্ত্তরি যা নারী সমারোহেদ্ধুতাশনম্।
সা ভবেত্তু শুভাচারা স্বর্গলোকে মহীয়তে॥
ব্যালগ্রাহী যথা ব্যালং বলাদুদ্ধরতে বিলাৎ।
তথা সা পতিমুদ্ধৃত্য তেনৈব সহ মোদতে॥"

দক্ষ সংহিতা, চতুর্থ অধ্যায়, ১৯শ—২০শ শ্লো

স্বামী যদি নরকেও থাকেন, তাঁহাকে নিজ পুণ্যবলে উদ্ধার করিয়া তাঁহার সহিত স্বর্গলোকে সহর্ষে কালযাপন করেন।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে মনুসংহিতায় সহমরণের কোন উল্লেখ নাই। উহাতে বিধবার পক্ষে ব্রহ্মচর্য্যই ব্যবস্থা আছে। যোষিধর্ম্মকথন প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন *—স্ত্রীলোকগণের স্বামী ব্যতীত পৃথক যজ্ঞ নাই; স্বামীর অনুমতি ব্যতিরেকে ব্রত বা উপবাস নাই। একমাত্র পতি সেবা দ্বারাই স্ত্রীগণ স্বর্গে গমন করেন। স্বামী জীবিত থাকুন বা মৃতই হউন, সাধ্বী স্ত্রী পতিলোককামা হইয়া কখনও তাঁহার অপ্রিয়াচরণ করিবেন না। পতি মৃত হইলে পত্নী বরং শুভ পুষ্প-মূল ফলের দ্বারা দেহ ক্ষয় করিবেন, তথাপি কখন পতি বিনা পরপুরুষের নামোচ্চারণও করিবেন না। যতদিন না আপনার মরণ হয় ততদিন তিনি ক্লেশ-সহিষ্ণু ও নিয়মাচারিণী হইয়া মধু-মাংস-মৈথুনাদি বর্জ্জনরূপ ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন

---

* "নাস্তি স্ত্রীণাং পৃথগ্ যজ্ঞো ন ব্রতং নাপ্যুপোষিতম্।
পতিং শুশ্রূষতে যেন তেন স্বর্গে মহীয়তে॥
পাণি-গ্রাহস্য সাধ্বী স্ত্রী জীবতো বা মৃতস্য বা।
পতিলোক মভিপ্সন্তী নাচরেৎ কিঞ্চিদপ্রিয়ম্॥
কামন্তু ক্ষপয়েদ্দেহং পুষ্পমূলফলৈঃ শুভৈঃ।
ন তু নামাপি গৃহ্ণীয়াৎ পত্যৌ প্রেতে পরস্য তু॥
আসীতামরণাৎ ক্ষান্তা নিয়তা ব্রহ্মচারিণী।
যা ধর্ম্ম একপত্নীনাং কাঙ্ক্ষন্তী তমনুত্তমম্॥
অনেকানি সহস্রাণি কুমার ব্রহ্মচারিণাম্।
দিবং গতানি বিপ্রাণামকৃত্বা কুলসন্ততিম্॥
মৃতে ভর্ত্তরি সাধ্বী স্ত্রী ব্রহ্মচর্য্য ব্যবস্থিতা।
স্বর্গং গচ্ছত্যপুত্রাপি যথা তে ব্রহ্মচারিণঃ॥"

মনুসংহিতা, পঞ্চম অধ্যায়, ১৫৫—১৬০ম শ্লোক।

করতঃ একমাত্র পতিপরায়ণা সাধ্বী রমণীর যে অনুত্তম পরম ধর্ম্ম, তৎপালনেই যত্নবতী হইবেন। বহু সহস্র কৌমার ব্রাহ্মচারী ব্রাহ্মণগণ, সন্তান উৎপাদন না করিয়াও স্বীয় স্বীয় ব্রহ্মচর্য্য বলে অক্ষয় স্বর্গলোক লাভ করিয়াছেন; ঐ সমুদয় ব্রহ্মচারীর ন্যায় অপুত্রা হইলেও সাধ্বী স্ত্রীগণ স্বামীর মৃত্যুর পর একমাত্র ব্রহ্মচর্য্য বলে স্বর্গে গমন করেন।" এইরূপে দেখা যায় যে ত্রিকালদর্শী মহর্ষি মনু বিধবার পক্ষে ব্রহ্মচর্য্যই ব্যবস্থা করিয়াছেন। বৃহস্পতি বলেন, * "যে স্মৃতি মনুর বিধানে বিপরীত, সে স্মৃতি প্রশস্ত নহে।" বিশেষতঃ শ্রবণ, মননাদি দ্বারা জীবের ব্রহ্মলাভ হয়, সুতরাং ব্রহ্মলাভের হেতু যে এই দেহ, ইহা কোন ক্রমেই স্বেচ্ছায় নাশ করা বিধেয় নহে। পরন্তু স্মরণ, কীর্ত্তন, মনন, কেলি প্রভৃতি অষ্টাঙ্গ মৈথুন ও তাম্বুলাদি বর্জ্জন পূর্ব্বক অনন্য-চিন্ত হইয়া স্বামী নারায়ণের ধ্যানে জীবনাতবাহনই বিধবার প্রশস্ততর ধর্ম্ম।

যেমন শ্রুতি স্মৃতি পুরানাদি আলোচনা করিলে আমরা সতীদাহ সম্বন্ধে বহু তথ্য অবগত হইতে পারি, তেমনি, সাময়িক ইতিহাস ও সাহিত্য

সাহিত্য

পাঠেও এতদ্‌সম্বন্ধে বহু বিষয় জ্ঞাত হওয়া যায়। খৃষ্ট পূর্ব্ব ৩১৪ শকাব্দে যখন মহাবীর আলেকজান্দার ভারত আক্রমণে আগমন করেন তখন তিনি পঞ্জাবস্থ রবিতটে ভারতীয় সৈন্যগণ মধ্যে এইরূপ সহমরণ ব্যাপার প্রত্যক্ষ করেন। † সেই সুদূর অতীত কালে তিনি যে ভাবে ইহা অনুষ্ঠিত হইতে দেখিয়াছিলেন তাহার দ্বিসহস্রাধিক

* "মন্বর্থ বিপরিতা যা সা স্মৃতি ন প্রশস্যতে।

বৃহস্পতি।

† Vide Diodorus Siculus, lib xvii c. 91; lib xix cc 32, 33. Starbo, Gogr lib x5. Cicero, Tuse lib v. c. 27. Propertus, lib iii El xi. Valeruis Maxiums, lib vi c. 14.

বৎসর পরের ইতিহাস আলোচনা করিলেও আমরা সেইরূপ পদ্ধতিতেই এই সহমরণ ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিতে পাই। তিনি দেখিয়াছিলেন যে তাঁহার শক্র পক্ষীয় ভারতীয় দেশ-নায়ক সিধিয়াসের মৃত্যুতে তদীয় দুই পত্নীর মধ্যে সহমরণ লইয়া ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত হইয়াছিল। এই বিবাদে জ্যেষ্ঠা স্ত্রী পরাজিতা হইলে, তাঁহার যেরূপ শোক প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহা বাস্তবিক আশ্চর্য্যের বিষয়। স্বামীর সহগামিনী হইতে না পাইয়া তিনি বুক চাপড়াইয়া, চুল ছিঁড়িয়া তাঁহার হৃদয়ের গভীর শোক প্রকাশ করিয়াছিলেন। অপর স্ত্রী তখন আহ্লাদে বেশ বিন্যাস করিয়া যেন বিবাহের কন্যার ন্যায় সর্ব্বাঙ্গে অলঙ্কার পরিধান করিয়া আত্মীয় স্বজন পরিবেষ্টিতা হইয়া হাসিতে হাসিতে পতির চিতায় আত্মোৎসর্গ করিতে আসিলেন। তাঁহার অঙ্গে যে কত টাকা মূল্যের অলঙ্কার ছিল, তাহা বলা যায় না, কেন না, বড় বড় মুক্তা হীরা, পান্না সর্ব্ব শরীরে ঝক্ ঝক্ জ্বলিতেছিল। তিনি চিতা প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক অঙ্গের যাবতীয় অলঙ্কার সমবেত জনগণকে বিতরণ করিয়া রাজ্ঞীর ন্যায় গম্ভীর ও স্থিরভাবেই ধীর পদ বিক্ষেপে অগ্নিপ্রবেশ করিলেন। তখন সমবেত স্ত্রী মণ্ডলী তাঁহার গুণগানে দশদিক পূর্ণ করিল ও সমগ্র সেনামণ্ডলী ধীর ভাবে তিন বার চিতা প্রদক্ষিণ করিয়া তাহাদের নায়কের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিল। *

সুপ্রসিদ্ধ গ্রীক ঐতিহাসিক ডিওডোরাস সিকিউলাস, পূর্ব্বোক্ত ঘটনা ব্যতীত তাঁহার গ্রন্থে আরও কয়েকটি সতীদাহ বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।

* এই ঘটনার তারিখ ১০৬ অলিম্পিয়াড অর্থাৎ খৃষ্ট পূর্ব্ব ৩১৪ বৎসর পূর্ব্বে। এই ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ Diodorus Siculus এর Narrative of the Expedition of Alexander the Great into India তে দ্রষ্টব্য Also vide Good old days of John Company. p. 191.

তিনি লিখিয়াছেন যে খৃষ্ট জন্মের তিনশত বৎসর পূর্ব্বে ইউমেনিসের সেনা বাহিনীর মধ্যে এবম্বিধ একটী ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল।

আরিষ্টোকিউলাস, তক্ষশিলা বাসিনী বিধবা রমণীগণের আত্মোৎসর্গের বিষয় বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। সিসিরো তাঁহার "টাসকিউলিয়াস্ ডিস-পিউট্স্" গ্রন্থে এবং খৃষ্ট পূর্ব্ব ৬৬ অব্দে প্লুটার্ক তাঁহার জগদ্বিখ্যাত নীতি-মালা পুস্তকে † ভারতীয় সতী রমণীগণের সহমরণ কাহিনীর সবিশেষ উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে প্রোপাসিয়াস নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রীক পণ্ডিত সহমরণ প্রথার বিবরণ লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, বয়শেস নামক ইংরাজ পণ্ডিত উহা ইংরাজিতে অনুবাদ ‡ করিয়াছিলেন। এবং রামুসিওরও উহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

প্রাচীন সাহিত্যালোচনা করিলে এইরূপ রাশি রাশি ঘটনার উল্লেখ করা যাইতে পারে। সুতরাং সতীদাহ প্রথা ভারতে যে অতি প্রাচীন তম কাল হইতে প্রচলিত আছে সে বিষয়ে অন্যমত হইতে পারে না।

---

* Vide Diodorus Siculus lib xix chap. ii.

† Vide Balfur's Cyclopadia-article Sati.

‡ "Happy the laws that in those climes obtain,
Where the bright morning reddens all the main
There, whensever the happy husband dies,
And on the funerel couch extended lies,
His Faithful wives around the scene appear,
With pompous dress and a triumphant air;
For partnership in death, ambitious strive,
And dread the Shameful fortune to survive!
Adorned with flowers the lovely victim stand,
with smiles ascend pile, and light the brand!
Grasp their dear partners with unaltered faith,
And yield exulting to the fragrant death."

সহমরণ প্রথা ভারতবর্ষের সর্ব্ব প্রদেশে সমভাবে প্রচলিত ছিল কিনা, সে বিষয়ে বহু মতভেদ দৃষ্ট হয়। সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক মিঃ এলফিন্‌ষ্টোন বলেন যে, এই প্রথা দক্ষিণভারতের সর্ব্বত্র প্রচলিত ছিল না। কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণে কখনও এবম্বিধ ঘটনা ঘটিতে দেখা যায় নাই। প্রথিতনামা এবি-ডুবইও এই মতের পরিপোষক; কিন্তু সুবিখ্যাত ভ্রমণকারী মার্কো-পোলে ও ওডোরিক্ বলেন যে দক্ষিণ ভারতেও এ প্রথা বিশিষ্টরূপে প্রচলিত ছিল। ১৫৮০ খৃষ্টাব্দে পর্ত্তুগীজ পরিব্রাজক গ্যাসপারো-বালবী নাগাপত্তনে সতীদাহ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন এবং ইহাকে তিনি ভারতের সার্ব্বজনীন প্রথা বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। কার্ম্মেলাইতগণের প্রকিউরেটার জেনারেল পি, ভিন্‌সেনজো সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কানাড়া প্রদেশে বহু সতীদাহ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। তিনি বলেন যে মাদুরার নায়কের মৃত্যুতে তাঁহার ১১ হাজার স্ত্রী সহমৃতা হইয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। মিঃ পিঃ, মারটন নামক একজন সম্ভ্রান্ত ইংরাজ, লঙ্কাদ্বীপের পরপারস্থ রামনদ বা মাড়োয়ার নামক স্থানে তিন জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির মৃত্যুতে যথাক্রমে ৪৫।৪৭ ও ১২টী সতীদাহ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। ত্রিচীনা-পল্লীর রাজার মৃত্যুকালে তাঁহার সহধর্ম্মিনী অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন; তিনি প্রসবের পর অনুমৃতা হয়েন।

ইতিহাস

অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতবর্ষের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে মহারাষ্ট্রীয় ও রাজপুত রমণীগণের মধ্যেও এই প্রথার সবিশেষ আদর ছিল। স্বামীর মৃত্যুতে এমন কি মৃত্যুর আশঙ্কায় বা কোন যুদ্ধে মুসলমান পক্ষের জয় হইলে পাছে

Marcopolo p. 349. Ritter vol. vi 303. J. Cathay p-80.

বিজেতার হস্তে মর্য্যাদাহানী হয় এই আশঙ্কায় হিন্দু রমণীগণ আহ্লাদের সহিত জ্বলন্ত চিতারোহণ করিতেন। এইরূপ চিতারোহণের অপর নাম ছিল জহরব্রত বা শাক্। ভারতের বিভিন্ন স্থানের ইতিহাস আলোচনা করিলে বহুক্ষেত্রে এইরূপ জহরব্রতের উল্লেখ দেখা যায়। বঙ্গরমণী গণের মধ্যেও এ প্রথার প্রসার ছিল দেখা যায়। নদীয়া দেবগ্রামের স্বনামখ্যাত নরপতি দেবপালের পুরমহিলাগণ এইরূপে আত্মবিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। * স-সহচরী চিতোর রাজকুললক্ষ্মী পদ্মিনীর জহরব্রত জগৎ প্রসিদ্ধ। কথিত আছে চিতোরাধিপতি অপ্রাপ্তবয়স্ক মহারাণা লক্ষণসেনের পিতৃব্য মহারাজ ভীম সিংহের পত্নী পদ্মিনী দেবী অলৌকিক রূপলাবণ্যময়ী ছিলেন। তদানীন্তন দিল্লীশ্বর আলাউদ্দিন লোকমুখে তাঁহার রূপলাবণ্যের খ্যাতি শ্রবণ করিয়া, তাঁহাকে স্বচক্ষে দর্শন করিবার জন্য সসৈন্যে চিতোর আক্রমণ করেন। বহুকাল অবরুদ্ধ থাকায় চিতোরবাসীগণ দুর্ভিক্ষ ও মহামারীতে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়েন, তাই, চিতোরাধিপতি ভীম সিংহ আলাউদ্দিনের নিকট সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। পদ্মিনীকে প্রত্যক্ষ দেখাইতে যদি আপত্তি থাকে তবে, অন্ততঃ মুকুরে তাঁহার প্রতিবিম্ব দেখিতে পাইলেও দিল্লীশ্বর শত্রুতা ত্যাগ করিবেন এই সর্ত্তে রাজপুতগণ সম্মত হইলে আলাউদ্দিন চিতোরে আসিয়া, ভীমসিংহের প্রাসাদে মুকুরে পদ্মিনীর প্রতিচ্ছায়া দর্শন করিলেন। যাঁহার রূপের খ্যাতি মাত্র শ্রবণ করিয়া, দুর্ম্মতি আলাউদ্দিন চিতোর আক্রমণ করিতে আসিয়াছে, তাঁহারই ভুবনমোহিনী রূপ এক্ষণে মুকুরে সন্দর্শন করিয়া সেই কামুক একেবারে হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হইয়া উঠিল। কিন্তু মুখে কোন ভাবান্তর প্রকাশ না

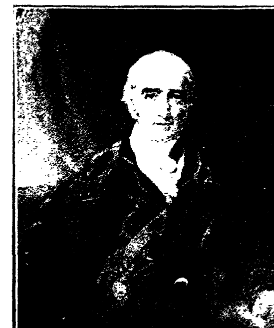
* এ ক্ষেত্রে অগ্নি প্রবেশ না করিয়া নারীগণ জল প্রবেশ করিয়া মুশলমানগণের হস্ত হইতে আত্মমর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছিলেন। নদীয়া কাহিনী ২য় সংস্করণ পৃঃ ২৮—৩২ দ্রষ্টব্য



Hon. The Earl of Minto.



Raja Rammohan Roy.



Richard Marquis Wellesly.

করিয়া প্রকাশ্যে ভীমসিংহকে বন্ধুভাব দেখাইয়া কৌশলে স্বীয় শিবিরে লইয়া গিয়া বন্দী করিল এবং বলিয়া পাঠাইল যে, সাতদিনের মধ্যে হয় পদ্মিনী তাঁহাকে আত্ম সমর্পণ করিবে নয় সে ভীমসিংহের প্রাণবধ করিয়া চিতোঁর ধ্বংস করিবে। এইরূপ অপ্রত্যাশিত সংবাদে প্রথ:ম রাজপুতগণ প্রমাদ গণিল কিন্তু, পরক্ষণেই মহারাণা লক্ষণসেন, গোরা ও বাদল প্রমুখ চৌহান বীরগণের সহিত মন্ত্রণা করিয়া স্থির করিলেন যে, চতুরের সহিত চাতুরী অবলম্বন করাই উচিত, তাই তাঁহারা যবন ভূপতিকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, যদি ভীমসিংহকে অক্ষত শরীরে প্রত্যর্পণ করা হয় এবং চিতোরের অবরোধ অবিলম্বে মোচন করা হয়, তবেই পদ্মিনী স্বেচ্ছায় যবনাধিপতিকে আত্মসমর্পন করিবেন। কিন্তু, তিনি রাজ মহিষী, সাম্রাজ্ঞীর ন্যায় উপযুক্ত সম্মানের সহিত যবন শিবিরে গমন করাই তাঁহার কর্ত্তব্য। সেজন্য তাঁহার সহিত তাঁহার সহস্র সহচরী সঙ্গিনীরূপে যবন রাজ শিবিরে গমন করিবে এবং তাঁহার অধিকাংশই তাঁহার সহিত দিল্লী যাত্রা করিবে; কেবল জন কয়েক কুটুম্বিনী রাণীকে বিদায় দিয়া চিতোর প্রত্যাগত হইবেন কিন্তু, ইহাঁদের সকলের প্রতিই যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করিতে হইবে, অর্থাৎ তাঁহাদের শিবিকার চতুঃসীমার মধ্যে কোন পুরুষ রহিতে পারিবে না। আলাউদ্দিন সাহ্লাদে এই সর্ত্তে সম্মত হইয়া চিতোরের অবরোধ অপসারিত করিলে, নির্দ্দিষ্ট দিনে চিতোর হইতে সাত শত পটাবৃত শিবিকা দিল্লীশ্বরের শিবিরে আসিয়া উপনীত হইল। ঐ সাত শত শিবিকায় চিতোরের সাত শত শ্রেষ্ঠ শূর সশস্ত্রে অবস্থিত ছিলেন এবং প্রত্যেক শিবিকা ছয় জন করিয়া গুপ্ত অস্ত্রধারী বীরদ্বারা বাহিত হইয়া যবন শিবিরে আসিয়া উপনীত হইল। তখন, পূর্ব্ব নির্দ্দেশানুযায়ী সমস্ত পুরুষ মুসলমান সৈনিক সসম্মানে শিবিকা হইতে দূরে যাইয়া দাঁড়াইল।

কেবল তাতারিনী প্রহরীগণ সশস্ত্রে শিবিরদ্বার রক্ষা করিতে লাগিল, এবং মাত্র অর্দ্ধ দণ্ডকাল পদ্মিনী ও ভীম সিংহের বিদায় সম্ভাষণের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইল। এই অর্দ্ধদণ্ডকাল উত্তীর্ণ হইলে, যখন আলাউদ্দিন পদ্মিনীকে সম্বর্দ্ধনার্থ আগমন করিয়া তাঁহার শিবিকা সন্নিধানে গমন করিয়া দেখিলেন যে ইতিপূর্ব্বে যে সকল শিবিকাকে তিনি পদ্মিনীর চিতোর প্রত্যাগতা সহচরীগণের শিবিকা অনুমানে তোরণ অতিক্রম করিতে আদেশ দিয়াছেন তাহাতেই পদ্মিনী ও ভীম উভয়েই পলায়ন করিয়াছেন; তখন ক্রোধে, ক্ষোভে ও ঘৃণায় তিনি জ্বলিয়া উঠিলেন এবং অবশিষ্ট শিবিকাস্থ সমস্ত রমণীর উপর পাশবিক অত্যাচারের আদেশ দিলেন। তখন, সেইছদ্মবেশী বীর সকল এক কালে হুহুঙ্কারে যবনগণের উপর পতিত হইয়া তাহাদের কবল হইতে ভীমসিংহ ও পদ্মিনীকে রক্ষা করিতে দৃঢ়সংকল্প হইয়া ভীমসিংহের পশ্চাদনুসরণে তাহাদিগকে বাধা প্রদান করিলেন। ওদিকে পদ্মিনীকে লইয়া ভীমসিংহ চিতোর প্রবেশ করিলেন; সুতরাং আলাউদ্দিনের অভীষ্ট ব্যর্থ হইয়া গেল। তিনি রাজপুতগণের হস্তে লাঞ্ছিত হইয়া অচিরে স্বরাজ্যে প্রতিগমন করিলেন কিন্তু এই পরাজয় তাঁহার অতৃপ্ত বাসনায় কেবল ইন্ধন সংযোগ করিল। ১২৯৩ খৃষ্টাব্দে তিনি অধিকতর আয়োজনে পুনরায় চিতোর আক্রমণ করিলেন। এবার বিজয়লক্ষ্মী তাঁহার প্রতি কৃপা প্রকাশ করিলেন। চিতোর একরূপ বীরশূন্য হইয়া পড়িল, তখন বিজাতীয় জেতৃগণের অত্যাচার হইতে স্বধর্ম্ম ও স্বাধীনতা রক্ষা করিবার জন্য সতী শিরোমণি রাজপুত নারীগণ জহরব্রতের অনুষ্ঠান করিলেন। চিতোর রাজপুরীর অন্তঃপুরে অসূর্য্যম্পশ্য স্থানে একটী সুগভীর কূপ ছিল। তন্মধ্যে প্রচণ্ড বহ্নিকুণ্ড সমূহ সর্ব্বদা প্রজ্জ্বলিত থাকিত। কিম্বদন্তী এইরূপ, যে একটী মহান অজগর সর্প রক্ষকরূপে সেই গহ্বরে বাস করে, কেহ দ্বীপ হস্তে

সেথায় প্রবেশ করিলে কালসর্পের বিষাক্ত নিশ্বাসে দ্বীপ নির্ব্বাপিত হইয়া যায়।* এক্ষণে শত শত রাজপুত ললনা হাসিতে হাসিতে সেই কুণ্ডে জীবন বিসর্জ্জনার্থ ধীরে ধীরে সেই গহ্বর মুখে সমবেত হইলেন। লোক-ললামভূতা পদ্মিনী এ বিষয়ে তাঁহাদের অগ্রণী। এক্ষণে সকলে সমবেত হইলে একে একে সকলেই অন্ধকারময় সুড়ঙ্গ পথ দিয়া করাল গহ্বর মধ্যে অবতরণ করিলেন। বিশাল গহ্বরের বিরাট লৌহ কবাট উপরিভাগ হইতে অবরুদ্ধ হইল। দেখিতে দেখিতে অনলে সকলে ভস্মীভূত হইয়া গেলেন। সেই কাল গহ্বর মধ্য হইতে নিবিড় ধূমরাশি উদ্গত হইয়া তাঁহাদের প্রাণান্ত ঘোষণা করিল। অতঃপর চিতোরের কি হইল ইতিহাস তাহা ঘোষণা করিতেছে।

ভারতের অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা মাদ্রাজ ও উড়িষ্যায় সতীদাহের অপেক্ষাকৃত বিরল প্রচার ছিল, কিন্তু গঞ্জাম, রাজমাহেন্দ্রী ও ভিজেগাপত্তনে যে ইহার অত্যন্ত প্রচলন ছিল তাহা ইতিহাস পাঠে জানা যায় তবে ইহার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রচলন ছিল বঙ্গদেশে।

বৌদ্ধযুগে বৌদ্ধাচার্য্যগণ হিন্দু ব্রাহ্মণগণের আচরিত কোনও সামাজিক বিধি ব্যবস্থার উপর বিশেষভাবে হস্তার্পন করেন নাই, সুতরাং বৌদ্ধ-রাজগণের শাসনে এই প্রথার হ্রাস বা বিলোপ সাধন ঘটে নাই।

* মহামতি টড্ এই গহ্বরের দ্বারদেশে গিয়াছিলেন এ সম্বন্ধে তিনি তাঁহার লিখিত রাজস্থানে লিখিয়াছেন—"The author has been at the entrance of this retreat, which according to the Khoman Rasa, conducts to a subterranean palace, but the mephitic vapours and venomous reptiles did not invite to adventure, even had official situation permited such slight to these prejudices. The author is the only Englishman admitted to Cheetore since the days of Herbert who appears to have described what he saw."

Hist. of the Rajput Tribes Vol. I. p. 222.

মারহাট্টা শাসনে বোম্বাই প্রদেশে এ প্রথার সমধিক প্রচলন দৃষ্ট হয়। বালাজীরাও পেশোয়ার সহিত যুদ্ধে মহারাষ্ট্রাধিপতি সাহু মৃত্যুমুখে পতিত হইলে তাঁহার মহিষী সুকুর বাই স্বামীর সহিত সহমৃতা হয়েন।

ঔকোলের অন্তর্গত ব্রাহ্মণবাড়ী নামক স্থানে বাপুগোখ্‌লের পতিপরায়ণা কন্যা কুড়িগাঁয়ের যুদ্ধে স্বামীর মৃত্যু হইয়াছে এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া চিতানলে স্বীয় দেহ ভস্মীভূত করিয়াছিলেন।

পঞ্জাবে শিখ জাতির মধ্যে বহু পূর্ব্বে এই প্রথার প্রচমন ছিল না। পরন্তু, এ সম্বন্ধে আদি গ্রন্থ-মহারাজে উক্ত হইয়াছে যে "হে নানক! স্বামীর মৃত্যুতে চিতানলে দেহ ভস্মীভূত করা অপেক্ষা যাবজ্জীবন তাঁহার ধ্যানে তদ্‌চিন্তায় তন্ময় হইয়া পূত জীবন অতিবাহিত করাই শ্রেষ্ঠতম নারী ধর্ম্ম"; কিন্তু ঐ গ্রন্থ-মহারাজ অন্যত্র ব লয়াছেন "পতিব্রতা বিধবা নারী স্বামীর দেহের সহিত ধ্বংশপ্রাপ্ত হইবে, তবে যদি তাঁহার মন ভগবানে ঐকান্তিক লিপ্ত হয় তবে তাঁহার সকল সন্তাপ দূর হইবে"। শিখ গুরু নানক যদিও চিতাদগ্ধ বিধবা অপেক্ষা শোক দগ্ধ বিধবার অধিকতর গুণ কীর্ত্তন করিয়াছেন তথাপি তিনি সহমরণ সম্বন্ধে বিধি বা নিষেধ কিছুই বলিয়া যান নাই। আকবরের সম সাময়িব শিখ গুরু উমরদাস আদি গুরুনাথ সোহি সহমরণে নিজের অনিচ্ছা প্রকাশ করেন কিন্তু তাহাও কোন ফল বিধায়ক হয় নাই।* ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয়। ইহার পূর্ব্বে আর কোনও ঘটনা আমরা ইতিহাস পাঠে প্রাপ্ত হই নাই। উক্ত অব্দে ঝুড়িয়া নিবাসী সর্দ্দার রায় সিংহের মৃত্যুতে তদীয় যুবতী স্ত্রী স্বামীর সহিত সহমৃতা হয়েন। তাঁহার যাবজ্জীবন সরকারী বৃত্তি বা অন্য শত প্রলোভনেও তাঁহাকে এই কার্য্য

* Vide Cunningham's History of the Shiks p. 47.
Also History of the Punjab vol. I. P. 170.

হইতে নিবৃত্ত করা যায় নাই। শিখ সর্দ্দার সুচেৎ সিংহের মৃত্যুতে তাঁহার তিন শত স্ত্রী সহমৃতা হয়েন। পঞ্জাব কেশরী মহারাজা রণজিৎসিংহের মৃত্যুতে তাঁহার সানুচর চারিজন মহিষী হাসিতে হাসিতে সহমৃতা হয়েন। রণজিৎ পুত্র খড়্গসিংহের মহিষী স্বামীর সহিত জ্বলচ্চিতারোহণ করেন।

মুসলমান শাসন সময়ে এই প্রথার বিরুদ্ধে রাজবিধি প্রচারিত হইয়াছিল দেখা যায়, কিন্তু সে সকল বিশেষ কার্য্যকারী হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না। ইতিহাসে এমনও দুই একটি ঘটনা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে যেখানে শাসনকর্ত্তা বা কাজীকে অর্থ দিয়া সতীদাহের অনুমতি গ্রহণ করা হইয়াছে।* সাহান-সা আকবর এই প্রথার বিরোধী ছিলেন। যোধপুর-রাজকুমারের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্রবধূ সহমৃতা হইতে উদ্যত হইলে আকবর এই সংবাদ শুনিয়া তাহা নিবারণ করিবার জন্য দ্রুতগামী অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া একশত মাইল দূরে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া উহা নিবারণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সম্রাট জাহাঙ্গীরও সতীদাহের বিরুদ্ধে রাজবিধি প্রণয়ন করিয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে।† কিন্তু এই সকল বিধি বিধানে সামাজিক এই ব্যাধির কোন প্রতিকারই সাধিত

* Vide Travels of Taveniers vol. ii pp. 211.

† Jehangir legislated for the abolition of this practice by successive ordinances. At first he comanded that no woman being mother of a family should under any circumstances be permitted however willing to immolate herself, and subsequently the prohibition was made entire when the slightest compulsion was required, whatever the assurances of the people might be. Vide Tod's History of the Rajput tribes vol. I. p. 500.

ঐ পুস্তক পাঠে আমরা আরও জানিতে পারি যে জয়পুর প্রতিষ্ঠাতা জয়সিংহ সমগ্র রাজাবার প্রদেশে সহমরণ প্রথা ও শিশু হত্যা নিবারণার্থে বিবাহের এক নূতন নিয়ম বিধিবদ্ধ করিতে প্রয়াস পান।

হয় নাই; পরন্তু কোনও কোনও প্রদেশে ইহার প্রচলন ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছিল। এইরূপে যে সকল প্রদেশে সতীদাহের প্রসার বৃদ্ধি হইতেছিল, তন্মধ্যে বঙ্গদেশই সর্ব্বপ্রধান। সম্ভবতঃ এই কালোদ্ভূত নবদ্বীপ গৌরব স্মার্ত্ত শিরোমণি রঘুনন্দনের নবস্মৃতিতে এই প্রথার সমধিক গুণ কীর্ত্তিত হওয়ায় এবং অত্যাচারী বিলাসী মুসলমানের হস্ত হইতে স্ত্রীগণের পবিত্রতা রক্ষা করিতে বাঙ্গালায় এই কাল হইতে এই প্রথার প্রসার বৃদ্ধি পায়, এবং ক্রমে সংক্রামক ব্যাধির ন্যায় ইহা দেশ-ব্যাপী হইয়া পড়ে। কথিত আছে এই কালে নবদ্বীপচন্দ্র শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুও একদা একটি সতীদাহ দর্শন করিয়া সবেগে সেই স্থান পরিত্যাগ করেন।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পরবর্ত্তী কালে ইংরাজ রাজত্বের প্রথম আমল পর্য্যন্ত এ সম্বন্ধে কোনও প্রামাণিক ইতিহাস প্রাপ্ত না হইলেও এই কালের মধ্যে যে অসংখ্য সতীদাহ কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে তাহা স্থির নিশ্চয় বলা যাইতে পারে। সমগ্র ভারতবর্ষে যে সকল সংখ্যাতীত অধুনা লুপ্ত প্রায় সতী স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপিত আছে ও কিছুদিন পূর্ব্বেও সর্ব্বত্র দৃষ্ট হইত সেই সমুদয় উহার সাক্ষ্য দিতেছে।

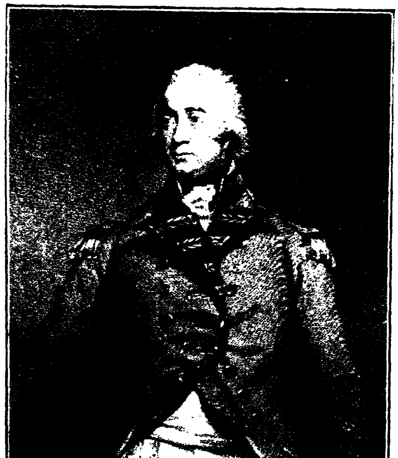
ষোড়শ শতাব্দীতে ভারতে ইংরাজ রাজত্বের সূত্রপাত হইতে না হইতে সদাশয় ইংরাজগণের এই নিদারুণ সামাজিক রীতির প্রতি সকরুণ দৃষ্টি পতিত হয়; কিন্তু ইংরাজরাজ তখন কেবল মাত্র এদেশে রাজত্বের সূত্রপাত করিতেছেন, তখন দেশের রীতি, নীতি লইয়া দেশের লোকের সহিত বাদানুবাদ বা তাহাদের অমতে তাঁহাদের ধর্ম্মাদির প্রতি হস্তক্ষেপ করা তাঁহারা সমীচীন বলিয়া মনে করেন নাই তাই ইচ্ছা থাকিলেও তখন তাঁহারা কার্য্যতঃ এ বিষয়ে কোনও কিছুই করিতে পারিলেন না। তথাপি এই কালের ইতিহাসে ইংরাজগণ কর্ত্তৃক সতীদাহে বাধা প্রদান ব্যাপার

একেবারে দুর্লভ নহে, তবে তাহাদের সংখ্যা নগণ্য; সুতরাং হিন্দুর সমাজ বক্ষে সতী চিতানল একভাবেই দাউ দাউ জ্বলিতে থাকিল, তবে সুখের মধ্যে হিন্দুগণের মধ্যে তখন হইতেই এসম্বন্ধে মতভেদ হইতেছিল, তাই তাঁহারা আশা করিলেন যে অচিরে এ সম্বন্ধে একটা কিছু উপায় অবধারিত হইবে। ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে মাননীয় ইষ্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানীর গবর্ণর মার্কুইস কর্ণওয়ালিশ সর্ব্ব প্রথম এ বিষয়ে মনযোগী হয়েন এবং ভারতবর্ষস্থ ইংরাজ কোম্পানীর যাবতীয় রাজকর্ম্মচারীগণের প্রতি আদেশ দেন যে যখনই তাঁহাদের স্বীয় স্বীয় অধীনস্থ স্থানে কোনও সতীদাহের উদ্যোগ হইবে, তখনই তাঁহারা তথায় যাইয়া এবিষয়ে তাঁহাদের ঐকান্তিক অমত প্রকাশ করিবেন, কিন্তু কোন রূপে তাহাদের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া তাহাদের সংকল্পিত কার্য্যে বাধা জন্মাইবেন না। ইহাই সতীদাহের বিরুদ্ধে সদাশয় ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের প্রাথমিক আদেশ ও চেষ্টা। পরবর্ত্তী গবর্ণর সার্ জন্ সোরএর শাসন কালে এ সম্বন্ধে কোনও উচ্চ বাচ্য হয় নাই। ইহার পর ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে মার্কুইস ওয়েলেস্লী গবর্ণর হইয়া ভারতবর্ষের তাৎকালিক রাজনৈতিক গোলযোগ সত্ত্বেও এতদ্দমনে স্বতন্ত্র আইন না করিয়াই এই প্রথাকে সাধারণ নরহত্যা পর্য্যায়ভুক্ত করিয়া সরাসর বন্ধ করিয়া দিতে অভিলাষ করেন এবং এতদ্বিষয়ে তদানীন্তন সর্ব্বোচ্চ ধর্ম্মাধিকরণ নিজামত আদালতের জজ মহোদয়গণের মতামত জিজ্ঞাসা করেন। কিন্তু জজ্গণ তাঁহার সহিত একমত হইতে পারেন নাই এবং তাঁহারা এই মর্ম্মে তাঁহাদের অভিমত দেন যে “যদি গবর্ণমেণ্ট পক্ষ হইতে নিম্নলিখিত বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয় যে, যে রমণী সতীদাহ সম্পন্ন করিতে যাইতেছে তাহার সহমরণ তাহার স্বইচ্ছাকৃত কি তাহার প্রতি কোনরূপ বল প্রকাশ করা হইতেছে কিম্বা সিদ্ধি বা অপর কোনও মাদক দ্রব্যের সাহায্যে তাহার বুদ্ধি ভ্রংশ ঘটাইয়া তাহার সম্মতি গ্রহণ করা হইতেছে,

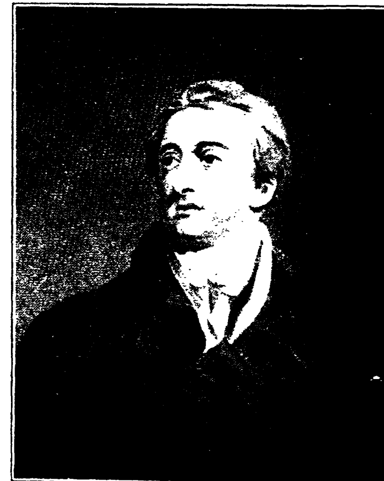
তাহা হইলেই এই প্রথা ক্রমে ক্রমে লোপ পাইবে, অন্যথা সরাসর এই প্রথা বন্ধ করিয়া দিলে, নবাগত ইংরাজ রাজের রাজনৈতিক বহু অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে।”

মাননীয় নিজামত আদালতের বিচারপতি মহোদয়গণের প্রাগুক্ত অভিমতানুযায়ী কোনও আইনাদি না হওয়ায় এবং গবর্ণমেণ্ট পক্ষ হইতে এ প্রথার বিরুদ্ধে প্রথমে বিশেষ আন্দোলন করিয়া পরিশেষে কোনও কার্য্যকরী উপায় গ্রহণ না করায়, যেন গবর্ণমেণ্টের আন্দোলনকে উপহাস করিতেই সেবার সতীদাহ না কমিয়া আরও বহুগুণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। ইহার পর আট বৎসর যথাক্রমে মার্কুইস কর্ণওয়ালিশ ও অস্থায়ী গবর্ণর সার্ জজ্ বারলোর সময়ে এ বিষয়ে কোন উপায় অবলম্বিত হয় নাই। এইরূপে এই প্রথার প্রসার বর্দ্ধিত হইলে সহৃদয় রাজারও এ বিষয়ে সকরুণ দৃষ্টি স্বতই পতিত হইল এবং পরবর্ত্তী গবর্ণর লর্ড মিণ্টো বাহাদুর ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার ভারত ত্যাগের অব্যবহিত পূর্ব্বেই মাননীয় নিজামত আদালতের জজ্ মহোদয়গণের প্রাগুক্ত অভিপ্রায় অনুযায়ী এক সার্কুলার বিধিবদ্ধ করিয়া যান।* এতদ্দ্বারা তিনি ইংরাজাধিকৃত ভারতীয় সমস্ত বিচার বিভাগীয় কর্ম্মচারীগণকে এ বিষয়ে একটু অধিকতর মনোযোগী হইতে আদেশ করেন এবং ইহাও আদেশ করেন যে, যে কেহ সতীদাহের প্রার্থনা জানাইবে তাহাকেই যেন আদেশ দেওয়া হয়; কিন্তু, গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীর বিনা আদেশে যেন কুত্রাপি একটী ঘটনাও সংঘটিত না হয়। তিনি আদেশ করেন ম্যাজিষ্ট্রেট বা পুলিসের ভার প্রাপ্ত কর্ম্মচারীকে সতীদাহের সংবাদ দিতে উদ্যোক্তাগণ বাধ্য এবং ম্যাজিষ্ট্রেট বা ভার প্রাপ্ত কর্ম্মচারীগণ স্বয়ং ঘটনা স্থলে উপস্থিত হইয়া অবধারণ করিবেন

* Vide Boulger's Bentinck and Good old days of John Company. Page 194.



The Marquis of Hastings.



Lord William Bentinck.

যে রমণী স্বইচ্ছায় চিতারোহণ করিতে যাইতেছে কিনা এবং কোন মাদকাদি ব্যবহারে তাহাকে সম্মত করা হইয়াছে কিনা ; ও রমণীর বয়স ১৬ বৎসর অতিক্রম করিয়াছে কি না ; এবং ঐ কালে উক্ত নারী গর্ভবতী কি না। পুলিশ কর্ম্মচারীগণ যাবৎ ঐ কার্য্য সমাহিত না হইবে তাবৎ ঐ স্থানে উপস্থিত থাকিয়া শান্তি রক্ষা করিবেন এবং শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত ঐ রমণীকে তাহার অভিপ্রায় বুঝিয়া ঐ সংকল্প হইতে বিচ্যুত করিতে সুযোগ প্রদান করিবেন। ইহাই মহামান্য ইংরাজরাজের সতীদাহের বিপক্ষে দ্বিতীয় উদ্যোগ।

এইরূপ আইন প্রচারিত হইলেও, বস্তুতঃ তখন উহা আদৌ কার্য্যকরী হয় নাই। পরন্তু, সতীদাহ বিশেষরূপেই চলিতে লাগিল ; এমন কি সেই বার হইতে আরম্ভ করিয়া পরবর্ত্তী কয়েক বৎসর যাবৎ উহা সমগ্র ভারতে অতি ভীতিজনক রূপে বর্দ্ধিত হইল।* নিম্নবঙ্গে সে বার ৬০০ শত সতীদাহ হইল, যাহা পূর্ব্বে গড়ে দশ বৎসরে ৬০০ শত হয় নাই। মহামান্য গবর্ণমেণ্টের প্রাগুক্ত আদেশের কদর্থ করিয়া লোকে যেন আরও অধিকতর উৎসাহের সহিত সতীদাহে মন দিল। এই কয়েক বৎসরে সতীদাহ বৃদ্ধির কারণ সম্বন্ধে অনেকে অনেকরূপ অর্থ করেন। কেহ বলেন যে কয়েকটী বিশেষ কারণ ব্যতীত সতীদাহ করিতে রাজকর্ম্মচারীগণ সম্মতি দিবেন, সদাশয় গবর্ণমেণ্টের এই আদেশ হইতে লোকে ধরিয়া লইল যে সতীদাহ আইন সঙ্গত † পরন্তু পুলিশ বা ম্যাজিষ্ট্রেট থাকিয়া দাহ

* Vide Bentinck by C. Boulger.

† The Court of Directors of the Hon. East India Company, in a letter to the Governor-General in Council, under date, London, June 1823, thus express their opinion upon the subject of partial interference ;—"To us it appears very doubtful (and we are confirmed in this doubt by respectable authority) whether the measures, which have been already taken, have not tended,

সম্পন্ন করিবার আদেশ থাকায় আরও মনে করিল যে ইহা গবর্ণমেণ্টের অনুমোদিত ; বিশেষ আভিজাত্য অভিমানী ব্যক্তিগণ, রাজ কর্ম্মচারী প্রভৃতি থাকিয়া এই কার্য্যে সহায়তা করিবে বলিয়া ইহাকে আরও গৌরবাত্মক মনে করিয়া দ্বিগুণ উৎসাহিত হইয়া উঠিল।

যদি এ সম্বন্ধে কেহ তর্ক দ্বারা তাহাদিগকে নিষেধ করিত, তবে, তাহারা তৎক্ষণাৎ উত্তর দিত, "ইহা আমাদের আবহমান কালের প্রথা এবং এ বিষয়ে আমরা গবর্ণমেণ্টের আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছি।" †

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে উক্ত সার্কুলার বিধিবদ্ধ হওয়ায় সতীদাহ না কমিয়া বরং বাড়িয়াই গিয়াছিল। কেহ কেহ এরূপ বলেন যে গবর্ণমেণ্টের প্রাগুক্ত সার্কুলালের জন্য যে সতীদাহ বাড়িয়াছিল তাহা নহে ; এতদিন কোথায় কোন্ ঘটনা সংঘটিত হইত, তাহার একটা

---

rather to increase than to diminish the frequency of the practice. Such a tendency is, at least, not unnaturally ascribed to a Regulation which, prohibiting a practice only in certain cases, appears to sancion it in all others. It is to be apprehended that where the people have not previously a very enthusiastic attachment to the custom, a law which shall explain to them the cases in which it ought not to be followed, may be taken as a direction for adopting it in all others. It is, moreover, with much reluctance that we can consent to make the British Government, by a specific permission of the Suttee an ostensible party to the sacrifice ; we are averse also to the practice of making British Courts expounders and vindicators of the Hindu religion, when it leads to acts which, not less as legislators, than as Christians, we abounnate.

Vide Parliamentary Papers vol. III, p. 45.

* Vide Parliamentary Papers vol. V, p 158.

† Vide Bombay Courier, October, 1824 ; also Parliamentary papers, p 242.

নিয়মিত হিসাব না থাকায় এবং এই বৎসর হইতে এসম্বন্ধে বাঁধাবাঁধি নিয়ম হওয়ায় সমস্ত সতীদাহই হিসাবভূক্ত, হয় সুতরাং যেটা বৃদ্ধি বলিয়া প্রকাশিত হয় সেটা বৃদ্ধি নহে, পূর্ব্বের যে সংখ্যা আন্দাজি ধরা হইত, তাহাই এতদ্বারা ভুল প্রমাণিত হয়। † আবার কেহ বলেন ঐ বৎসর দেশের বহুস্থানে মড়ক হওয়ায় মৃত্যু সংখ্যা তথা সতীদাহের সংখ্যা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। কারণ যাহাই হউক, সতীদাহ যে দেশে অত্যন্তই চলিতে লাগিল এ বিষয়ে মতদ্বৈধ নাই, সুতরাং, গবর্ণমেণ্ট কঠোরতম আইন করিতে কৃত-সঙ্কল্প হইয়া ভারতীয় সমস্ত জেলার ভারপ্রাপ্ত ম্যাজিষ্ট্রেটগণের এতদ্বিষয়ে মতামত জিজ্ঞাসা করেন। তাঁহারা সকলেই লর্ড মিণ্টো বাহাদুরের মন্তব্যের অপকারিতা স্বীকার করিয়া এরূপ আংশিক দমন প্রথার বিরুদ্ধে রিপোর্ট দেন, এবং এক বাক্যে উহা প্রত্যাহার করিতে অনুরোধ করেন। তাঁহারা বলেন যে এই আদেশ প্রত্যাহৃত হইলে একদিকে যেমন সতী-দাহের সংখ্যা কমিয়া যাইবে, তেমনি তাঁহারাও ব্যক্তিগত ভাবে এই নিদারুণ শোকাবহ দৃশ্য দর্শনের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিবেন। ‡

সদাশয় গবর্ণর মার্কুইস হেস্‌টিংস্‌ বাহাদুর এইকালে পতির মৃতদেহের সহিত স্ত্রীকে জীবিত সমাহিত করিবার বিপক্ষে এক আইন বিধিবদ্ধ করেন। এতদ্বারা তিনি, যুগী জাতীয় বিধবাগণের মধ্যে প্রচলিত পূর্ব্বোক্ত প্রথা হিন্দু শাস্ত্রানুমোদিত নহে সুতরাং উহা বেআইনি বলিয়া ঘোষনা করেন, এবং উক্তরূপ সহমরণকে সাধারণ-নরহত্যা পর্য্যায় ভূক্ত করিয়া তদনুযায়ী শাস্তি নির্দ্দেশ করেন; ও এতদ্দমনে তিনি পুলিস্‌ ও ম্যাজি-

† Vide Poynder's speech pp 66-69.

‡ ব্রিটিশাধিকৃত ভারতের সমস্ত জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটই গবর্ণমেণ্ট সার্কুলারের উত্তরে প্রায় একইরূপ রিপোর্টই প্রদান করিয়াছিলেন।

Vide Parliamentary Papers, Vol. I p. 212.

ষ্ট্রেটগণকে বিশিষ্ট ক্ষমতা প্রদান করেন। * সতীদাহ নিবারণকল্পে সদাশয় ইংরাজরাজের ইহাই তৃতীয় উদ্যম। এই আইনেরপর পূর্ব্বরূপ সহমরণ কথঞ্চিৎ নিবারিত হইলেও অন্যান্যরূপ সতীদাহ ও সহমরণ দেশে অবাধে চলিতে লাগিল। ইহাতে একদিকে গবর্ণমেণ্ট যেরূপ ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন, তেমনি দেশের শিক্ষিত হিন্দু সম্প্রদায় উহার নিবারণকল্পে মহামান্য গবর্ণর লর্ড হেষ্টিংসের,বরাবর ১৮১৯ অব্দে এক আবেদন পত্র প্রেরণ করিলেন। † কিন্তু মুষ্টিমেয় শিক্ষিত হিন্দু সন্তানের এই আবেদন

---

* A Regulation prohibiting the burying of a widow alive, was promulgated, Sep. 1817 :—

1. It having been ascertained that the sastra contains no authority for a practice which has prevailed amongst the Jogee tribe in some parts of the country especially in the Dists of Tipperah of burying alive the widows of persons of that tribe, who desire to be interred with the bodies of their husbands, such practice must necessarily be regarded as a criminal offence under the general Laws and Regulations of Government.

2. The Magistrate and Police officers in every district where the practice above mentioned has been known to exist, shall be careful to make the present prohibition as publicly known as possible ; and if any person after being advised of it, shall appear to have been concerned in burying a woman alive in opposition thereto, he shall be apprehended and brought to trial for the offence before the Court of Circuit.

3. The Magistrate and Police officers are farther direcetd to use all practicable means for preventing any such illegal act ; and an attempt to commit the same, after the promulgation of these rules, though not carried completely into effect, will on conviction, be punished by the city magistrate or by the Court of Circuit according to the degree of criminality and circumstance of the case.

† Vide Sati's cry to Britain, p. 84 ; also Poynder's speech p 220.

পত্রে বিশেষ কোন ফল হইল না। মহামতি গবর্ণর লর্ড ময়রা বাহাদুরের এতদ্দমনে আন্তরিক অভিলাষ থাকিলেও তিনি পাছে দেশের লোক ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ' হইল ভাবিয়া অসন্তুষ্ট হইয়া উঠে এবং সিপাহীরা বিদ্রোহী হয় এবং সেই সকল রাজনৈতিক গোলযোগ ব্যপদেশে বিলাতের লোক তাঁহার শাসন প্রণালীর ছিদ্রানুসন্ধান করিয়া তাঁহাকে অপদস্থ করে এই সকল ভয়ে ভীত হইয়াই কার্য্যতঃ ঐ প্রথা সমূলে নাশ করিতে সাহসী হইলেন না *। এই সময়ে তাঁহার কার্য্যকালও শেষ হইয়া আসিল এবং লর্ড আমহার্ষ্ট ভারতের গবর্ণর হইয়া আসিলেন। এদিকে ভারতবন্ধু মার্কুইস হেষ্টিংশ বাহাদুর ভারত ত্যাগ করতঃ স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেও ভারতীয় এই প্রথা নিবারণের সঙ্কল্প একদিনের জন্যও তিনি বিস্মৃত হইলেন না। তিনি স্থির বুঝিয়াছিলেন যে বিলাতের লোকের পূর্ণ সহানুভূতি না পাইলে ভারতের এই দৃঢ়মূল প্রথা সমূলে উৎপাটিত করিতে যে দৃঢ়তা ও স্থৈর্য্য ভারতীয় গবর্ণরের পক্ষে একান্ত আবশ্যক, তাহা তাঁহারা প্রাপ্ত হইবেন না; তাই তিনি অক্লান্ত পরিশ্রমে বিলাতের বড় বড় নগরে বহু সভা সমিতি স্থাপন করিয়া এই বিষয়ে ইংরাজ জাতির তথা বৃটীশ মহাসভার সকরুণ মনোযোগ আকর্ষণ করেন।

১৮২৩ অব্দে বেডফোর্ড নগরে † সর্ব্ব প্রথম এ বিষয়ে এক মন্ত্রণা

---

* Sati's cry to Britain p. 93.

† Meeting at Bedford, in 1823, iu the village of Crail near Edinburgh, in 1825 and in the following places in 1827 :—

Ashbourn	East Retford	Newyork	Sutton Ashfleld
Belper	Hinckby	Newbury	Stanios
Belfast	Hinton	Northampton	York
Chester	Loughborough	Reading	* * *
Colchester	Manchester	Rochade	* * *
Derby	Melbourn	Salisbury	* * *

সভার অধিবেশন হয়; পরে ১৮২৫ অব্দে এডিনবরার নিকট ক্রেল নামক স্থানে একটী মহতী সভা হয়, এবং পরবর্ত্তী ১৮২৭ অব্দে এই সভার উদ্যোগে বিলাতের বহুতর স্থানে বহু সভা সমিতির অধিবেশন হয়। এই সকল সভা হইতে অসংখ্য আবেদন মহাসভায় প্রেরিত হয়। সকলে এক বাক্যে ভারতের সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে বহু যুক্তি প্রদর্শন করিয়া অনতি বিলম্বে উহা বন্ধ করিয়া দিতে অনুরোধ করেন। * এদিকে লর্ড আম-

---

* Specimen of petition adopted in Manchester :—

"To the Right and Honble Lords spiritual and Temporal and the United Kingdom of Great Britain and Ireland in Parliament assembled.

The humble petition of the inhabitants of Manchester and its vicinity, adopted at public meeting convened by the Boroughrueve and constables of Manchester and held in the townhall, on the 9th of May, 1827.

Sheweth—That your petitioners have learned with the greatest regret that the burning of widows with the dead bodies of their husbands, and other customs by which human life is wantonly sacrificed, continue to be practised in various parts of British India, with undiminished frequency, in gross violation of the law of God and of the rigts and feelings of humanity.

That it further appears to your petitioners that the existing regulation of the Satee, circulated by the Bengal Government, in one thousand eight hundred and fifteen, have rather tended to increase than to diminish the number of human sacrifices, it being understood by the Natives, that by these regulations the sanction of the ruling power is now added to the commentation of the Sastras.

That it appears from documents submitted to your Right Hon'ble House and since laid before the public that the practice of burning Hindu widows alive, if prohibited by Government,

হার্ষ্ট বাহাদুর ভারতের তদানীন্তন ভাব পর্য্যালোচনা করিয়া বিলাতের কোর্ট অব ডিরেক্টারস্‌দের এই মর্ম্মে এক পত্র লেখেন যে সতীদাহ প্রচলিত থাকায় যে অমঙ্গল রাজ্যে সংঘটিত হইতেছে তাহা দমন করিতে তদপেক্ষা সংখ্যাতীত গুণ অমঙ্গলের আশঙ্কা যদি না থাকিত তবে একদিনের জন্যেও এই কুপ্রথার প্রশ্রয় আমরা কদাপি দিতাম না। * তিনি ১৮২৩ অব্দে এ সম্বন্ধে যে মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেন তাহাতেও ঐরূপ আশঙ্কা জানাইয়া পরিশেষে বলেন যে তিনি ইহা আশা করেন যে বুদ্ধিমান্ হিন্দু জাতির মধ্যে শিক্ষা ও সভ্যতার বিস্তৃতি লাভ হইলে কালক্রমে এই কুপ্রথার প্রসার তাঁহাদের মধ্যে স্বতঃই কমিয়া আসিবে, তখন ইহার বিলোপ সাধন অনায়াসসাধ্য ও যুক্তি যুক্ত হইবে। তবে তিনি এক সার্কুলার জারি দ্বারা সহমরণেচ্ছু বিধবার কোনও নিকট আত্মীয় ঐ বিধবার পরিত্যক্ত শিশু পুত্র কন্যা গুলির সাবালক হওয়া পর্য্যন্ত ভরণ পোষণাদির সম্পূর্ণ ভার, (উপযুক্ত

might be effectually suppressed, without any ground of apprehension of evil consequences.

That your Petitioners deeply impressed with the obligation of the inhabitants of Britain to promote the civilizaion and improvement of their fellow-subjects in India, as expressed by the resolution of your Right Honble House in the year one thousand eight hundred and thirteen, most earnestly implore your Right Hon'ble House to adopt such measures as may be deemed most expedient and effectual for the suppression of customs so abhorrent from British character and so opposed to the welfare of our Indian possessions and thus remove the stigma which at present attaches to our national character and relieve the inhabitants of British India from this scourge.

And your petitioners will ever pray.

* Vide Boulgers Bentinck, p. 85.

আদালতে যথোপযুক্ত জামিন দিয়া) লইতে স্বীকৃত না হওয়া পর্য্যন্ত পুত্র কন্যাবতী বিধবার পক্ষে সহমরণ নিষেধ করিয়া দেন। তথাপি ঐ বদ্ধমূল প্রথা একেবারে রহিত করিতে তিনি সাহস পান নাই।

এইরূপ শত বাক্‌বিতণ্ডা, শঙ্কা ও সন্দেহে লর্ড আমহার্ষ্ট এর কার্য্য কাল শেষ হইয়া আসিল এবং দৃঢ়মনা শক্তিধর লর্ড বেণ্টিক বাহাদুর ১৮২৮ অব্দে ভারতের গবর্ণর হইয়া আসিলেন। লর্ড বেণ্টিঙ্ক আসিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে এ বিষয়ের সমস্ত কাগজপত্র পাঠ করিয়া বুঝিতে পারিলেন যে এক মাত্র সিপাহী বিদ্রোহাশঙ্কায় শঙ্কিত হইয়া পূর্ব্ব পূর্ব্ব গবর্ণরগণ এই প্রথা আইন দ্বারা রহিত করিতে ইতস্ততঃ করিয়া আসিতেছেন। তিনি সেই জন্য বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যার বিভিন্ন প্রদেশস্থ প্রধান প্রধান ৪৯জন সৈনিক কর্ম্মচারীকে এ সম্বন্ধে মত জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন। তদুত্তরে ৫ জন এই প্রথায় হস্তক্ষেপের বিরূদ্ধে, ১২ জন জবরদস্ত আইন না করিয়া দেশের লোককে বুঝাইয়া বন্ধ করিবার পক্ষে, এবং অবশিষ্ট ২৪ জন ক্ষণবিলম্ব ব্যতিরেকে জবরদস্ত আইন পাশ করিয়া বন্ধ করিবার পক্ষে মত দিলেন। কিন্তু সিপাহীগণের বিদ্রোহের আশঙ্কা যে অমূলক তাহা সকলেই একবাক্যে বলিলেন; সুতরাং এ বিষয়ে এতদিন যেটা প্রধান অন্তরায় ও ভাবনার বিষয় ছিল, সেটা এক্ষণে অমূলক বলিয়া বিবেচিত হইল, সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্ববর্ত্তী গবর্ণর-গণের ভয় ও তজ্জনিত আপত্তি ভিত্তি শূন্য হইয়া দাঁড়াইল। বাঙ্গালী জাতিও স্বভাবতঃ শান্তিপ্রিয়, তাই জনসাধারণ হইতে কোনরূপ অশান্তির আশঙ্কা বেণ্টিঙ্ক বাহাদুর মনে স্থান দিলেন না। বিশেষতঃ এই সময়ে ১৭২৮ অব্দে মহামান্য নিজামত আদালতের বিচারপতিগণ এই প্রথা রহিত করিয়া দিবার জন্য দৃঢ়ভাবে গবর্ণমেণ্টকে লিখিয়া পাঠাইলেন। উক্ত ধর্ম্মাধিকরণের তদানীন্তন ৫ জন বিচারপতির মধ্যে একজন মাত্র কেবল



মিঃ ব্যাণ্ট মলভিন অঙ্কিত

অনুগমন

উক্ত মতের বিরোধী হইলেন, কিন্তু পর বৎসর তিনি কার্য্য হইতে অবসর লইলে যিনি তাঁহার স্থলাভিসিক্ত হইলেন তিনি তাঁহার সহযোগী জজ চতুষ্টয়ের সহিত একমত হইয়া সতীদাহ রহিত করিবার পক্ষে মত দিলেন। সুতরাং এক্ষণে দেশের সর্ব্বোচ্চ ধর্ম্মাধিকরণ একবাক্যে উক্ত প্রথা রহিতের জন্য গবর্ণমেণ্টের পক্ষ সমর্থন করিলেন। দেশের সর্ব্বোচ্চ ধর্ম্মাধিকরণের এই সহায়তা গবর্ণমেণ্টের পক্ষে কম কার্য্যকারী হয় নাই। এই ৫ জন জজের মধ্যে একজন এমনও মত প্রকাশ করেন যে তিনি এই প্রথাকে সাধারণ নরহত্যা পর্য্যায়ভুক্ত করিয়া দোষীগণের শাস্তি বিধান করিতে চাহেন। * এই কালে রামমোহন রায় † দ্বারিকানাথ ঠাকুর প্রমুখ শিক্ষিত বাঙ্গালীগণও দেশের লোককে বুঝাইবার জন্য এই প্রথার বিরুদ্ধে দেশে এক তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন। মহাত্মা রামমোহন রায় সহমরণ প্রথার বিরুদ্ধে ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভাষায় কথোপকথনচ্ছলে

---

* এসম্বন্ধে Good old days of John Company by W. A. Carry Vol II, p. 196. এইরূপ উল্লিখিত আছে :—

All this time while the Government. fiddled and widows burnt an intimation from one of the Judges of the old Supreme Court, to the effect that he would simply treat Suttee as murder, had completely prevented the practice in the limited tract bordered by the river Hoogly and Marhatta ditch. widows might be reduced to ashes on one side of the Circular Road but not on the other, at Garden Reach but not at Chandpalghat, at Howrah but not in the Esplanade.

† কথিত আছে রামমোহন রায় তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জগৎমোহনের স্ত্রীর সহমরণ দেখিয়া হৃদয়ে দারুণ আঘাত প্রাপ্ত হয়েন এবং ভবিষ্যতে তন্নিবারণে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েন। এ সম্বন্ধে রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ সভায় রাজনারায়ণ বসু মহাশয় বক্তৃতা করেন "চিতানল ধূ ধূ জ্বলিতেছে, সহগামিনী স্ত্রীর আর্ত্তনাদ যাহাতে কাহারও কানে প্রবিষ্ট না হয়, তজ্জন্য প্রবল উদ্যমে বাদ্য ভাণ্ড বাজিতেছে সে প্রবল ভয়ে চিতা হইতে গাত্রোত্থান করিবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু স্বজনে তাহার বক্ষে বাঁশ দিয়া চাপিয়া

কয়েক খানি পুস্তিকা রচনা ও মুদ্রিত করিয়া দেশের সর্ব্বত্র বিনামূল্যে বিতরণ করিলেন। তাঁহার প্রথম দুই খানি পুস্তক সহমরণ প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তক দুই ব্যক্তির কথোপকথনচ্ছলে লিখিত। প্রথমের নাম প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের সংবাদ"; দ্বিতীয় পুস্তকের নাম "প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের দ্বিতীয় সংবাদ।" এবং "মুগ্ধবোধচ্ছাত্র" ও "বিপ্রনাম" নামধারী দুই ব্যক্তির পত্রের উত্তরে তিনি ১৭৫১ শকে ৩য় পুস্তক রচনা করেন। এই পুস্তকত্রয়ের সারমর্ম্ম এই যে, সমস্ত শাস্ত্র গ্রন্থেই কাম্য কর্ম্ম নিন্দিত হইয়াছে। সহমরণ কাম্য-কর্ম্ম, সুতরাং উহা শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্যানুসারে অকর্ত্তব্য। এতদ্ব্যতীত এই গ্রন্থত্রয়ে সহমরণাপেক্ষা ব্রহ্মচর্য্যের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদক বহুতর্কের অবতারণা করা হইয়াছে।

রক্ষণশীল হিন্দু সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে কলিকাতা শোভাবাজার রাজবাটীর স্বনাম ধন্য রাজা স্যার্ রাধাকান্ত দেব, কে, সি, এস, আই স্থাপিত ধর্ম্ম সভা হইতে রাজা রামমোহন রায়ের গ্রন্থের প্রতিবাদ করিয়া উত্তর বাহির হইল। ঘোরতর তর্ক যুদ্ধ চলিতে লাগিল। ইতিমধ্যে মহামান্য বেণ্টিঙ্ক বাহাদুর এ বিষয়ে সুযুক্তিপূর্ণ সুদীর্ঘ এক মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিলেন; এবং ইহার একমাস পরেই ১৮২৯ অব্দের ৭ই ডিসেম্বর তারিখের কলিকাতা গেজেটে সতীদাহ প্রথা রহিত বিষয়ক এক আইন প্রকাশিত হইল। ইহা ১৮২৯ অব্দের ৪ঠা ডিসেম্বর তারিখের ১৭ আইন নামে প্রসিদ্ধ। এতদ্বারা স্বামীর মৃত্যুতে জীবিতা

রাখিতেছে; এই সকল নির্দ্দয় ও নিষ্ঠুর দৃশ্য দেখিয়া রামমোহন রায়ের চিত্তে দয়া উদ্বেলিত হইয়া উঠিল, এবং তদবধি তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন যে,—যে পর্য্যন্ত না সহমরণ প্রথা রহিত হয় সে পর্য্যন্ত তন্নিবারণের চেষ্টা হইতে তিনি কখনই বিরত হইবেন না। নগেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "রাম মোহন রায়ের জীবন চরিত" দ্রষ্টব্য।

স্ত্রীর সহমরণ নিষিদ্ধ হইল ও উহা বেআইনী বলিয়া গণ্য হইল ও যে কেহ অতঃপর উক্ত কার্য্যে কোনও রমণীকে সহায়তা করিবে সেই সাধারণ দণ্ড বিধির আমলে আসিবেক বলিয়া ঘোষণা করা হইল। *

সর্ব্ব প্রথম বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা প্রদেশকে এই আইনের আমলে আনা হয়; পরে ১৮৩০ অব্দে ইহা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক কিছু কিছু রূপান্তরিত হইয়া মাদ্রাস ও বম্বে প্রদেশে প্রযুক্ত হয়।

এইরূপে আবহমানকাল প্রচলিত একটা সামাজিক রীতি, যাহা অনাদি অনন্তকাল ধরিয়া ভারতের কোটি কোটী বালিকা, যুবতী, প্রৌঢ়া এবং বৃদ্ধাকে কবলিত করিয়া পরিপুষ্ট হইয়া আসিতেছিল তাহা, শক্তিধর মহামতি লর্ড বেণ্টিঙ্ক বাহাদুর কর্তৃক বিলুপ্ত হইল। + দেশে

* এই আইন Regulation XVII of 1829 নামে খ্যাত; পরিশিষ্টে উহা যথাযথ উদ্ধৃত হইল।

\+ আইন পাশ হইলেও দেশ হইতে এই প্রথা একেবারে তিরোহিত হইল না। তখনও এখানে ওখানে প্রকাশ্যে এবং কোথাও বা গোপনে সতীদাহ চলিতে লাগিল এবং পুলিশও এ বিষয়ে সন্ধান পাইয়া ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া কোথাও বা সহমরণ নিবারণ করিতে পারিল কোথাও নিবারণে অক্ষম হইয়া দোষীগণকে ধরিয়া বিচারার্থ উপযুক্ত আদালতে পাঠাইয়া দিল। তদবধি আজপর্য্যন্ত এইরূপ বহু ঘটনার উল্লেখ করা যাইতে পারে। এখানে কয়েকটি আধুনিক ঘটনামাত্র উল্লিখিত হইল।—

১। মারীপুর গ্রামের ২০ বৎসর বয়স্কা নারায়ণী নাম্নী জনৈক মহিলা সতী হয়েন উহার সহায়তা অপরাধে ৮ ব্যক্তি অভিযুক্ত হয়, বিচারাধীন অবস্থায় ২ জন আসামী মরিয়া, যায় বক্রী কয় জনের দিল্লীর সেসান জজের বিচারে দণ্ড হয়।

Vide Civil and Military Gazette. March 30th 1903.

২। বিহার প্রদেশান্তর্গত সফরী গ্রামে চতুর্ভুজ মিছির ৮ই অক্টোবর মৃত্যুমুখে পতিত হইলে তাহার স্ত্রী সহমৃতা হয়, উহার সহায়তা করা অপরাধে ১৩ জন অভিযুক্ত ও ৫ বৎসর হইতে ১॥ বৎসর পর্য্যন্ত অপরাধের তারতম্যানুসারে কারাদণ্ড প্রাপ্ত হয়।

Vide Englishman 17th, January 1905.

৩। বোম্বাই নগরে কমাটিপুরা গ্রামে শঙ্কর শ্যামদের মৃত্যু হইলে তদীয় যুবতী পত্নী লক্ষ্মীবাই ১৪ই জুন ১৯১৩, গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া স্বহস্তে নিজ পরিধেয় বস্ত্রে

একটা তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইল বটে, কিন্তু সেটা ক্ষনিক উত্তেজনা মাত্র। কুত্রাপি একটি সিপাহীও তাহার কর্ণেলকে গুলি করিল না, কোথাও একটী মিসিনারী বা ম্যাজিষ্ট্রেট লাঞ্ছিত হইলেন না কিম্বা কোথাও একটী ধনাগার বা কাছারী বাটী ভস্মীভূত হইল না; কেবল উত্তেজিত জনকয়েক হিন্দু বঙ্গবাসী ও তাঁহাদের মুখপত্র হইয়া কলিকাতার ধর্ম্মসভা কিছুদিন ধরিয়া এ বিষয়ের আন্দোলন

অগ্নি: সংযোগ করিয়া আত্মহত্যা করে। জুরীর বিচারে এই মৃত্যু এক বাক্যে আত্ম-হত্যা বলিয়া সিদ্ধান্ত হইয়াছে। বসুমতী ১৪ই আষাঢ়, সন ১৩২০, দ্রষ্টব্য।

৪। কলিকাতা দুর্গাচরণ মিত্রের গলীস্থ ২০ বৎসর বয়স্কা সুশীলাবালা দাসী স্বামীর মৃত্যুতে অসহ্য শোক সহিতে না পারিয়া কেরোসিন তৈলের সাহায্যে অগ্নি সংযোগে স্বীয় দেহ ভস্মীভূত করেন। বসুমতী, ১৪ই আষাঢ়, ১৩২০, দ্রষ্টব্য। এই বৎসর কলিকাতায় আরও ২।৩টি ঐরূপ ঘটন সংঘটিত হইয়াছিল।

৫। সম্প্রতি মইনপুরে একটি সতীদাহ সম্পন্ন হইয়াছে এবং সাহায্যকারীগণ রাজ-দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে ২রা শ্রাবণ ১৩২০ সালের হিতবাদী পত্রে ঐ ঘটনা এইরূপ বিবৃত হইয়াছে।—

"বিগত ২০শে জুন তারিখে সূর্য্যোদয়কালে মইণপুরের অন্তর্গত জারাউলি গ্রামে রামলাল নামক এক ব্রাহ্মণের মৃত্যু হয়। তাঁহার যুবতী ভার্য্যা জয়দেবী স্বামীর সহিত সহমরণে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে তাঁহার আত্মীয় স্বজন তাঁহাকে ঐ কার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য যথোচিত চেষ্টা করেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া অবশেষে পুলিশে সংবাদ প্রেরণ করেন। প্রাতঃকালে যখন মৃতদেহ শ্মশানে লইয়া যাওয়া হয়, জয়দেবী সিকি, দুয়ানী ও নানা প্রকার পুষ্প শবাধারের উপর নিক্ষেপ করিতে করিতে শ্মশানাভিমুখে গমন করেন এবং শ্মশানে উপস্থিত হইয়া একটা স্থান নির্দ্দেশ করিয়া বলেন যে এই স্থানে চিতা প্রস্তুত কর। যথা সময়ে চিতা প্রস্তুত হইলে ব্রাহ্মণের শব সেই চিতার উপর স্থাপন করা হয়। তখন জয়দেবী সেই চিতার উপরে আরোহণ পূর্ব্বক স্বামীর মস্তক ক্রোড়ে লইয়া উপবেশন করেন এবং স্বীয় অঙ্গ হইতে অলঙ্কারাদি উন্মোচন করিয়া ইতস্ততঃ নিক্ষেপ করিতে থাকেন। সতী সহমরণে যাইতে-ছেন, এই কথা প্রচারিত হইলে প্রায় দুই সহস্র ব্যক্তি সেই শ্মশানে সমবেত হয়। তখন সতী একব্যক্তিকে কিছু ঘৃত ও ফল আনিতে বলিলেন এবং ঘৃত আনীত হইলে সেই ঘৃত চিতার উপর স্থাপন করিয়া চিতায় অগ্নি সংযোগ করিতে বলিলেন। কিন্তু কেহই সতীর প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না, বরং সমবেত জনতার মধ্য হইতে একব্যক্তি বলিলেন 'যদি তুমি সত্য সত্যই সতী হও তাহা হইলে আগুণ চাহিতেছ কেন, তুমিই চিতা জ্বালিয়া

করিলেন, এবং রাজা স্যার্ রাধাকান্ত দেব প্রমুখ বহু হিন্দুর স্বাক্ষরিত এক আবেদন পত্র উক্ত আইনের বিপক্ষে রাজাধিরাজ চতুর্থ উইলিয়মের নিকটে বিলাতে প্রেরিত হইল; এবং তত্রস্থ প্রিভি কাউন্সেলে এ সম্বন্ধে একটী মকর্দ্দমা করিয়া দেখা হইল। ১৮৩২ অব্দে উক্ত ধর্ম্মাধিকরণে এ বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যালোচনা হইয়া হিন্দুগণের দরখাস্ত না-মঞ্জুর ও ভারত গবর্ণমেণ্টের আইন সম্পূর্ণ ন্যায় সঙ্গত হইয়াছে বলিয়া স্বীকৃত হইল।*

দাও।" এই কথা শুনিয়া সতী মৃত স্বামীর কাণে কাণে কি কথা বলিয়া একবার উর্দ্ধ দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া করতালি ধ্বনি করিলেন আর সেই মুহূর্ত্তে সহসা চিতাটি একেবারে ধু ধু করিয়া জ্বলিয়া উঠিল! ইহার অল্প পরেই পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া দেখিল যে ব্রাহ্মণের এবং তাহার সতী স্ত্রীর দেহ একেবারে ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে! দায়রার জজ ঐ রায়ে কয়েকটী বিস্ময়কর ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে রামলালের মৃত্যুর পর জয়দেবী একখণ্ড প্রজ্বলিত কর্পূর লইয়া আপনার সর্ব্বাঙ্গে ঘর্ষণ করিবামাত্র তাহার চক্ষুতে এক অলৌকিক জ্যোতি দেখা দিল। একটি বালিকা সেই সময় জয়দেবীর চক্ষুর প্রতি দৃষ্টিপাত করিবামাত্র অজ্ঞান হইয়া পড়ে। অনেক চেষ্টার পরও বালিকার চৈতন্য সম্পাদন করিতে না পারিয়া তাহার পিতা জয়দেবীর কৃপা ভিক্ষা করিলে, বালিকার চৈতন্য সঞ্চার হইল। যখন জয়দেবী শ্মশানে স্বামীর অনুগমন করেন, তখন তিনি যে সকল রৌপ্য ও মুদ্রা ও পুষ্প ইতস্ততঃ নিক্ষেপ করিতেছিলেন তাহা শূন্য হইতে অদৃশ্য হইয়া যায় কেহই ঐ সকল মুদ্রা বা পুষ্প ভূমিতে পড়িতে দেখে নাই। দায়রার জজ উভয় পক্ষের সাক্ষীর মুখেই এই সকল কথা শ্রবণ করিয়াছেন।"

* As to the case in Privy Council, it was fully argued in June 1832 and after careful consideration of the arguments advanced on both sides, the petition of the Hindu appelants was dismissed and the Act of Govt of India received a formal legal ratification; with regard to this case Mr. Greville (Greville's memoirs No. 11 pp 314-15) who was clerk of the council, declared that "the court were half hearted in the matter, but practically unanimous in thinking that the Governor-General's orders could not be set aside". Vide Boulgers Bentink.

সতীদাহ রহিতের আইন হইবার পূর্ব্বে, ইংরাজ মহলে কেবল উহা করা যুক্তিযুক্ত কিনা, উহা হইলে ভারত সাম্রাজ্যের অনিষ্টাশঙ্কা আছে কিনা ইত্যাদি বিষয়েরই আলোচনা হইত; এক্ষণে আইন বিধিবদ্ধ হইয়া যাওয়ার পর উহারই দোষ গুণ আলোচিত হইতে লাগিল। কেহ উত্তম হইয়াছে বলিলেন, কেহ আইনের শত দোষ ও ত্রুটি প্রদর্শন করিলেন। মিঃ সোর্ নামক বেন্টিঙ্ক বাহাদুরের এক বন্ধু তদীয় "নোটস্ অন্ ইণ্ডিয়া অ্যাফেয়র" নামক পুস্তকের একস্থানে এই মর্ম্মে লিখিয়াছেন যে সতীদাহ ব্যাপারে লর্ড বেন্টিঙ্ক সবিশেষ চিন্তা করিয়া আইন করেন নাই। তাঁহার উক্ত ভয়ানক প্রথা রহিত সম্বন্ধীয় আইন করিবার সময়, আইনে বিধবাগণের ভরণ পোষণের একটা বিধি ব্যবস্থা করা অবশ্য উচিত ছিল।† বাঙ্গালীগণের মধ্যেও তখন দুই ভাবের আন্দোলন চলিতেছিল। একদল যখন উক্ত আইনের বিরুদ্ধে রাজার নিকট দরখাস্ত প্রেরণ প্রভৃতি বিশেষ কার্য্যে ব্যস্ত, তখন অপর দল লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক বাহাদুরের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য অভিনন্দন পত্র প্রদান করিলেন। উক্ত অভিনন্দন পত্রে রাজা রামমোহন রায়, বাবু কালীনাথ রায়, তেলেনী পাড়ার বাবু অন্নদা প্রসাদ বন্দোপাধ্যায়, কলিকাতার বাবু দ্বারিকানাথ ঠাকুর, রাণাঘাটের পতিতপাবন মল্লিক প্রভৃতি ৪।৫ জন সহৃদয় মহাত্মা ব্যতীত দেশের অন্য কোনও লোক স্বাক্ষর করেন নাই।

† Mr. Shore, a friend of Bentinck, writes in his "Notes on Indian affairs" to diminish the value of the regulation:—"Regarding the sati question Lord William Bentinck did not go far enough In addition to abolishing that horrible rite he should have executed some rules to provide for maintenance of widows."

এইরূপে বাঙ্গালার সমাজ বক্ষে তথা বৃটীশ শাসিত ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র ক্রমে ক্রমে সতী চিতানল নির্ব্বাপিত হইল বটে, কিন্তু তাহাতে ভারতের স্বাধীন এবং ইংরাজরাজের করদ ও মিত্র রাজন্যগণের অধিকৃত প্রদেশে এতদ্‌সম্বন্ধীয় কোন বিধি ব্যবস্থাই সংশোধিত হইল না। সেই সকল রাজ্যে সতীদাহ অবাধে সমভাবেই চলিতে লাগিল। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের সতীদাহ নিবারক আইন কেবল বৃটীশ শাসিত ভারতের পক্ষে অর্থাৎ সমগ্র ভারতের মাত্র $\frac{২}{৩}$ অংশ অধিবাসীর মধ্যে কার্য্যকরী হইল।

এইরূপে যে সমস্ত রাজ্যের শাসন প্রথার উপর ইংরাজরাজের প্রত্যক্ষতঃ কোনও হাত ছিল না সে সকলের মধ্যে উদয়পুর, মেওয়ার, প্রভৃতি রাজপুতনার বড় বড় হিন্দু রাজ্য উল্লেখযোগ্য। বাঙ্গালা ব্যতীত ভারতের মধ্যে এক রাজপুত জাতির মধ্যেই এই প্রথার সবিশেষ প্রচলন ছিল। যদি কোনও রূপে এই প্রথা দমনে এই রাজপুত জাতির সহানুভূতি লাভ করা যায় তবে ভারতের অন্য সমস্ত হিন্দু রাজা যে সহজেই উক্ত মতে মত দিবেন ইহাই ইংরাজরাজ: বুঝিতে পারিয়াছিলেন; আর তাই তদানীন্তন ইংরাজ গবর্ণর লর্ড অক্‌ল্যাণ্ড বাহাদুর ১৮৩৮ অব্দে গোপনীয় পত্রে ঐ দুই স্থানের রাজাদের এতদ্বিষয়ে বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের মত জানাইয়াছিলেন। এই সময়ে উদয়পুর রাজ্যের নবীন নরপতির কর্তৃত্বাধীনে সম্পাদিত একটী সতীদাহ * ব্যাপার উপলক্ষ. করিয়া লর্ড

* ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দের ৩০শে আগষ্ট তারিখের মধ্যাহ্নকালে সমগ্র উদয়পুর তোপ ধ্বনিতে মুখরিত হইয়া উঠিল, এবং নগর বাসীগণ কারণ জিজ্ঞাসু হইয়া জানিতে পারিল যে তদানীন্তন উদয়পুরাধিপতি সেই দিন প্রাতঃকালে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছেন। তখন নাগরিকগণ মৃত মহারাণার প্রতি সম্মান ও ভক্তি প্রদর্শনার্থ ও মহারাণীগণের চিতারোহণ দেখিতে প্রাসাদ সম্মুখে সমবেত হইল। মহারাণার দুই প্রধানা মহিষী ও সাত জন অপ্রধানা পত্নী ছিলেন। কনিষ্ঠা রাজ্ঞীর পিতৃবংশে কেহ কখন সহমরণে যায় নাই তাই

অকল্যাণ্ড বাহাদুর উদয়পুরের বৃটীশ রেসিডেন্টকে বেসরকারীভাবে তত্রস্থ নবীন নরপতিকে এ বিষয় বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের আন্তরিক ঘৃণা ও অসন্তোষ জ্ঞাপন করিতে বলেন। উদয়পুর রাজদরবারের যে সমস্ত সামন্তগণ এই কার্য্যের প্রতিবাদ করিয়া রাজাকে ঐ কার্য্যে বিরত হইতে পরামর্শ দিয়াছিলেন, অকল্যাণ্ড বাহাদুর তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া প্রকাশ্য দরবারে তাঁহাদিগকে সম্মানিত করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহারা সসম্মানে উক্ত সম্মান প্রত্যাখান করিয়াছিলেন।

১৮৪০ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে রাজপুতনান্তর্গত কোটা রাজ্যের পলিটীক্যাল এজেণ্ট বাহাদুর গবর্ণমেণ্টের অজ্ঞাতসারে নিজের দায়িত্বে কোটাধিপতিকে এই প্রথা রহিত করিবার জন্য পীড়াপীড়ি করেন। তদুত্তরে কোটাধিপতি বলেন "বন্ধু এ প্রথা মানবের আদিম পিতামাতার

সকলে মনে করিয়াছিল যে হয়তঃ তিনিও সহমরণে আপত্তি করিবেন। কিন্তু জেনেনা মহলে এই নিদারুণ সংবাদ যাইবা মাত্র দুই মহিষী ও ছয় জন রাজপত্নী সহমৃতা হইবেন বলিয়া ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কিন্তু রাজ দরবারস্থ সমুদয় উচ্চ কর্ম্মচারী ও রাজ আত্মীয়গণ তাঁহাদিগকে এই কার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতে বার বার অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন, কিন্তু এইরূপে বাধা প্রাপ্ত হইয়া তাঁহারা সহমরণে কৃতসংকল্পা হইয়া এমন একটী কার্য্য করিলেন যে সহমরণ ব্যতীত তাঁহাদের আর কোনও পন্থাই রহিল না অসূর্য্যম্পষ্যরূপা তাঁহারা কয়জনে বস্ত্রালঙ্কারে সুসজ্জিত হইয়া কেশ পাশ মুক্ত করিয়া দিয় অনাবৃত মুখমণ্ডলে হরিধ্বনি করিতে করিতে সিংহদ্বারে সমবেত প্রজাগণের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহাদের দেখিয়া মনে হইল যে কয়জন দেবী স্বর্গ হইতে অবতরণ করিয়াছেন। সমবেত জনতা তাঁহাদের দেখিয়া মহারাজা কি জয়! রাণী মা কি জয়! সতীমা কি জয়! ইত্যাদি রবে আনন্দধ্বনি করিয়া উঠিল; সুতরাং বাধ্য হইয় তখন রাজ-জ্ঞাতিরা চিতা সজ্জায় ব্যস্ত হইলেন। তখন ঐ মহিষী ছয়জন সুসজ্জিত অশ্বে আরোহণ করিয়া বাদ্যোদ্দম ও অশেষবিধ জাঁকজমকের সহিত, ধনরত্নাদি বিতরণ করিতে করিতে শশ্মানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তথায় আসিয়া মহারাণার শব পরিবেষ্টন করিয়া ছয়জনে উপবেশন করিলেন। মহারাণা অপুত্রক বিধায় তাঁহার ভ্রাতষ্পুত্র বর্ত্তমান নবীন মহারাণা শাস্ত্রোক্ত ক্রিয়াদির পর চিতায় অগ্নি সমর্পন করিলেন এবং দেখিতে দেখিতে চিতানল মৃত ও জীবিত এক সঙ্গে ভষ্মীভূত করিয়া ফেলিল।

Vide Quarterly Review vol 89 pp. 25



মিঃ ব্যাল্‌ট সলভিন অঙ্কিত সহমরণ

সময় হইতে চলিয়া আসিতেছে, এবং ভারতের সর্ব্বত্র সর্ব্ব জাতিতে, বিশেষতঃ রাজপুত জাতির মধ্যে ইহা বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে। রাজপুতানায় যে কোন রাজার মৃত্যু হইলে রাণীরা শত বাধা-বিঘ্ন উপেক্ষা করিয়া, আত্মীয় স্বজনের শত চেষ্টা বিফল করিয়া স্বেচ্ছায় পতি চিতানলে দেহ ভস্মীভূত করিয়া থাকেন। এই দৈব, পবিত্র বিধি রোধ করা মানবের সাধ্যাতীত।" * যাহা হউক এজেণ্ট বাহাদুরের আন্তরিক আগ্রহে পরিশেষে তিনি তাঁহার রাজ্যমধ্যে এই প্রথা রহিত করিতে চেষ্টা করিবেন স্বীকার করেন। ইহারই কয়েক দিনের মধ্যে ২৯শে অক্টোবর তারিখে কোটায় একটি সতীদাহ সংঘটিত হয়। লক্ষ্মণ নামক এক ব্রাহ্মণ মৃত্যুমুখে পতিত হইলে তাঁহার স্ত্রী সহমরণার্থ সংকল্প করিয়া রাজার অনুমতি প্রার্থনা করিয়া পাঠাইলেন। ইহারই কয়েক দিন পূর্ব্বে রাজা পলিটীক্যাল এজেণ্টের নিকট সতীদাহ দমনে চেষ্টা করিবেন বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছিলেন; তাই সকলে সোৎসুকে রাজা কি করেন দেখিবার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন; কিন্তু রাজা ব্যক্তিগতভাবে কোনরূপ বিঘ্ন জন্মাইতে অস্বীকার করিলেন। রাজ্যের প্রধান শান্তি রক্ষক যাইয়া অশেষ বিশেষে স্ত্রীলোকটীকে বুঝাইতে চেষ্টা পাইলেন এমন কি তাঁহার ভরণ পোষণের ভার সরকার হইতে দিতে চাহিলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। সতী বলিলেন "যে আমার অন্ন বস্ত্রের অভাব কি, আমার শত আত্মীয় আছে, সকলেই আমাকে ভরণ পোষণ করিতে সক্ষম; আর পুত্র, সে চিন্তা করিবার বা আমার অবর্ত্তমানে তাঁহার কি অবস্থা দাঁড়াইবে, কে তাহাকে লালন পালন করিবে তাহা ভাবিবার

* Vide Quarterly Review Vol. 89. 1851. Article I by H. Wilson M. A. F. R. S.

আমার আর সময় নাই; আমার প্রভুর সহিত মিলিত হইবার বিলম্ব হইয়া যাইতেছে, আপনারা অনুমতি করুন, আমি চিতারোহণ করিয়া জ্বালা জুড়াই।” কিন্তু ইহাতেও কেহ সম্মত না হইয়া সকলে তাঁহাকে একটী ঘরে আবদ্ধ করিয়া তালা বন্ধ করিয়া রাখিলেন।* রাজ্যের মন্ত্রীরা যাইয়া পলিটিক্যাল এজেণ্টকে বলিলেন যে সেই ঘরের তালা অপনা হইতে খুলিয়া গিয়াছে ও সতী ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছেন। সুতরাং এখন আর তাঁহাকে বাধা দেওয়া ভগবানের আদেশের বিরুদ্ধে কার্য্য করা হইবে। এই যুক্তির বলে তাঁহারা সতী হইতে অনুমতি দিলেন; কিন্তু, এজেণ্ট বাহাদুরের দূত আসিয়া সতীকে রাজপ্রাসাদে লইয়া যাইয়া নিরস্ত করিতে প্রয়াস পাইলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। তখন রাজ্যের প্রধান শান্তিরক্ষক চিতা সজ্জায় অনুমতি দিলেন। দেখিতে দেখিতে ভারে ভারে কাষ্ঠ, ঘৃত, ধূপ, ধুনা, চন্দনাদি আসিয়া উপস্থিত হইল এবং সকলে সাজ সজ্জা করিয়া নদীতীরে শ্মশান ঘাটে যাইতে উদ্যোগী হইলেন। এই কালে রেসিডেণ্ট পুনরায় একজন দূত প্রেরণ করিয়া সতীকে নিরস্ত হইতে বলিয়া পাঠাইলেন। তিনি আসিয়া দেখিলেন ব্রাহ্মণেরা সতীকে ঘৃত ও কর্পূর অনুলিপ্ত করিতেছে। দূত আসিয়া সতীকে নিরস্ত করিতে চেষ্টা করিলে সমবেত জনমণ্ডলী উত্তেজিত হইয়া উঠিল এবং সতীকে লইয়া রাজ প্রাসাদে যাইয়া তার স্বরে মহারাজকে এজেণ্টের পৌনঃপুনিক এই রূপ বাধা প্রদান হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিতে ও যাহাতে আর কখনও তাহাদের এইরূপ অপ্রত্যাশিত বাধা বিঘ্ন ও অসুবিধা সকল ভোগ করিতে না হয় তাহারই ব্যবস্থা

---

* এদেশের প্রথা এই ছিল যে যথার্থ সতী কিনা পরীক্ষা করিতে হইলে তাহাকে একটী ঘরে আবদ্ধ করা হইত। যদি সেই ঘরের তালা আপনি খুলিয়া পড়িত আর সতী বাহিরে আসিতেন তবে তিনিই যথার্থই সতী বলিয়া স্বীকৃত হইতেন।

করিতে কাতর নিবেদন জানাইল। দূতও সাহসে ভর করিয়া এই উত্তেজিত জন সঙ্ঘের সহিত রাজ সমীপে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনিও কাতর কণ্ঠে রাজাকে তাঁহার পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা স্মরণ করাইয়া দিলেন। তখন সকলে সমস্বরে বলিয়া উঠিল, "যে দ্বার বন্ধ করিয়া ভগবানের অভিপ্রায় জানা হইয়া গিয়াছে এক্ষণে নিষেধ করিলে রাজ্য নাশ হইবে"। তখন রাজা উভয় সঙ্কটে পড়িয়া নিরপেক্ষতা জ্ঞাপন করিলেন; আর জয়ী জনতা দূতকে শাসাইয়া মহানন্দে সতীকে লইয়া শ্মশানে যাত্রা করিল। শ্মশানে রাজ প্রাসাদ হইতে দুত আসিয়া সতীকে কৌষেয় বস্ত্র ও অলঙ্কারাদি উপহার দিল। সতী সেই সকলে সজ্জিত হইয়া চিতারোহণ করিয়া নিজদেহ স্বামীর দেহের সহিত ভস্মীভূত করিলেন।

এইরূপে মহামান্য এজেণ্ট বাহাদুরের চেষ্টাতো বিফল হইলই, অধিকন্তু তিনি স্বীয় দায়ীত্বে এইরূপ বিপদ জনক বাধা ও মিত্র রাজ্যে অপ্রত্যাশিত গোলযোগ উৎপাদনের নিমিত্ত স্বীয় প্রভু বৃটীশ রাজের নিকট বিশেষরূপ তিরস্কৃত হইলেন। কোটার এজেণ্টের এই ব্যর্থ প্রয়াস ও তজ্জনিত রাজনৈতিক গোলযোগের আশঙ্কা বৃটিশ রাজকে মিত্র ও করদ রাজ্যে সতীদাহ নিবারণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে আরও শঙ্কিত করিয়া তুলিল এবং এজেণ্টগণের উপর এ বিষয়ে নিরপেক্ষ থাকিতে বিশিষ্ট আদেশ প্রদত্ত হইল। তাঁহারা এবিষয়ে এই কালে এতদূর সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছিলেন, যে ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে হায়দ্রাবাদের এজেণ্ট এ বিষয়ে নীজাম বাহাদুরের সম্মতি পাইয়া উহা বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের অনুমোদন করিয়া লইতে চাহিলেও লর্ড এলেনবরা তাহাতে স্বীকৃত হয়েন নাই।

এইরূপ গোলযোগের মধ্যেই জয়পুর রাজ্যের তদানীন্তন রেসিডেণ্ট ও নাবালক জয়পুরাধিপতির অভিভাবক, মেজর লাডলো এই বিষয়ে

হস্তার্পণ করেন। তিনি শাস্ত্র ও ব্রাহ্মণ এই দুইয়ের সাহায্যে উক্ত প্রথার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়েন এবং এই বিষয়ে জয়পুর রাজগুরুর সাহায্যপ্রার্থী হ'ন। রাজগুরু মনুতে এই প্রথার উল্লেখ নাই বলিয়া ইহাকে হিন্দুর অবশ্য কর্ত্তব্য নহে বলিয়া মত প্রচার করেন। মেজর লাডলো জয়পুর রাজ দরবারের কার্য্যকরী সমিতির সভাপতি পদে অধিষ্ঠিত থাকায় অন্যান্য রেসিডেণ্ট অপেক্ষা রাজ্য মধ্যে তাঁহার শক্তি অসীম ছিল ও রাজসংসারেও তাঁহার প্রতিপত্তি বিশেষ রূপ ছিল। এক্ষণে রাজগুরুর সহায়তা লাভ করিয়া তিনি উক্ত প্রথা দমনে সফলতা লাভ করিবেন বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। জয়পুর রাজদরবারের সকল সভ্যই ভালবাসায় বা খাতিরে একে একে তাঁহার মতেই মত দিলেন এবং জয়পুর রাজের অধীনস্থ তিনটি সামন্ত রাজা এবং জয়পুরের সন্নিহিত অন্যান্য রাজাগণ সকলেই স্বীয় স্বীয় অধীনস্থ স্থান সকলে এই প্রথার বিরুদ্ধে আইন পাশ করিয়া দিলেন। কেবল জয়পুর-রাজ তখন নিতান্ত বালক বিধায় এ প্রকার একটা গুরুতর বিষয়ে তাঁহাকে বাধ্য করিয়া তাঁহার সহী গ্রহণ করা হইল না। জয়পুর রাজ দরবারস্থ অন্যান্য রাজার মোক্তারগণ নিজ নিজ দরবারে এ বিষয়ের বিশেষ তথ্য লিখিয়া পাঠাইলেন এবং মেজর লাডলো আরও দুই তিন জন অপর রেসিডেণ্টকে এ বিষয়ের সমস্ত কাগজ পত্র ও সহী যাহা এতাবত সংগৃহিত হইয়াছিল তাহা পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু, লাডলোর উর্দ্ধতন রাজকর্ম্মচারীগণ এ বিষয় অবগত হইয়া ঐ সকল কাগজপত্র ও নথী সরকারে বাজেয়াপ্ত করিয়া লইলেন। ইহাতে লাডলো এক দিকে যেমন অপদস্থ হইলেন তেমনি তাঁহার মনোকষ্টের সীমা রহিল না। এদিকে কিন্তু জয়পুর রাজ্যের এই ব্যাপারে সমস্ত করদ ও মিত্র রাজগণের দরবারে এ বিষয়ে খুব আন্দোলন চলিতে লাগিল; এবং অনেকগুলি রাজ্য এই বিষয়ে আগ্রহের সহিত যোগ দিল, আর

কতকগুলি কিছুই করিল না। যখন একবৎসর ধরিয়া আন্দোলন চলিলেও কুত্রাপি কোন রাজনৈতিক গোলযোগের কোন কারণ ঘটিল না, বা কোন করদ বা মিত্র রাজ দরবার এই সম্বন্ধে কোন প্রতিকুল মত প্রকাশ করিলেন না তখন বৃটীশ রাজ তাঁহার অধীনস্থ সমস্ত করদ ও মিত্র রাজগণকে এক সাকুলার জারি দ্বারা ইহাই জ্ঞাপন করিলেন যে, তাঁহারা সকলেই যেন নিজ নিজ রাজ্যে এই মর্ম্মে আইন বিধি বদ্ধ করেন যে বিধবার পক্ষে সহমরণ নিষিদ্ধ নহে কিন্তু ঐ কার্য্যে যাহারা সহায়তা করিবে তাহারা সকলেই দণ্ডার্হ হইবে।

এই সার্কুলার জারির সময় হইতেও আট মাস চলিয়া গেল তথাপি কোথাও এ সম্বন্ধে একটু বিরুদ্ধ আলোচনাও হইল না। তখন ১৮৪৬ অব্দের ২৩ আগষ্ট তারিখে ভারতের শক্তিশালী স্বাধীন নরপতিগণের শীর্ষ স্থানীয় জয়পুর দরবার এ বিষয়ে সর্ব্ব প্রথম আইন বিধিবদ্ধ করিলেন। এতদ্বারা জয়পুর রাজ্য মধ্যে সতীপ্রথা নিষিদ্ধ হইল ও ঐ কার্য্যের সহায়তা কারীগণকে নরহত্যা অপরাধে অপরাধী করা হইবে বলিয়া ঘোষণা করা হইল। ভারতের তদানীন্তন গবর্ণর লর্ড হাডিঞ্জ বাহাদুর তখন সিমলায় অবস্থিতি করিতেছিলেন। তিনি এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ মহামতি লাডলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া পত্র দিলেন, এবং ১৮১৬ অব্দের ২২ সেপ্টেম্বর গবর্ণমেণ্ট গেজেটে জয়পুরের এই ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়া প্রকাশ্যে জয়পুর দরবার ও লাডলোকে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। ইহার ফল এত সন্তোষজনক হইল যে ঐ বৎসর বড়দিন পর্ব্বের পূর্ব্বেই মহামান্য হার্ডিঞ্জ বাহাদুর আঠারটি রাজপুত রাজ্যের মধ্যে এগারটীতে এবং ষোলটী স্বাধীন রাজ্যের মধ্যে পাচটীতে অর্থাৎ সমগ্র ভারতবর্ষের ১/৪ অংশের উপর হইতেও সতীদাহ প্রথা নিবারণে সমর্থ হইয়াছিলেন ; এবং পরবর্ত্তী বর্ষের মধ্যে গোয়ালিয়র প্রমুখ ভারতের সমস্ত করদ, মিত্র

ও স্বাধীন রাজাগণ একে একে এই আইন বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন। এতদিনে আসমুদ্র হিমাচল সমগ্র ভারতবর্ষে সতী চিতানল নির্ব্বাপিত হইল।

দেশান্তরে সতীপ্রথা

প্রকৃত যাহা সহমরণ তাহা প্রাণের ব্যাপার। উহা স্বামী স্ত্রীর অকপট প্রণয় হইতে সমুদ্ভুত। সুতরাং উহা দেশ, কাল, পাত্র বিবেচনা করেনা বা কাহারও মুখাপেক্ষী হয় না; উহা সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে সর্ব্বজাতির মধ্যে প্রচলিত ছিল ও আছে।

ইউরোপ

এই যে সেদিন * দৈবদুর্ঘটনাতে "টিটানিক" জাহাজ জলমগ্ন হইলে জাহাজের প্রধান কর্ম্মচারী ও অন্যান্য পুরুষগণ শত চেষ্টাতেও কতকগুলি ইউরোপীয় সাধ্বী রমণীকে সুযোগ থাকিতেও তাঁহাদের স্বামীর পার্শ্ব হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া "জীবনতরীতে" নামাইতে সক্ষম হইলেন না; তাঁহারা ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলিকে জীবন তরীতে উঠাইয়া দিয়া নিজেরা মুহূর্ত্তের মধ্যে ধ্রুব মৃত্যু জানিয়াও প্রাণপতিম স্বামীর পার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকিয়া হাসিতে হাসিতে আটলান্টিকের অনন্ত, অসীম জলরাশির অতলতলে নিমগ্ন হইলেন—তাহাকে সহমরণ ব্যতীত আর কি বলিব?

* ১৯১২ খৃষ্টাব্দে ১৪ই এপ্রিল তারিখে প্রায় মধ্যরাত্রিতে টিটানিক জলমগ্ন হয়।

আবার সেদিন জাপান সম্রাট মহামান্য মৎসুহিতের মৃত্যু সংবাদ ঘোষিত হইতে না হইতে প্রভুভক্ত বীরচূড়ামণি পোর্ট-আথার-বিজয়ী বীর নোগী যে পরজীবনে প্রাণপতিম প্রভুর সহিত সত্বর মিলন বাসনায় স্বহস্তে স্বীয়জীবন নাশ করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার চিরানুরক্তা স্ত্রী, প্রাণাধিক প্রিয়পতির সহিত-সত্বর মিলিত হইবার আশায় আত্মনাশ করিলেন,—এদুটী ঘটনাকেও সহমরণ ব্যতীত আর কি বলিব? আবার এই যে এখান ওখান হইতে প্রায়শঃ সংবাদ পাই যে, পীড়িত স্বামীর আসন্নমৃত্যু আশঙ্কায় বা মৃত্যুতে তদীয় অনুরক্তা স্ত্রী স্বীয় জীবননাশে চেষ্টা পাইয়াছিলেন বা কোনও রূপে জীবন নাশ করিয়াছেন, ইহাকেও সহমরণ ব্যতীত আর কি বলিতে পারি। তাই বলিতেছিলাম যে সহমরণ দেশ, কাল, পাত্র বিবেচনা করে না। উহা পৃথিবীর সর্ব্বদেশে সকল জাতির মধ্যে কখনও না কখনও কোনও না কোনও আকারে সংঘটীত হইয়াছে ও হইতেছে।

জাপান

অনেকে অনুমান করেন সতীদাহ প্রথা সর্ব্বপ্রথম সিথিয়ান্সদের * মধ্যে বিদ্যমান ছিল এবং তাহাদের নিকট হইতে প্রথমে আর্য্য ক্ষত্রিয়গণ পরে ব্রাহ্মণগণ ও তৎপরে ব্রাহ্মণেতর জাতি সকল গ্রহণ করিয়াছেন। সিথিয়ান্সদের পরজীবনের প্রতি বিশ্বাস অত্যাধিক। তাহারা বিশ্বাস করে যে দেহীর ন্যায় তদীয় পরলোকগত আত্মাও ভোগবিলাসে রত হয়; সুতরাং

সিথিয়ান্স

---

* When the Greeks began to settle the north coast of Black Sea about the middle of the 7th Century B. C., they found the South Russian steppe in the hands of a nomadic race, whom they called Sythians.

Vide, Encyclopœdia Britanica.



মিঃ ব্যাল্ট সলভিন্ অঙ্কিত

সতী সমাধি—যুগীদের প্রথা

তাহার তৃপ্তির নিমিত্ত ভোগবিলাসের উপকরণ সমস্তই তাহার উদ্দেশে দেওয়া উচিত।' এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া তাহাদের কোনও আত্মীয়ের মৃত্যু হইলে, তাঁহার অবস্থানুযায়ী ভোগবিলাসের উপকরণাদি ও তাহার আত্মার সেবার জন্য স্ত্রী ও দাসদাসী প্রভৃতি তাহার মৃতদেহের সহিত জ্বলন্ত চিতায় ভস্মীভূত করিত। ইহাদের কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি বা রাজার মৃত্যু হইলে, তাঁহার চিতানলে বহুতর দ্রব্যাদির সহিত তাঁহার মহিষীগণকে এবং দাস, দাসী, পাচক, সহিস প্রভৃতি বহুতর নরনারীকে জীবিত দগ্ধ করিত।† সিথিয়ান্সদের এই প্রথা বহুল পরিমাণে আর্য্যগণ গ্রহণ করিয়াছিলেন। হিন্দুগণের শ্রাদ্ধাদি কার্য্যে দানপ্রথাও মৃতাত্মার প্রীত্যর্থে হইয়া থাকে। প্রচলিত সতীদাহের উদ্দেশ্যও ছিল মৃতের তৃপ্তিসাধন। মহাভারতের বিরাটপর্ব্বে বৃথা দ্রৌপদীর সাহচর্য্যলাভ করিতে যাইয়া মধ্যম পাণ্ডবের হস্তে বিরাট রাজশ্যালক কীচক বিনাশপ্রাপ্ত হইলে পরদিবস প্রভাতে তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময়ে কীচকের ভ্রাতাগণ মৃত সহোদরের প্রেতাত্মার তৃপ্তিবিধান জন্য প্রচ্ছন্নবেশা দ্রৌপদী দেবীকে বন্ধন করিয়া আনিয়া কীচকের সহিত এক জ্বলন্ত চিতায় ভস্মীভূত করিবার উদ্যোগ করিয়াছিলেন। এই ঘটনায় আমরা প্রাগুক্ত বিষয়ের জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষ করি।*

এইরূপে হিন্দুর নানা প্রাচীন গ্রন্থ হইতে শত শত ঘটনা উদ্ধৃত করিয়া মৃতাত্মার তৃপ্তির জন্য ক্রিয়া বিশেষের অনুষ্ঠান করায় বহু উদাহরণ দেখান যাইতে পারে।

† Vide, Balfour's Cyclopædia Article Sati.
Also Herod IV, 71.

* মহাভারত বিরাটপর্ব্ব উপকীচক বধ নামক—ত্রয়োবিংশতিতম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

আর্চিপ্লেগোর অন্তর্গত বালী ও লম্বক নামক স্থানদ্বয়ে অদ্যাপি বহুতর ব্রাহ্মণের বসতি আছে ও তাঁহাদের মধ্যে আজিও সহমরণ প্রথা প্রচলিত আছে। এখানে সাধারণতঃ স্বামীর মৃত্যুর পর কিরীচের আঘাতে স্ত্রী এবং স্থানবিশেষে তাঁহার সহচরী বৃন্দকেও হত্যা করা হয়, এবং কোনও কোনও স্থলে দগ্ধ করিবার প্রথাও দৃষ্ট হয়। তবে রাজার মৃত্যুতে চিতাসজ্জা করিয়া সমস্ত ভস্মীভূত করাই প্রথা। এস্থলে মৃতের চিতাপার্শ্বে একটী উচ্চ মঞ্চ নির্ম্মিত হয়। বিধবা রমণী এই মঞ্চে উঠিয়া পরলোকে স্বামীর সহিত মিলিতা হইবার নিমিত্ত, কতিপয় ক্রিয়া বিশেষের অনুষ্ঠান করেন। পরে, স্বামীর চিতানল প্রবলভাবে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলে সতী ঐ স্থান হইতে ঝম্পপ্রদান পূর্ব্বক স্বামী চিতানলে আত্মদেহ ভস্মীভূত করেন। কেবল পুরোহিতগণের স্ত্রীদের সহমরণ নিষিদ্ধ। "কে" সাক্ষরিত একজন সাহেব এখানকার কয়েকটী ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তিনি অম্পোনন নগরে গাস্তি নামক এক ব্যক্তির মৃত্যুতে তদীয় এক স্ত্রীর সহমরণ এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, "গাস্তির তিন স্ত্রী তন্মধ্যে সর্ব্বকনিষ্ঠা যুবতী ও অত্যন্ত রূপবতী ছিল তাহার কোন সন্তানাদি হয় নাই। গাস্তির মৃত্যুতে কনিষ্ঠাই সহমৃতা হয়েন। মৃত্যুর পরদিবস সতী স্নান করিয়া খুব জাঁকাল পোষাক পরিচ্ছদ পরিধান পূর্ব্বক তাহার আত্মীয় স্বজনের মধ্যে থাকিয়া উপাসনা ও আমোদ আহ্লাদে সেদিন কাটাইয়া দিল। ইতিমধ্যে আত্মীয়েরা, তাহাদের বাটীর প্রাঙ্গণে তিনহাত লম্বা ও দুইহাত উচ্চ দুইটী বাঁশ ও কাষ্ঠের মঞ্চ নির্ম্মান করিল। তাহার একটীর নিম্নে রক্ত ও জল জমিবার জন্য একটী গর্ত্ত কাটিল ও অপরটীর পার্শ্বে একটী কুঠারি মত ঘেরা মঞ্চ নির্ম্মান করিল। পরদিন বেলা চারিটার সময়ে মৃতদেহ এই মঞ্চে আনয়ন করা হইল, এবং পুরোহিত তাহার দেহ হইতে আবরণ বস্ত্র অপ-

আর্চিপ্লেগো

সারিত করিলে দুইজন আত্মীয় দেহের গোপনীয় স্থান হস্তদ্বারা আবৃত করিয়া রাখিল এবং অপরেরা জল দ্বারা ঐ দেহ উত্তমরূপে ধৌত করিল। পরে সকলে নানাপ্রকারে মৃতদেহের বেশবিন্যাস করিয়া দিয়া চাঁপা, ক্যানেঙ্গা প্রভৃতি পুষ্পে ঐ দেহ সজ্জিত করিয়া দিল। পুরোহিত একটী রূপার বাটীতে "কর" নামক মন্ত্রপূত জল পূর্ণ করিল ও তাহাতে কয়েকটী পুষ্প রাখিয়া ঐ পুষ্পের সাহায্যে নানারূপ ভঙ্গিতে মন্ত্রোচ্চারণ করিতে করিতে ঐ মন্ত্রোপূত বারি প্রথমে কয়েকবার মৃতদেহে সিঞ্চন করিয়া পরে একখানি শ্বেতবর্ণের জালের মধ্য দিয়া সমস্তটুকু মৃতদেহে ঢালিয়া দিল ও পরে সর্ব্বদেহে চাউলের গুড়া ও কুটিত পুষ্প বিলেপন করিয়া দিল। এইবার নানা পুষ্পমাল্য বিভূষিত হইয়া শ্বেতবস্ত্র পরিধান করিয়া, বহু রমণী পরিবেষ্টিতা হইয়া প্রীতিশূন্যা সৌম্যমূর্ত্তি সতী, ধীর পদবিক্ষেপে আসিয়া ঐ মঞ্চে আরোহন করিলেন এবং তাঁহার হস্তদ্বয় ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিয়া মৃতস্বামীর স্বর্গোদ্দেশে ভগবচ্চরণে প্রার্থনা করিলেন। অনন্তর উপস্থিত রমণীরা সতীর হস্তে একে একে, এক একটী ফুলের তোড়া প্রদান করিলেন। সতীও তাঁহার অঙ্গুলির মধ্যে ঐগুলি স্থাপন করিয়া তাঁহার মস্তকের উপর এক একবার হস্তোত্তলন করিয়া ঐগুলি প্রত্যেককে প্রত্যার্পণ করিলেন। এইরূপে কয়েকবার পুষ্পাদি আদানপ্রদানের পর সমবেত স্ত্রীলোকেরা সতীকে পরিবেষ্টন করিলেন এবং সতী আর একবার প্রার্থনা করিয়া স্বামীর মৃতদেহের মস্তক, বুক, নাভীদেশ, জানু এবং পদদ্বয়ে চুম্বন করিয়া মঞ্চোপরি ধীরভাবে দণ্ডায়মান হইলেন এইবার তাঁহার অঙ্গুলি হইতে অঙ্গুরীয়ক সকল উন্মোচিত হইল এবং সতী স্বীয় হস্তদ্বয় আড়াআড়িভাবে স্বীয় বক্ষে স্থাপন করিয়া স্থির ভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন, এবং দুইজন রমণী তাঁহাকে হস্ত দ্বারা বেষ্টন করিলেন। এইবার তাঁহার একটী জ্ঞাতি ভ্রাতা তাঁহার সম্মুখে আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল যে তিনি স্বইচ্ছায়

সহমৃতা হইতে প্রস্তুত আছেন কিনা? তদুত্তরে সতী তাঁহার সম্মতি জ্ঞাপন করিলে ঐ ভ্রাতা, সতীকে এইরূপে কিরীচ বিদ্ধ করিয়া হত্যা করিবার অপরাধের নিমিত্ত ক্ষমা প্রার্থনা করিল, এবং এইবার কিরীচ গ্রহণ করিয়া ধীর ভাবে সতীর বাম পার্শ্ব বিদ্ধ করিল ও কিরীচ ফেলিয়া দিয়া দূরে যাইয়া দণ্ডায়মান হইল।* এইবার একজন বলিষ্ঠ আত্মীয় আসিয়া দৃঢ় হস্তে কিরীচ ধরিয়া তাহার বক্ষস্থলে আমূল বিদ্ধ করিয়া দিল। সতী যন্ত্রনাব্যঞ্জক কোনও শব্দটী না করিয়া সেখানে পড়িয়া গেলেন; এবং তখন কয়েকটী আত্মীয় শীঘ্র শীঘ্র রক্ত মক্ষণ করিয়া তাঁহার প্রাণান্ত করিবার জন্য সবলে তাঁহার সর্ব্ব শরীর ডলিতে লাগিল ও ইহাতেও তাঁহার মৃত্যুর বিলম্ব দেখিয়া তাঁহার স্কন্ধদেশে পুনরায় আর একটী কিরীচের আঘাত করিয়া তাঁহার জীবনলীলা সাঙ্গ করিয়া দিল।† তৎপরে সকলে ঐ সতীদেহ আনিয়া স্বামীর দেহ পার্শ্বে রক্ষা করিল ও উভয় দেহই দ্বিতীয় মঞ্চে লইয়া গিয়া, স্বামীর মৃত দেহের ন্যায় সতীর মৃত দেহেরও স্নান, সজ্জাদি করাইয়া উভয় দেহই ধূপ, ধূনা, রজন প্রভৃতি দাহ্য পদার্থের দ্বারা আবৃত করিয়া, শ্বেত বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়া, অস্থায়ী মঞ্চ গৃহে স্থাপিত করিল এবং সকলে মিলিয়া ঐ মঞ্চ গৃহে অগ্নি সংযোগ পূর্ব্বক উভয় দেহ একত্রে ভস্মীভূত করিল।

* কোনও নিকটতম আত্মীয় বা জ্ঞাতী ভ্রাতাই প্রথমে কিরীচ দ্বারা আঘাত করেন, ইহাই এতদ্দেশের প্রথা। নিজ পিতা বা পুত্র দ্বারা নিহত হইবার প্রথা নাই।

† সময়ে সময়ে এই ব্যাপার আরও বীভৎস আকার ধারণ করে। মিঃ "কে" বলেন তিনি একদা একটী নারীকে আটস্থানে কিরীচ বিদ্ধ হইতে দেখিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতেও তাহার প্রাণবায়ু বহির্গত না হওয়ায় ক্ষীণ কণ্ঠে ঐ সতী বলিয়াছিলেন, "হে দুর্বৃত্তগণ তোমরা কি এক আঘাতে আমাকে মারিয়া ফেলিতে পার না"? এই বাক্যে এক জন পাষণ্ড এক কোপে ঐ সতীদেহ দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া ফেলিল।

লম্বক দ্বীপবাসী গণের ন্যায় থেসিয়া দিগের মধ্যেও সহমরণ প্রথা বিদ্যমান ছিল। ইহারা সাধারণতঃ বহু বিবাহ করিত। এই সকল বিবাহিতা রমণীর মধ্যে শ্রেষ্ঠা প্রেয়সীই কেবল স্বামীর সহিত পরলোকে মিলিত হইবার উচ্চ সম্মান ও সুযোগ প্রাপ্ত হইতেন ও কোনও নিকট আত্মীয় দ্বারা স্বামীর সমাধির উপর নিহত হইয়া স্বামীর সহিত সমাধিস্থ হইতেন।*

চীন

চীনদেশের অনেকস্থানে অদ্যাপি এই প্রথার প্রচলন দৃষ্ট হয়। কিন্তু ক্রমেই ইহার বিলোপ সাধন হইয়া আসিতেছে। পূর্ব্বে সম্ভ্রান্ত বংশীয় ব্যক্তিগণের মধ্যে, বিশেষতঃ রাজপুরুষদিগের মধ্যে কোনও ব্যক্তির মৃত্যু হইলে কেবল তাঁহার স্ত্রীগণের বলিয়া নহে ঐ সঙ্গে তাঁহার বহু অনুচরেরও প্রাণনাশ অবশ্যম্ভাবী হইত।

১৬৬২ খৃষ্টাব্দে চীন সম্রাট ছুন-ত-ছুর মৃত্যু হইলে, পরলোকে সম্রাটের কার্য্যে নিযুক্ত করিবার জন্য একশত রাজানুচরকে বধ করা হইয়াছিল। সম্রাটের রাত্রিকালে মৃত্যু হইয়াছিল। পরদিন প্রাতঃকালে নবীন সম্রাট কি-আং-হি সিংহাসনারোহন করিলে পর, মৃত সম্রাটের দেহ শবাধারে রক্ষিত হইয়া, অদৃষ্টপুর্ব্ব জাঁক জমকে শত অনুচরের শবের সহিত সমাধিস্থ হইয়াছিল। কথিত আছে, মৃত সম্রাটের জননী, সম্রাটের এক বন্ধুকে সম্রাটের মৃত্যুর পর দিন জীবিত দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন এবং ত্বরায় প্রাণ ত্যাগ করিয়া তাঁহার মৃত পুত্রের নিকট যাইতে তাঁহাকে আদেশ করেন। এইরূপে আদিষ্ট হইয়া উক্ত ব্যক্তি তাঁহার আত্মীয় স্বজনের নিকট বিদায় লইতে যাইলে, তাঁহারা তাঁহাকে পলায়ন করিয়া আত্ম রক্ষার্থ উপদেশ দিলেন। এদিকে তাঁহার রাজবাটীতে উপস্থিত

---

*Herod. V. 5.

হইয়া প্রাণ ত্যাগে বিলম্ব দেখিয়া রাজমাতা, জনৈক রাজকর্ম্মচারীকে দিয়া চীনদেশের প্রথানুযায়ী * তাঁহার নিকট একটী বাক্সে একগাছি রেশমী দড়ি ও কিছু অলঙ্কার প্রেরণ করিলেন। কিন্তু ঐ রাজবন্ধুটী, মৃত বন্ধুর সান্নিধ্য অপেক্ষা জীবিত আত্মীয়গণের সহবাস অধিকতর বাঞ্ছনীয় মনে করিয়া প্রাণ-ত্যাগে ইতস্ততঃ করিলে সমাগত রাজকর্ম্মচারী তাহাকে অনতিবিলম্বে মৃত সম্রাটের নিকট যাইবার সুপরামর্শ প্রদান করিলেন, কিন্তু তাহাতেও তাঁহার প্রাণের মমতা না কমিলে তিনি স্বহস্তে উক্ত রাজবন্ধুকে তৎক্ষণাৎ রাজ সমীপে যাইতে সাহায্য করিলেন। কেননা, তাঁহার প্রতি রাজমাতার ঐরূপ আদেশ ছিল। এইরূপে শত অনুচরকে বধ করিয়া তাহাদের মৃতদেহের সহিত সম্রাটের শবাধার উপযুক্ত সমারোহে পিকিং হইতে চব্বিশলিগ উত্তরে মাঞ্চুরিয়ায় লইয়া যাইয়া বহু সম্মানে তথায় সমাহিত করা হইল।

এই ঘটনা উপলক্ষ করিয়া ফাদার স্ক্যাল নামক জনৈক ইংরাজ, তাঁহার ইউরোপবাসী কোন বন্ধুকে লিখিয়াছিলেন যে এই চব্বিশ বর্ষ বয়স্ক যুবা সম্রাট তাঁহার সপ্তদশ বর্ষব্যাপী রাজত্ব কালের মধ্যে, একদিনও আমাকে করুণা ও শ্রদ্ধা দেখাইতে কৃপনতা করেন নাই; সুতরাং, ইঁহার মৃত্যুতে আমি যে অত্যন্ত শোকার্ত্ত হইব ইহা নিতান্ত স্বাভাবিক। এই বুদ্ধিমান শক্তিধর সম্রাট, তাঁহার অল্পকাল ব্যাপি রাজত্বের মধ্যে আমার পরামর্শে চীন রাজ্যের বহুতর কল্যাণ সাধন করিয়াছেন ও এই রূপে তাঁহার অকাল মৃত্যু না হইলে বোধহয় আরও বহুতর কল্যাণ সাধিত হইত।

আর একজন ইংরাজ ফু-ফু-ফু নামক স্থানে দৃষ্ট আর একটী সহমরণের

* চীনদেশে কোনও উচ্চপদস্থ রাজ কর্ম্মচারী বা রাজ-জ্ঞাতির উপর রাজকোপ পতিত হইলে, তাঁহাকে প্রকাশ্য দরবারে আনিয়া প্রাণান্ত না করিয়া তাহার নিকট গোপনে একটী বাক্স প্রেরণ করিবার প্রথা আছে। ঐ বাক্সে কিছু উপহারের সহিত একগাছি মজবুত রেশমি দড়ি পাঠান হয়। ইহার অর্থ এই বুঝিতে হইবে যে, মহামান্য সম্রাট কর্ত্তৃক তাঁহার মৃত্যু আদেশ প্রচারিত হইয়াছে এবং ঐ প্রেরিত রজ্জুর সাহায্যে তিনি যেন অবিলম্বে প্রাণ ত্যাগ করেন।

এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন ;—"এক দিন দেখি যে, আমার বাসার সম্মুখে এক মহাজনতা মহা উৎসাহে ও জাঁক জমকে চলিতেছে। তাঁহাদের সহিত বহুতর বাজনা ও সং, সারি দিয়া চলিয়াছে, আর সর্ব্ব শেষে এক-খানি চতুর্দ্দোলে একটি চীন দেশীয় অনিন্দ্য সুন্দরী যুবতী বিবাহের সাজে সজ্জিত হইয়া চলিয়াছে। কেবল তাঁহার মুখ খানি বিবাহের কন্যার ন্যায় ঢাকা না হইয়া অনাবৃত ছিল। লোককে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে, যুবতীর স্বামীর মৃত্যু হইয়াছে, তাই তিনি সহমরণে কৃতসঙ্কল্পা হইয়া, গ্রামবাসী গণের নিকট চির বিদায় লইতে এইরূপে গ্রাম প্রদক্ষিণ করিতেছেন। এত জাঁক জমকের কারণ জিজ্ঞাসায় শুনিলাম, স্বর্গে স্বামীর সহিত পুনর্ম্মিলন হইবে তাই প্রথম মিলনের ন্যায় এ মিলনেও জাঁকজমক করা এখানকার প্রথা। সে দিন ১৬ই জানুয়ারী, আমি ও আমার একবন্ধু দুজনে নান্‌টে * নামক স্থানে গেলাম। দেখিলাম সেখানে অত্যন্ত জনতা হইয়াছে। যেদিকে দৃষ্টিপাত করি কেবল অগণিত নর মুণ্ড ব্যতীত আর কিছুই দৃষ্টি-পথে পতিত হয় না। দেখিলাম সতীর তঞ্জাম ইতিপূর্ব্বেই সেখানে আনা হইয়াছে। সম্মুখে দুইটী মঞ্চ নির্ম্মিত হইয়াছে। একটী অপেক্ষাকৃত নিম্নে তাহাতে একখানি টেবিল, ও অপরটী কিছু উচ্চ, তাহাতে দুইদিকে দুইটা উচ্চ খুঁটিতে একটী আড় বাঁধা ও উহা হইতে একগাছি রেশমী রজ্জু প্রলম্বিত। ঐ রজ্জুর শেষপ্রান্তে একটী ফাঁশ ও তাহাতে একখানি রুমাল বাঁধা ও ঐ ফাঁশ লাগাইল পাইবার জন্য তন্নিম্নে একখানি চেয়ার সংস্থাপিত। এই মঞ্চ দুইটীর উপর একটী কৃষ্ণবর্ণের চন্দ্রাতপ খাটান রহিয়াছে। নীচের মেজের চতুঃপার্শ্বে সতীর আত্মীয় স্বজনগণ বসিয়া রহিয়াছেন ও একজন চীনরাজকর্ম্মচারীও তথায় উপবিষ্ট আছেন। পূর্ব্বে

* Nautae is the seat of foreign Settlement and southern suburb of Fu-Chu-Fu.

এইরূপ ঘটনায় দুইজন করিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইতেন। কোনও সময়ে শেষ মুহূর্ত্তে সতীর ধৈর্য্যচ্যুতি হওয়ায় সহমরণ ঘটিতে পারে নাই, তদবধি এরূপস্থলে উচ্চ রাজকর্ম্মচারী না আসিয়া একজন নিম্নতম কর্ম্মচারী আসিয়া ঘটনা প্রত্যক্ষ করিবার নিয়ম হয়। যাহা হউক সেদিন এই অসংখ্য নরশ্রেণীর মধ্যে আমি সর্ব্বাপেক্ষা স্থির শান্তমূর্ত্তি দেখিয়া ছিলাম ঐ সতীর, তিনি কেমন সংযতভাবে হাসিয়া হাসিয়া আহার করিলেন যেন সত্যই সম্মুখে তাঁহার বিবাহ বাসর ও তিনি বিবাহ ভোজে ভোজন করিলেন। ভোজনান্তে তিনি সকলকে প্রণাম করিয়া আত্মীয় স্বজনের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন ও নিজহস্তে চতুর্দ্দিকে চাল ছড়াইয়া দিয়া তাঁহার ভ্রাতার হস্তধারণপূর্ব্বক ধীরে ধীরে উচ্চমঞ্চে ফাঁসীর নিম্নে উপস্থিত হইয়া উক্ত রজ্জুপ্রান্তস্থিত ফাঁশ ধরিতে চেষ্টা করিলেন; কিন্তু ফাঁশটী কিছু অধিক উচ্চ হওয়ায় তিনি উহা লাগাইতে পারিলেন না। তাই তাঁহার ভ্রাতা তাঁহাকে উঁচু করিয়া ধরিলেন। তিনি স্বহস্তে ঐ ফাঁসী টানিয়া গলায় পরিলেন ও ফাঁসের গোড়াটী পিছনে টানিয়া দিয়া রাঙ্গা রুমাল দিয়া মুখখানি ঢাকিয়া ফেলিলেন ও ভাইকে ইঙ্গিতে ছাড়িয়া দিতে বলিলেন। ভাই ছাড়িয়া দিলে সেই সতী-দেহ শূন্যে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ঝুলিতে লাগিল ও তিনি হাতে তালি দিতে লাগিলেন। এই সময়ে চতুর্দ্দিকে জনকোলাহল কমিয়া গেলে। সকলের দৃষ্টিই সতীর দিকে। দেখিতে দেখিতে, হাত তালি থামিয়া গেল ও হাতদুখানি পার্শ্বে ঝুলিয়া পড়িল ও সব শেষ হইল। অতঃপর প্রায় পনের মিনিট পরে সতীদেহ রজ্জু কাটিয়া ভূমিতে নামান হইল ও ঐ রজ্জুর অতি সামান্য অংশ পাইবার জন্য জনতার মধ্যে যে আগ্রহ ও হুড়াহুড়ী পড়িয়া গেল তাহা অবর্ণনীয়। অতঃপর সতীদেহ পুনরায় তঞ্জামে করিয়া শত হস্ত দূরস্থিত মন্দিরে বহন করিয়া লইয়া যাওয়া হইল। সেখানেও সতীর শেষ মূর্ত্তি দেখিতে অত্যন্ত জনতা হইয়াছিল।



সতীদাহ

শ্রীযুক্ত কুমার নাথ মুখোপাধ্যায় অঙ্কিত

জাতিভেদে প্রকারভেদ

দেশ ভেদে যেমন সহমরণের প্রকার ভেদ পরিলক্ষিত হইত, তেমনি আবার একই দেশে বিভিন্ন জাতির মধ্যে সহমরণ প্রথার প্রকার ভেদ পরিদৃষ্ট হইত। কেহ মৃত পতির সহিত জ্বলন্ত চিতায় প্রাণান্ত করিত, কেহ মৃত স্বামীর দেহের সহিত সমাহিত হইত, কেহবা অন্যরূপে জীবন নাশ করিত। এইরূপে নানামতে মৃত পতির সহিত সহমৃতা হইবার প্রথা ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল।

সাধারণতঃ অন্তিম দশায় চিকিৎসক নাড়ী দেখিয়া গঙ্গা যাত্রার ব্যবস্থা দিলেই সাধ্বী স্ত্রী সহমৃতা হইবার সঙ্কল্প ব্যক্ত করিতেন।

সাধারণ প্রথা

কোনও স্থলে এমনও দেখা গিয়াছে যে, কোনও সাধ্বী স্ত্রী, আসন্ন-মৃত্যু প্রাণাধিকপ্রিয় পতিকে অন্তিমকালে বৃথা ক্লেশ দিয়া গঙ্গা-যাত্রা করিতে দেন নাই, কেননা তাঁহার বিশ্বাস যে স্বামীর মৃত্যু হইলে তিনি যখন অনতি বিলম্বেই সহমৃতা হইবেন তখন তাঁহার সেই পুণ্যকর কার্য্যে স্বামীর সদ্গতি অবশ্যম্ভাবী। এ ক্ষেত্রে স্বামীকে গঙ্গাযাত্রা

করিয়া ক্লেশ দেওয়া অনর্থক। যদি তিনি সহমৃতা না হইতেন তবে বটে তাঁহার পতির উদ্ধারার্থে পতিত পাবনি, কলুষ নাশিনী, সত্ত্ব পাপসংহন্ত্রী সুরধুনীর সাহায্য প্রয়োজন হইত! স্বামীর আসন্ন-মৃত্যুক্ষেত্রে মৃত্যুরপর ব্যতীত পত্নীর পক্ষে এরূপ সঙ্কল্প ব্যক্ত করিবার দৃষ্টান্ত অতি বিরল; তবে যে স্বামী স্ত্রীর উভয়েরই উত্তম স্বাস্থ্য থাকিতেও এরূপ সঙ্কল্প আদৌ হইত না তাহা বলা যায় না। নিম্নে এইরূপ একটী ঘটনার উল্লেখ করা যাইতেছে।

১৮০২ খৃষ্টাব্দে, কলিকাতার সন্নিহিত খড়দা নামক স্থানে রামহরি নামধেয় জনৈক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার তিন, স্ত্রী তন্মধ্যে একটি ছিল পাগল ও একটীর সহিত তিনি কখনই সহবাস করেন নাই এবং অপরটীর গর্ভে একটি পুত্র হইয়াছিল। এই পুত্রবতী স্ত্রীটি যৌবনে একদিন স্বামীর দেহ স্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন, যে যদি তাঁহার পূর্ব্বে স্বামীর মৃত্যু হয় তবে নিশ্চয়ই তিনি সহমৃতা হইবেন। ব্রাহ্মণ পাটনায় চাকরী করিতেন তাই উক্ত স্ত্রীটি তাঁহাকেও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করেন যে যদি কোনদিন পাটনাতেই তাঁহার মৃত্যু হয় তবে যেন তাঁহার মৃতদেহ খড়দায় পাঠাইবার জন্য তিনি ব্যবস্থা করিয়া যান।

ব্রাহ্মণের পাটনাতেই মৃত্যু হয়। তাঁহার নিদেশক্রমে তাঁহার তত্রস্থ বন্ধুবান্ধবগণ তাঁহার মৃতদেহ একটি বাক্সে বন্ধ করিয়া নৌকাযোগে খড়দায় প্রেরণ করেন। ঐ নৌকা খড়দার ঘাটে উপস্থিত হইলে সমস্তগ্রামে ঐ সংবাদ প্রচারিত হইয়া পড়িল এবং ব্রাহ্মণের অঙ্গীকৃতা পত্নী সহমরণে এক্ষণে ভীতা হইয়া বিলাপ ও ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। কালক্রমে ব্রাহ্মণের ঐ পুত্র এখন যৌবনে পদার্পণ করিয়াছিল, সে তাহার মাতাকে তাঁহার প্রতিজ্ঞা স্মরণ করাইয়া বারম্বার সহমরণে তাঁহাকে উত্তেজিত করিল, এমন কি কঠোর ভাবে মাতাকে কত কটুকথা বলিল, কিন্তু কিছুতেই তাহার মাতা

সহমৃতা হইতে স্বীকৃতা হইলেন না, উপরন্তু তিনি ক্রন্দনরোলে পল্লী মুখরিত করিয়া তুলিলেন। এদিকে, ব্রাহ্মণের সেই পাগলিনী পত্নীটী, ব্রাহ্মণের মৃত্যু সংবাদ পাইয়া ব্রাহ্মণের বাটীতে আসিয়া সপত্নীকে সহমৃতা হইতে অনিচ্ছুক দেখিয়া, স্বয়ং সহমৃতা হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল। বহুলোকে তাহাকে মৃত্যুর ভীষণতা জানাইয়া নিরস্ত করিতে প্রয়াস পাইল; কিন্তু সে একান্ত জেদ করিয়া সহমরণে কৃতসঙ্কল্পা হইয়া ভীতা সপত্নীকে নানামতে তিরস্কার করিল। এই সময়ে ব্রাহ্মণের সেই অনাদৃতা দ্বিতীয়া পত্নীটীও সহমৃতা হইবার উদ্দেশে ব্রাহ্মণের বাটী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি মাত্র বিবাহের দিন ব্যতীত, কখনও স্বামীর অঙ্গ স্পর্শ করেন নাই। এক্ষণে পরলোকে স্বামীর প্রেমলাভের আশায় সোৎসাহে সহমৃতা হইতে আসিলেন। তখন চারিদিকে সহমরণের উদ্যোগ আরম্ভ হইল এবং গঙ্গাতীরে চিতা সজ্জা করা হইল। পাগলিনীর পদদ্বয় এতাবৎ একগাছি শিকলে আবদ্ধ ছিল, এক্ষণে তাহা কাটিয়া দেওয়া হইলে, পাগলিনী অগ্রসর হইয়া তাহার স্বামীর সেই গলিত ও বিকৃত শব প্রত্যক্ষ করিয়া ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিল এবং উহা তাহার স্বামীর দেহ নহে, উহা একটী মৃত গাভীর দেহ এই কথা বলিয়া কিছুতেই ঐ শবের সহিত সহমৃতা হইতে চাহিল না। তখন সকলে তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া একমাত্র ঐ সাধ্বী দ্বিতীয়া পত্নীর সহমরণ ক্রিয়া সম্পন্ন করিল।" *

কোনও কোনও পরিবারে সহমরণ প্রথা বংশানুক্রমিক ছিল, আবার কোনও কোনও বংশে এ প্রথার প্রসার আদৌ ছিল না। স্বামীর মৃত্যু হইলে সাধারণতঃ এই কয়েকটী বিষয় নিরক্ষর হিন্দু স্ত্রীকে সহমৃতা হইতে প্রলুব্ধ করিত ;—

সতী কেন হয়

* উন্মাদিনী স্ত্রীর সহমরণের দৃষ্টান্ত ইতিহাসে বিরল নহে। ১৮১৩ অব্দের জানুয়ারী মাসে জেলা নদীয়ার অধীন বজরাপুর গ্রামে রঘুনাথ শর্ম্মার মৃত্যুতে, তাঁহার পাগলিনী পত্নী সহমৃতা হয়েন। এইরূপ বহু ঘটনার উল্লেখ নানাস্থানে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

১। স্বামীর প্রতি আন্তরিক আনুরক্তি।

২। শ্রুতি, স্মৃতি, পুরানাদি শাস্ত্র সমূহে সতীদাহের উচ্চ মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে বলিয়া তাঁহাদের বিশ্বাস এবং তদনুযায়ী স্বামীকে সর্ব্বপাপ হইতে বিনির্মুক্ত করিয়া, তৎসহ ত্রিংশসহস্র বৎসর স্বর্গভোগের বাসনা।

৩। আবহমানকাল প্রচলিত দেশগত বা বংশগত আচরিত প্রথা।

৪। মুহূর্ত্তের জন্য চিতানলে কষ্ট পাইয়া অনন্তকাল সুখভোগের পন্থা করা ও বৈধব্যের ব্রহ্মচর্য্যজনিত কঠোর ক্লেশের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ।

৫। প্রাতঃস্মরণীয়া সতী-সাধ্বীগণের মধ্যে অন্যতমা হইবার যশঃস্পৃহা।

৬। জীবনকে ক্ষণভঙ্গুর বলিয়া হিন্দুর সাধারণ বিশ্বাস ও তজ্জনিত জীবনের প্রতি মমতারাহিত্য।

সতীর মনোভাব

পতির মৃত্যু হইলে যে সকল স্ত্রী স্বেচ্ছায় সহমৃতা হইতেন, তাঁহাদের মনে নানা চিন্তা ক্রীড়া করিত। তাঁহারা ভাবিতেন; "স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রীর আর পৃথিবীতে থাকা কিছুতেই কর্ত্তব্য নহে। পুত্রাদির স্নেহ ও ভক্তি কখনই পতিপ্রেমের অনুরূপ হইতে পারে না। যে গৃহে এতদিন সর্ব্বময়ী কর্ত্রী ছিলাম, এখন সেখানে একরূপ নগণ্যা হইয়া থাকিতে হইবে; বিশেষ বৈধব্য যন্ত্রনাভোগ করিয়া সারাজীবন দগ্ধ হওয়া অপেক্ষা ক্ষণিক জ্বালা সহ্য করিয়া অনন্তকালের জন্য জুড়ান ভাল। মৃত্যু যন্ত্রণা, সে তো একদিন ভোগ করিতেই হইবে, তবে এমন স্বর্গপ্রাপ্তির শুভ যোগ ত্যাগ করিব কেন? আমার পূর্ব্বে কত শত শত সতী-স্বাধ্বীতো এমনি করিয়া চিতানলে প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছেন, তবে আমার ভয় কি?"—এতো গেল যাঁহারা স্বেচ্ছায় সহমৃতা হইতেন তাঁহাদের উক্তি। কিন্তু স্থানে স্থানে যেখানে অর্থের আশায় বা কুলটা স্ত্রীর হস্ত হইতে বংশের

মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য ধীরভাবে সহমরণের নামে স্ত্রীহত্যা হইত, সেখানে সহমরণ বীভৎস্য ব্যাপারে পরিণত হইত। কিন্তু, ইচ্ছাকৃত সতীর তুলনায় এরূপ সতীদাহের দৃষ্টান্ত বিরল। পরন্তু ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে যখনই কোনও স্ত্রীলোক সহমৃতা হইবার সংকল্প প্রকাশ করিতেন, তখনই, তাঁহার পুত্র কন্যাদি আত্মীয় স্বজনগণ তাঁহাকে এই ব্যাপার হইতে নিবৃত্ত করিতে প্রয়াস পাইতেন। * তাহাতে তাঁহারা কখনও সফলকাম হইতেন কখনও হইতেন না।

* "Violance was seldom used to compel woman to ascend pile, nay that after she has declared her resolutiou, her freinds use various arguments to discover whether she be likely to persevere or not. (If she goes to water side and then refuse to burn, they consider it a disgrace to family). It is not uncommon for them to demand proof of her resolution by obliging her to hold her finger in fire if able safe, if otherwise they remain deaf to whatever she says".

Vide Ward's Hindu Mythology p. 113.

"But with a very rare exception, the Suttee has been a voluntary victim"—The Quarterly Review Vol. 89-1851 p. 262.

"In all cases they are understood to be willing victims."

History of the Punjab Vol. I p. 170.

"Abul Fozel informs us that-"all his wives embrace the corpse and notwithstanding their resolutions advice them against it, they expire in flames with greatest cheerfulness."

Ayeeni Achbury V. p. 529.

Col. Tod taking nearly the same view of the subject says in his Rajstan Vol. I Chap. XXIV, "that the stimulant of religion requires no aid even in the timid female of Bengal,who,relying on the promise of regeneration lays her hand on the pyre with the most phylosophic composure."—Dibois Description of the manners etc of the people of India. pp 240-45. Also Vide Hindu p. 297.

যে স্থলে সতী কিছুতেই সংকল্প ত্যাগ করিতে চাহিতেন না, সে স্থলে শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত চিতানলের অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করিয়া তিনি সহমৃতা হইতে পারিবেন কিনা, শেষে চিতাভ্রষ্টা হইয়া বংশে কলঙ্ক কালিমা লেপন করিবেন কিনা, তাহারই পরীক্ষার্থ তাঁহার কোন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ প্রজ্জ্বলিত দীপ শিখায় দগ্ধ করিয়া দেখা হইত। যদি অম্লান বদনে এই যন্ত্রণা তিনি সহ্য করিতে সক্ষম হইতেন, তবেই তাঁহার সঙ্কল্পে সকলে যোগদান করিত; অন্যথা বল প্রয়োগে তাঁহাকে নিবৃত্ত করা হইত বা কচিৎ কাহাকেও জ্বলন্ত চিতায় নিক্ষেপ করা হইত। কোনও কোনও স্থলে এমনও দেখা গিয়াছে যে অল্পবয়স্কা বালিকা বা অশীতিপর বৃদ্ধা বিধবা হইলেও ঐ কঠোর অগ্নি পরীক্ষা হইতে পরিত্রাণ পাইত না।

পরীক্ষা

১৮০২ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা সন্নিহিত বড়িষা নামক স্থানে একটী অষ্টম বর্ষীয়া বালিকা সহমৃতা হয়েন। তিনি চিতাগ্নির নিদারুণ যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারিবেন কিনা তাহাই পরীক্ষার্থ, শ্মশানে যাইবার পূর্ব্বে তাঁহার হস্তে এক খণ্ড জ্বলন্ত অঙ্গার স্থাপন করিয়া পরীক্ষা করা হইয়াছিল, এবং এই কঠোর অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে তাঁহাকে সহমরণে অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল। *

১৮০৪ অব্দে উলা নিবাসী হরিনাথ শর্ম্মার মৃত্যুতে তাঁহার অষ্টম বর্ষীয়া বালিকা স্ত্রী সহমৃতা হয়েন। যখন স্বামীর মৃত্যু সংবাদ আসিল তখন, ঐ বালিকা পাড়ায় ছোট ছোট বালিকার সহিত খেলা করিতেছিল। ইহার কিছুক্ষণ পূর্ব্বে বালিকা তাহার অত্যাচারী খুড়ীর নিকট তিরস্কৃতা হইয়া মরণে কৃতসংকল্পা হইয়াছিল। এক্ষণে এইরূপে মৃত্যুর সুযোগ প্রাপ্ত হইয়া সে আত্মীয় স্বজনের কোন কথাই না শুনিয়া সহমরণের জন্য

* Ward's Hindu Mythology p-108

প্রস্তুত হইল। কথিত আছে বালিকা চিতায় স্বামীদেহ আলিঙ্গন করিয়া শয়ন করিবা মাত্র তাহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়াছিল। তখনও চিতাগ্নি বিশেষ প্রজ্জ্বলিত হয় নাই বা আদৌ তাহার অঙ্গস্পর্শ করে নাই। এই ব্যাপারে সতীশিরোমণি বলিয়া বালিকার খ্যাতি দেশব্যাপী হইয়াছিল, কেননা, তৎকালে লোকের ধারণাছিল যে,—যে রমণী স্বামীর মৃত্যু সংবাদ কর্ণে শুনিবামাত্র বা চিতাগ্নি দেহস্পর্শ করিবার পূর্ব্বেই প্রাণত্যাগ করে সেই সতী শিরোমণি বলিয়া স্বর্গে পূজিতা হয়।

গলিত দন্ত, পলিত কেশ, লোলচর্ম্ম, চলচ্ছক্তিহীনা, অশীতিপর বৃদ্ধা; যে আর কিছুদিন মাত্র এই ধরাধামে জীবিত রহিত তাহারও এই অগ্নি পরীক্ষার হস্ত হইতে নিস্তার ছিল না। ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে বঙ্গের তথা ভারতের, অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক নবদ্বীপ নিবাসী, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভাপণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় গোপাল ন্যায়লঙ্কার মহাশয়ের মৃত্যুতে তাঁহার অশীতি বর্ষ বয়স্কা সহধর্ম্মিনী এই অগ্নি পরীক্ষা দিয়া জ্বলচ্চিতারোহণ করেন।

১৮০৯ অব্দে শান্তিপুর নিবাসী রামচন্দ্র বসুর মৃত্যুতে তাঁহার ৮৫ বৎসর বয়স্কা পত্নী, ঐরূপ পরীক্ষান্তে সহমৃতা হয়েন। *

নদীয়া মাটিয়ারী নিবাসী নারায়ণ চন্দ্র মল্লিকের নবতী বর্ষ বয়স্কা সাধ্বী সহধর্ম্মিনী স্বামীর মৃত্যুতে ইচ্ছা মৃত্যু বরণ করেন।

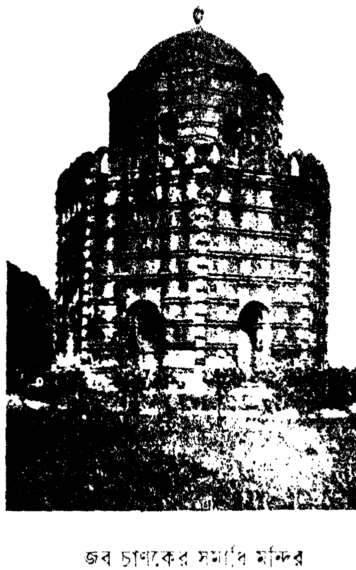
সতীদাহ বীভৎস আকার ধারণ করিত যখন কোনও একটী পুরুষের মৃত্যুতে তাহার অসংখ্য স্ত্রীকে ধরিয়া আনিয়া তাহার চিতানলে আহুতি দেওয়া হইত। তখন দেশে কৌলিন্য প্রথার বহুল প্রসার থাকায় এক একজন পুরুষ বহু রমণির পাণীগ্রহণ করিত আর সেইরূপ একটী পুরুষের মৃত্যুতে অসংখ্য রমণীকে চিতানলে আহুতি দেওয়া হইত। কেননা, তখন

* Ward's Hindu Mythology p.-109.

রমণীগণের স্বাভাবিক পত্যানুরাগ অপেক্ষা সামাজিক রীতি ও শাস্ত্রের অনুশাসন অধিকতর শক্তিশালী হইয়া সামাজিক এই প্রথায় ইন্ধন সংযোগ করিতেছিল।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের দ্বিতীয় সংস্কৃত শিক্ষক রামনাথ উলাগ্রামে সংঘটিত এইরূপ একটা ঘটনার উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, উলা নিবাসী মুক্তারাম মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু হইলে তাঁহার ১৩ জন স্ত্রী সহমৃতা হয়েন। ঐ ব্যক্তির সুবৃহৎ চিতা বহু স্ত্রী কবলিত করিয়া ভীষণ বেগে প্রজ্জলিত হইলে তাঁহার আর একটা পত্নী সহমরণের জন্য প্রস্তুত হইয়া স্নানাদি সমাপনান্তে যখন চিতা সমীপে মন্ত্রোচ্চারণ করিতে ছিলেন তখন তাঁহার হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার হওয়ায় তিনি পলাইয়া প্রাণ রক্ষা করিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু তাঁহার পুত্র মাতার এই অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ ঠেলিয়া চিতায় নিক্ষেপ করিলেন। ঐ হতভাগিনী তখন অনন্যোপায় হইয়া আত্মরক্ষার্থ, সমীপবর্ত্তিনী তাহার অপর এক সপত্নীকে জড়াইয়া ধরিল এবং ঢালুনদী তটে তখন উভয়ে গড়াইয়া গড়াইয়া বেগে প্রজ্জলিত হুতাসনে যাইয়া পড়িল এবং উভয়েই দগ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করিল।

মার্শম্যান ও কেরী প্রতিষ্ঠিত শ্রীরামপুরের ছাপাখানার কর্ম্মচারী গোপীনাথ স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া নিম্নলিখিত ঘটনাটী বর্ণনা করিয়া ছিলেন ;—১৭৯৯ অব্দে নদীয়া বাঘনাপাড়া গ্রাম নিবাসী অনন্ত রাম শর্ম্মার মৃত্যুতে তদীয় ৩৭ জন পত্নী সহমৃতা হয়েন। অনন্তরাম কুলীন বিধায় একশত বিবাহ করিয়াছিলেন। চিতাগ্নি প্রজ্জলিত হইলে প্রথমে তিনজন স্ত্রী স্বামীর দেহালিঙ্গন পূর্ব্বক প্রাণ বিসর্জ্জন করেন ; কিন্তু চিতাগ্নি ক্রমাগত ইন্ধন সংযোগে তিন দিবস প্রজ্জলিত রাখা হয় এবং দূর-দূরান্তর হইতে একে একে যেমন স্ত্রীগণ আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিলেন, তেমনি



জব চার্ণকের সমাধি মন্দির

কলিকাতা সেণ্টজন চার্চ্চ প্রাঙ্গণে অবস্থিত.

তাঁহারা প্রজ্জলিত চিতায় প্রাণ দিতে লাগিলেন। এইরূপে প্রথম দিন ৩ জন, দ্বিতীয় দিন ১৫ জন, এবং তৃতীয় দিন ১৯ জন স্ত্রী অনুমৃতা হয়েন। মধ্যে ১৬ বৎসরহইতে ৪০ বৎসর বয়স্কা পর্য্যন্ত রমণী বিদ্যমান ছিলেন। ইহাঁদের প্রথম তিন স্ত্রী ব্রাহ্মণের সংসারে বাস করিতেন এবং অন্য গুলির মধ্যে অনেকে এমনও ছিলে যে একমাত্র বিবাহের দিন ব্যতীত স্বামীর দর্শন লাভ তাঁহারা কখনও করেন নাই। ইহার মধ্যে এক পরিবারস্থ চারিটী সহোদরা ভগ্নীকেই তিনি বিবাহ করেন; তাঁহাদের মধ্যে দুই জন, স্বামীর সহিত সহমৃতা হয়েন।

ইতিহাস আলোচনা করিলে এইরূপ বহু সতীদাহের করুণ কাহিনী প্রাপ্ত হওয়া যায়। সময়ে সময়ে এক সঙ্গে এত স্ত্রী সহমৃতা হইতেন যে ২০ বা ২৪ হাত প্রশস্ত চিতাতেও স্থান সঙ্কুলান হইত না। ১৮১২ অব্দে চুনাখালি গ্রামে এইরূপ একটী সতীদাহ সম্পন্ন হয় তাহাতে ১৩ জন রমণী এক সঙ্গে চিতারোহন করেন। ঐ বৎসর শ্রীরামপুর হইতে ৩ মাইল দূরবর্ত্তী সুখচর নামক স্থানে ১৮ জন স্ত্রী এক সঙ্গে সহমৃতা হয়েন।

সহমরণ আরও বীভৎস আকার ধারণ করিত যখন এক উদ্যমে দগ্ধ না হইলে পুনঃপুনঃ আয়োজন করিয়া একই সতীকে পুড়াইয়া মারা হইত। ইতিহাসে এরূপ দৃষ্টান্তেরও অভাব নাই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ এখানে কয়েকটী ঘটনার উল্লেখ করা যাইতেছে *;—

সুবিখ্যাত ভ্রমণকারী ট্যাভেনিয়র বলেন—"১৬৪৯ খৃষ্টাব্দে ডচ্‌দিগের অধিকৃত গোয়ার সন্নিহিত ভেনজিরিয়া নামক স্থানে একটী পৌত্তলিকের মৃত্যু হইলে তাঁহার অপুত্রক পত্নী সহমৃতা হইবার নিমিত্ত গোয়ার গবর্ণরের আদেশ প্রাপ্ত হইয়া চিতা সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক যথাবিহিত শাস্ত্রাচার সম্পন্ন করিয়া চিতারোহন করিলেন। এই সময়ে মুষলধারে বারিবর্ষন

* Vide Tavenier's Travels in India Vol. I p. 219.

হওয়ায় সতী কেবল অৰ্দ্ধদগ্ধ হইয়াছিলেন মাত্র, তিনি তদবস্থায় চিতা হইতে উঠিয়া একটী আত্মীয়ের বাটীতে আশ্রয় লয়েন। এখানে কয়েকজন ওলন্দাজ সাহেব তাঁহাকে দেখিতে পান। তাঁহারা দেখিতেপান যে চিতানলে দগ্ধ হইয়া বিধবার মুৰ্ত্তি ভয়ানক আকার ধারণ করিয়াছে। গাত্রের চৰ্ম্ম পুড়িয়া গিয়াছে ও মুখের মাংস খসিয়া গিয়াছে। যাহাহৌক ইহার দুই দিন পরে এই রমণী আত্মীয় স্বজন পরিবেষ্টিত হইয়া পুনরায় চিতাসজ্জা করতঃ আত্মনাশ করেন।

ম্যাসি নামক আর একজন ইংরাজ উত্তর ভারতবর্ষে ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে দৃষ্ট এইরূপ আর একটী ঘটনা বর্ণনা করিয়াছিলেন,* —অভাগিনী ব্রাহ্মণী প্রথমে স্বইচ্ছায় স্বামীর অস্থির সহিত চিতারোহণ করে, কিন্তু যখন চিতানল ধূ ধূ জ্বলিয়া উঠিল তখন সে অগ্নির দারুণ উত্তাপ সহ্য করিতে না পারিয়া চিতাত্যাগ করিয়া উঠিয়া আসিল। এই সময়ে কয়েকজন ভদ্রলোক তাহাকে সন্নিহিত নদীর জলে লইয়া যাইয়া তাহার গাত্রের অগ্নি নিবাইয়া দেন। ঐ নারী অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইয়া চিতা সজ্জার দোষ কীৰ্ত্তন করিয়া উত্তমরূপে চিতা সাজাইয়া দিবার জন্য আত্মীয় গণকে বলায় তাহারা ঐরূপ করিতে অস্বীকার করে, এবং তাহাকে ঐ প্রজ্জ্বলিত চিতাতেই পুনরারোহণ করিতে বলে। ইহাতে ঐ নারী অসম্মত হইলে, তাহারা তাহাকে বলপূৰ্ব্বক অগ্নিতে চাপিয়া ধরে; কিন্তু তখন চিতানল প্রবলরূপে প্রজ্জ্বলিত হওয়ায় কেহই চিতার নিকট রহিয়া বাঁশ ধরিয়া থাকিতে সক্ষম না হওয়ায় বড় বড় কাঠের কুঁদো বেগে নিক্ষেপ করিয়া তাহারা ঐ হতভাগিনীকে অচৈতন্য করিতে প্রয়াস পায়; কিন্তু সে তাহাতেও না

* Vide Continental India Vol. VI p. 175 by J. W. Massei. M. R. T. A,

মরিয়া বা অচৈতন্য না হইয়া পুনরায় চিতা ত্যাগ করিতে সক্ষম হয় এবং নদীতে যাইয়া, পড়ে। এক্ষণে তাহার আত্মীয়গণ তাহাকে জলে ডুবাইয়া মারিতে চেষ্টা করে, কিন্তু এই সময়ে একজন সাহেব আসিয়া তাহাকে তাহার আত্মীয়গণের হস্ত হইতে রক্ষা করেন। কিন্তু সে যে ভাবে পুড়িয়াছিল তাহাতে তাহার মৃত্যু অনিবার্য্য হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার সমস্ত দেহ পুড়িয়া সাদা হইয়া গিয়াছিল, তাহার পদদ্বয়, উরু, বাহু, ও পৃষ্ঠদেশ পুড়িয়া ক্ষত হইয়া গিয়াছিল, তাহার স্তনদ্বয় ভস্ম হইয়া বিলুপ্ত হইয়াছিল ও অঙ্গুলি গুলি দগ্ধ হইয়া হাতের উপর ঝুলিয়া পড়িয়াছিল। তাহার আত্মীয়েরা তাহাকে একখানি বস্ত্র মাত্র দিয়া তদবস্থায় ফেলিয়া চলিয়া গিয়াছিল। আমরা তাহাকে হাসপাতালে পাঠাইয়া দিয়াছিলাম, তথায় সে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে মরিয়া গিয়াছিল"।

যাহা হউক সহমরণ সঙ্কল্পে সতীর দার্ঢ্য প্রমাণিত হইলে চতুর্দ্দিকে এই সংবাদ রাষ্ট্র হইত, ও দলে দলে নর নারী আসিয়া সতীদাহ ক্ষেত্রে মিলিত হইত, সময়ে সময়ে এই ব্যাপারে অসম্ভব জনতা দৃষ্ট হইত।

শাস্ত্রের বিধানানুযায়ী পতির মৃত্যুতেও সহমরণে কৃতসঙ্কল্পা রমণী বিধবা বলিয়া গণ্য হইতেন না, সুতরাং তিনি সধবার ন্যায় বেশ ভূষা করিয়া, সিন্দুরে আরক্ত কপোল হইয়া, যান বাহনে, ক্বচিৎ পদব্রজে আত্মীয় স্বজন পরিবেষ্টিত হইয়া শ্মশানাভিমুখে পতির শবানুবর্ত্তিনী হইয়া যাত্রা করিতেন। প্রায়শঃ পুণ্যতোয়া সুরধুনীতীর বা দুইটি নদীর সঙ্গমস্থল সতীদাহের প্রশস্ত ক্ষেত্র বিবেচিত হইত, অন্যথা যে কোনও নদী, সরোবর বা পুষ্করিণী তটে ইহা সম্পন্ন হইত। কোনও কোনও দেশে কোনও কোনও বংশে গৃহপ্রাঙ্গনেও উক্ত কার্য্য সমাধা করিবার প্রথা প্রচলিত ছিল।

<u>সতীদাহ ক্ষেত্র</u>

আত্মীয় স্বজন পরিবেষ্টিত হইয়া মৃতপতিসহ সতী শ্মশানে উপস্থিত হইলে

সমবেত জনতা হরিধ্বনি করিত এবং সতীর জয় নাদে দিগন্ত কাঁপাইয়া তুলিত; আর সঙ্গে সঙ্গে ঢাক ঢোল কাঁশির শব্দে, হুলুধ্বনি ও শঙ্খ রবে জল, স্থল, ব্যোম কাঁপিয়া উঠিত। সেই ঢাক ঢোলের বাদ্যে কেমন একটা অভিনব রেশ থাকিত, দূর হইতে তাহা শ্রবণে পশিলেই সতীদাহ হইতেছে বলিয়া লোকে বুঝিতে পারিত। * কোনও কোনও স্থলে কেবল কাঁশর বাজাইয়া সতীদাহ সম্পন্ন হইতেও ইতিহাসে দেখা যায়। †

বাদ্যধ্বনি

এযাবৎ যাহা বর্ণিত হইল তাহা প্রায় সকল দেশেই একইরূপ ছিল, কিন্তু ইহার পর হইতেই ভারতবর্ষের বিভিন্ন দেশে ও বিভিন্ন জাতির মধ্যে সহমরণের পদ্ধতি বিভিন্ন রূপ পরিদৃষ্ট হইত।

রাজপুত জাতির মধ্যে মৃত স্বামীর সহিত স্ত্রীর জ্বলন্ত চিতায় ভষ্মীভূত হওয়াই প্রথা ছিল। স্বামী যুদ্ধে যাইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলে সুবৃহৎ অগ্নিকুণ্ডে বহু স্ত্রীর আত্মোৎসর্গের দৃষ্টান্তও ইতিহাসে বিরল নহে। বাঙ্গালাদেশেও এইরূপ প্রথাই সাধারণতঃ প্রচলিত ছিল। সতী, পতির মস্তক ক্রোড়ে ধারণ করিয়া, স্বামী দেবতার ধ্যানে তন্ময় হইয়া স্থিরভাবে পুড়িয়া মরিতেন; কোথাও বা সতী, স্বামীর দেহের বামপার্শ্বে শয়ন করিয়া অচল অটল ভাবে ভষ্মীভূত হইতেন। ‡ ক্বচিৎ কোথাও

রাজপুতনা

* সাধারণতঃ ঢোলে ও ঢাকে নিম্নলিখিত বোলটী পুনঃপুন ধ্বনিত হইত—ঘিনাক্-গি-গিনি-ঘিনাক্-গি; ঘি নাক্-গি-গিনি-ঘিনাক্ গি।

† Vide Hicky's Gazettee 24th Nov. 1781. Vol XLIV.

‡ সুবিখ্যাত পরিব্রাজক Tavanier সাহেব তাঁহার Travels in India নামক পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ড ২০৯—২২০ পৃষ্ঠায় সতীদাহের এক বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি উহাতে এক নূতন বিষয়ের অবতারনা করিয়াছেন। তিনি বলেন তখন বাঙ্গালা দেশে সতীদাহের বহুল প্রচার ছিল, দূর দুরান্তর হইতে এমন কি ১৫।১৬

বাঁশের বা বেতের চেটাদ্বারা সতীকে পতির দেহের ও চিতার সহিত আবদ্ধ করা হইত, কিন্তু সাহিত্য ও ইতিহাসে যে সকল ঘটনা লিপিবদ্ধ আছে তন্মধ্যে এরূপ বলপ্রয়োগের দৃষ্টান্ত বিরল হইলেও ইহাদের সংখ্যাও কম ছিল না।

মহারাষ্ট্র প্রদেশ

মহারাষ্ট্র প্রদেশে স্বামীর মৃতদেহের সহিত চিতারোহনে সতী প্রাণান্ত করিতেন। তবে এই চিতা সাজানর একটু বিশেষত্ব ছিল। চিতার উপর বাঁশ খড় প্রভৃতি দিয়া একটি পর্ণ কুটির নির্ম্মাণ করা হইত ও এই কুটীরাভ্যন্তরে স্বামীর পদদ্বয় অঙ্কে ধারণ করিয়া সতী স্থিরভাবে বসিয়া রহিতেন ও চিতায় অগ্নি সংযুক্ত হইত। দাক্ষিণাত্যে পর্ণ কুটীরের পরিবর্ত্তে চিতার উপর শামিয়ানা আকারে একটি পর্ণ নির্ম্মিত মঞ্চ নির্ম্মাণ করা হইত ও তাহার উপর

দিনের দূর পথ হইতে গঙ্গায় মৃত দেহ বহন করিয়া আনা হইত ও তথায় সতীদাহ সম্পন্ন হইত। এই দূর পথ পদব্রজে অতিক্রম করিবার কালে সতী চিতাসজ্জার কাষ্ঠ ভিক্ষা করিতে করিতে আসিতেন, তাঁহার উক্তি ;—"Throughout the length of the Ganges and also in all Bengal there is little fuels there, poor women send to beg for wood out of charity to burn themselves" তিনি ঐ পুস্তকের ২১১ পৃষ্ঠায় আরও বলেন যে, "যে সকল হিন্দুললনা স্বামীর সহিত সহমৃতা হইতে পারিতেন না তাঁহারা পথিককে জল দান বা অগ্নি দান প্রভৃতি দান-কার্য্যে ও অতিথি সেবায় জীবনপাত করিতেন, তাঁহারা আহার সম্বন্ধে এত কঠিন নিয়ম প্রতিপালন করিতেন যে তাহা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতে হয়। গো, গোবৎস বা মহিষের ভুক্তাবশিষ্ট বা জীর্ণাবশিষ্ট কিছু সংগ্রহপূর্ব্বক তাহাই আহার করিয়া জীবন ধারণ করিতেন।"

তিনি মাদক দ্রব্য সেবন করাইয়া সতীর চৈতন্য অপনোদন সম্বন্ধে বলেন যে "যদিও স্থল বিশেষে সতীকে মাদক দ্রব্য সেবন করান হইত বটে কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই একমাত্র সতীহইবার প্রবল উত্তেজনাই তাহাকে চিতানলের সমস্ত জ্বালা ভুলাইয়া দিত।"

বোঝা বোঝা শুষ্ক তৃণও কাষ্ঠাদি রক্ষা করা হইত। যখন নিম্নে চিতানল ধূ ধূ জ্বলিয়া সতীদেহ স্পর্শ করিত তখনই চারিজন বলিষ্ঠ ব্যক্তি এককালে অস্ত্র সাহায্যে ঐ মঞ্চের চতুর্দ্দিকস্থ বংশদণ্ড চারিটি কাটীয়া দিত ও ঐ গুরুভার মঞ্চ সশব্দে প্রবলবেগে চিতার উপর পতিত হইয়া সতীর প্রাণান্ত করিয়া দিত।

গুজরাটে এবং আগ্রা ও দীল্লি অঞ্চলে নিম্নলিখিতরূপে সতীদাহ সম্পন্ন হইত। কোনও নদী বা জলাশয়ের ধারে দাহ্য পদার্থ ও তৃণ কাষ্ঠাদি নির্ম্মিত একটি ১২ ফুট চতুষ্কোণ পর্ণ কুটীর নির্ম্মিত হইত ও ইহাকে ঘৃত ও তৈলে সিক্ত করা হইত। ইহার মধ্যে সতী একখণ্ড কাষ্ঠ মস্তকে দিয়া অর্দ্ধশায়িত ভাবে অবস্থিত হইলে, পুরোহিত কুটীরের মধ্যে যাইয়া এক গাছিরজ্জু দ্বারা সতীকে তন্মধ্যস্থিত একটী খুঁটীর সহিত বাঁধিয়া দিতেন। এই অবস্থায় সতী স্বামীর মস্তক ক্রোড়ে রক্ষা করিতেন এবং পান চিবাইতেন। এইরূপে উদ্যোগ পর্ব্ব শেষ হইলে পুরোহিত কুটীর মধ্য হইতে বাহিরে আসিতেন এবং সতী চিতাতে অগ্নি সংযোগের আদেশ দিতেন। সুবিখ্যাত ভ্রমণকারী টাভেনিয়ার বলেন যে এ দেশের এই প্রথা ছিল যে সতীদাহের চিতাধৌত কালীন সতী অঙ্গস্থ অলঙ্কারাদি ও চিতাস্থিত যাবতীয় ধাতুপদার্থ, যাহা চিতানলে দ্রবীভূত হইয়া তথায় পতিত হইত তৎসমুদয় পুরোহিতগণ গ্রহণ করিতেন।

গুজরাট

করমণ্ডল উপকূলে ৯।১০ ফুট গভীর এবং ২৫।৩০ ফুট বিস্তৃত চতুষ্কোণ একটী গর্ত্ত খনন করিয়া তন্মধ্যে চিতা সজ্জিত করা হইত। চিতানল প্রজ্বলিত হইলে মৃতপতিদেহ ঐ গহ্বর মুখে রাখা হইত। তখন সতী পান চিবাইতে চিবাইতে আত্মীয় স্বজন পরিবেষ্টিত হইয়া, বাদ্যোদ্দম সহকারে নাচিতে নাচিতে চিতা

করমণ্ডল উপকূল

সমীপে আসিয়া প্রথমে তিনবার চিতা প্রদক্ষিণ করিতেন। প্রত্যেকবার প্রদক্ষিণ শেষ হইলে তিনি পুত্রকন্যাদি স্নেহের সামগ্রীগুলিকে চুম্বন করিতেন। এইরূপে তিনবার পরিক্রম করা হইলে পুরোহিত মৃতদেহ প্রজ্জ্বলিত অগ্নি-কুণ্ডে নিক্ষেপ করিতেন, এবং সতী এই কুণ্ডের উপর পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইলে পুরোহিতগণ তাঁহাকেও ঐ কুণ্ডে নিক্ষেপ করিতেন। এই করমণ্ডল উপকুলের কোনও কোনও স্থানে সতীকে পতিদেহের সহিত জীবিত সমাহিত করিবার প্রথাও বিদ্যমান ছিল।

বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার যুগী ও জোলা এবং বৈষ্ণবগণের মধ্যে সতীকে মৃতপতির সহিত সমাহিত করিবার প্রথা প্রচলিত ছিল। সাধারণতঃ

সমাহিত সতী

গঙ্গা বা কোনও নদী কি জলাশয়ের তীরে একটী গর্ত্ত খনন করিয়া তাহার তলদেশে একখানি নূতন বস্ত্র বিস্তার করিয়া, তদুপরি মৃতদেহ রক্ষা করা হইত। অতঃপর সতী স্নানান্তে নববস্ত্র পরিধান করিয়া সধবার ন্যায় আলতা পরিয়া ও সিন্দুর রঞ্জিত হইয়া, ঐ গর্ত্তটী একবার পরিক্রম পূর্ব্বক মৈ দিয়া ঐ গহ্বরে অবতরণ করিয়া স্বামীর মস্তক ক্রোড়ে লইয়া বসিতেন। তাঁহার সম্মুখে তখন একটী দীপ জ্বালিয়া দেওয়া হইত ও পুরোহিত গর্ত্তের মুখের কাছে বসিয়া মন্ত্রাদি উচ্চারণ করিতেন। * এই সময়ে মৃতের আত্মীয়গণ হরিধ্বনি করিয়া সাতবার ঐ সমাধি পরিক্রম করিতেন ও প্রত্যেকে কিছু কিছু মিষ্টান্ন, চন্দন কাষ্ঠ, টাকা বা কড়ি, দধি, দুগ্ধ, ঘৃতাদি ঐ সমাধিতে নিক্ষেপ করিতেন। মৃত ব্যাক্তির পুত্র বা তদভাবে কোনও নিকটতম আত্মীয় পুষ্পের সহিত পূর্ব্বোক্ত দ্রব্যাদি ঐ সমাধিতে নিক্ষেপ করিতেন; পরে অতি সাবধানে সতীদেহ বেষ্টন করিয়া ঐ সমাধিতে মৃত্তিকা নিক্ষিপ্ত হইত।

* এই সকল জাতির পুরোহিত নাই। তাহাদের বংশের বা জাতির যিনি বয়োঃজ্যেষ্ঠ বা প্রধান তিনিই পৌরহিত্য করিতেন।

ঐ নিক্ষিপ্ত মৃত্তিকা সতীর স্কন্ধদেশ পর্য্যন্ত উত্থিত হইলে অনেকগুলি কোদালির সাহায্যে শীঘ্র শীঘ্র ঐ সমাধি মৃত্তিকাপূর্ণ করিয়া বন্ধ করা হইত ও তদুপরি মৃত্তিকার একটী ক্ষুদ্র স্তূপ করিয়া দেওয়া হইত। এই স্তূপের উপর পুনরায় মিষ্টান্ন ও পঞ্চগব্য রক্ষা করা হইত ও আত্মীয়গণ তিনবার উহা প্রদক্ষিণ করিয়া গৃহে গমন করিতেন।

বৈষ্ণবগণের মধ্যেও প্রায় পূর্ব্বোক্তরূপেই সতী সমাধি সম্পন্ন হইত। কেবল সমাধির উপরিস্থিত মৃৎস্তূপের উপর তুলসী বৃক্ষ রোপিত হইত।

উড়িষ্যায় সাধারণতঃ একটি গর্ত্তের মধ্যে চিতা সজ্জা করিয়া সতীকে সেই প্রজ্জলিত চিতানলে নিক্ষেপ করিবার প্রথা ছিল। এখানে কোনও

উড়িষ্যা।

রাজার বা বিশিষ্ট ব্যক্তির মৃত্যু হইলে যদি তাঁহার প্রধানা স্ত্রী সহমৃতা হইতেন তবে তাঁহার অন্যান্য পত্নীগণকে এমন কি উপপত্নীগণকে * তাহাদের সম্মতি বা অসম্মতির অপেক্ষা না করিয়া বলপূর্ব্বক ঐ জলন্ত চিতায় নিক্ষেপ করিয়া দগ্ধ করা হইত।

পণ্ডিত পরশুরাম নামক উড়িষ্যার একজন পণ্ডিত এইরূপ একটী ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলেন,—"উৎকলাধিপতি রাজা গোপীনাথ দেবের মৃত্যুতে তাঁহার প্রধানা মহিষী সহমৃতা হইবার সঙ্কল্প ব্যক্ত করিলে ঐরূপ সমস্ত আয়োজন করা হইল ও একটী সুপ্রশস্ত গর্ত্ত-খনন

---

* উপপত্নীর সহমরণের দৃষ্টান্তও ইতিহাসে বিরল নহে। Ward's Hindu Mythology পুস্তকের ১০৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত একটী ঘটনা এখানে উল্লিখিত হইল—"১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতার সন্নিহিত খিদিরপুরে এক ব্যক্তির মৃত্যু হইলে তাহার উপপত্নী খিদিরপুরের বাবুদের তাহার সহমরণের উদ্যোগ করিয়া দিতে বলে, ঐরূপ উদ্যোগ শেষ হইলে, কালীঘাটে গঙ্গাতীরে ঐ উপপত্নী হাসিতে হাসিতে তাহার উপপতির সহিত সহমৃতা হয়। প্রাগুক্ত পুস্তকের ১০৬ পৃষ্ঠায় আর একটী এইরূপ ঘটনা লিপিবদ্ধ আছে।



তিনটী সতী মন্দির, গাজীপুর



ভবানীমন্দির ও সতীমন্দির, আলোপীবাগ—এলাহাবাদ

বিনি পাকার অঙ্কিত

করিয়া বহু কাষ্ঠ সজ্জা দ্বারা একটী চিতা সজ্জিত করিয়া তদুপরি রাজার দেহ স্থাপিত হইল ও পুনরায় তদুপরি কাষ্ঠ সজ্জিত হইলে চিতাতে অগ্নি সংযোগ করা হইল। চিতানল যখন প্রবলবেগে জ্বলিয়া উঠিল, তখন প্রধানা রাণী সহাস্য আস্যে ঐ প্রজ্জলিত হুতাশনে ঝম্প প্রদান করিলেন। অতঃপর তাঁহার অপর দুই রাণীকে তাঁহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বলপূর্ব্বক উক্ত চিতায় নিক্ষেপ করিয়া দগ্ধ করা হইল"।

পূর্ব্বোক্ত প্রথা গুলিতে স্বামীর মৃতদেহের সহিত পত্নীর সহমৃতা হইবার বিয়ই উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু স্বামীর মৃতদেহের অবর্ত্তমানে, স্বামীর কোনও পরিত্যক্ত দ্রব্যাদির সহিত স্ত্রীর পূর্ব্বোক্তভাবে অনুমরণের প্রথাও সর্ব্বত্র বিদ্যমান ছিল। কেবল যুগী ও জোলাগণের মধ্যে স্বামীর পাদুকাদির সহিত স্ত্রীর অনুমরণ প্রথা ছিল কিনা তাহা স্থিরনিশ্চয়ে বলা যায় না। কেননা আমরা ইতিহাস আলোচনা করিয়া সেইরূপ কোনও ঘটনার উল্লেখ প্রাপ্ত হই নাই।

বদ্ধমূল বিশ্বাস

সতীদাহ কালে বিপুল উদ্যমে যে বাদ্যধ্বনি হইত, তাহার কারণ অনেকে এইরূপ অনুমান করেন যে, অনল ক্লিষ্টা সতীর কাতর আর্ত্তনাদ যাহাতে লোকের কর্ণে প্রবেশ না করে সেই জন্যই ঐরূপ বাদ্যোদ্দমের ব্যবস্থা ছিল; কিন্তু একজন প্রত্যক্ষদর্শী সাহেব বলেন যে তাহা নহে; সতীর শেষ বাক্য দৈব বাক্য, সুতরাং দৈব বাণীর তুল্য, উহা মনুষ্যের শ্রবণ গোচর হইলে পাছে জগতের কোনও অমঙ্গল হয় এইরূপ আশঙ্কাতেই বাদ্যাদির আয়োজন করা হইত।

* "A few instrument of music had been provided and they played as usual as she approached the fire; not as is commonly, supposed, inorder to drown screams, but to prevent the last words of the victim from being heard, as these are supposed to be prophetic and might become sources of pain and strife to the

সতীদাহ সম্পর্কীয় এইরূপ বহুতর ধারণা ও সংস্কার সমস্ত জাতির মধ্যে পরিদৃষ্ট হইত। তদানীন্তন দেশের লোকের বিশ্বাস ছিল যে একবার সতী হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া শেষে না হইলে সমস্ত গ্রামের অমঙ্গল অবশ্যম্ভাবী।

কোনও রাজ্যে যে বৎসর অত্যাধিক সতীদাহ হইত সে বৎসর সে রাজার ও রাজ্যের অমঙ্গল হইবে বলিয়া লোকের ধারণা জন্মিত; আবার খুব অল্প সংখ্যক সতী হইলেও অমঙ্গলের হস্ত হইতে নিস্কৃতি ছিলনা।

চিতানল প্রজ্জ্বলিত হইলে যদি কোনও সতীর হস্ত পদাদি নড়িয়া উঠিত, তবে তাহার পাপ ছিল বুঝিতে হইবে। আর স্থির, ধীরভাবে পুড়িয়া মরিলে সতীর পুণ্য প্রকাশ পাইত। †

সতীর পরিত্যক্ত বস্ত্র, শাঁখা বা তত্ত্যাক্ত সিন্দুরাদি গৃহে রাখিলে গৃহের মঙ্গল সূচিত হইত ও গৃহে অপদেবতার ভয় নিবারিত হইত। অদ্যাপি কোনও কোনও গৃহস্থের বাটীতে কৌটা করিয়া উক্তরূপ ভস্ম শাঁখা, সিন্দুর ও ছিন্ন বস্ত্র রক্ষিত আছে দেখা যায়। সতীর ছড়ান কড়ি রুগ্ন ছেলের গলায় মাদুলীর মত ঝুলাইয়া রাখিলে ব্যাধির শান্তি হইবে বলিয়া লোকে বিশ্বাস করিত। সতী-সিন্দূর সীমন্তে ধারণ করিলে কুলবধুর "হুড়কা" (পতি সকাশে যাইতে অনিচ্ছা ও ভয়) ব্যাধি নষ্ট হইত বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে।

প্রায়শঃ নির্ব্বিঘ্নে সতীদাহ সম্পন্ন করিয়া মৃতের আত্মীয়গণ গৃহে

living.—Colonel Sleeman Writes in Modern Hinduism by W. J. Wilkins p. 225.

* The Hindoo p. 23.

† The Hindu Mythology p. 107.

প্রত্যাগমন করিতেন, কিন্তু সময়ে সময়ে ইহাতে নানা বিঘ্ন আসিয়াও উপস্থিত হইত। চিতানলের দারুণ যন্ত্রনা সহ্য করিতে না পারিয়া কোনও কোনও রমণী চিতা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া পড়িত। তখন, কেহবা স্বেচ্ছায় পুনরায় চিতা প্রবেশ করিতেন, কেহবা প্রাণভয়ে ব্যাকুল হইয়া বৃথা আত্মীয় স্বজনের দয়ার প্রার্থী হইতেন, এই কালে সতীদাহ আবার বীভৎস্য নারী হত্যায় পরিণত হইত। সুবিখ্যাত মিসিনরী ওয়ার্ড এইরূপ একটী ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলেন, *—"১৮২৮ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা সন্নিহিত মজিলপুর নিবাসী বাঞ্ছারাম মৃত্যুমুখে পতিত হইলে, তাহার সহধর্ম্মিণী সহমৃতা হইতে কৃতসঙ্কল্পা হইয়া চিতারোহণ করে। রাত্রি ভীষণ অন্ধকারময়ী, তাহাতে আবার মেঘ ও বৃষ্টিপাতে ইহাকে আরও ভীষণতর করিয়াছিল। যখন চিতাগ্নি প্রবল বেগে জ্বলিয়া উঠিল, তখন দাহকারী জনগণ অগ্নি ও বৃষ্টির হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিতে, দূরে এক বৃক্ষ তলে যাইয়া আশ্রয় লইল। ওদিকে নারী, চিতানলের দারুণ যন্ত্রনা সহ্য করিতে না পারিয়া সকলের অলক্ষ্যে চিতা ত্যাগ করিয়া সন্নিকটবর্ত্তী এক ঝোপে যাইয়া লুকাইয়া রহিল। কিন্তু অল্পকাল মধ্যেই তাহার এই আত্মগোপন প্রকাশিত হইয়া পড়িল, ও সকলে তাহাকে খুজিয়া বাহির করিল। তাহার পুত্র, মাতার এই দুর্ব্ব্যবহারে বিশেষ ক্ষুব্ধ হইয়া তাহাকে শীঘ্র চিতা প্রবেশ করিতে বলিল; কিন্তু ঐ নারী প্রাণ ভয়ে ব্যাকুল হইয়া তাহার পুত্র ও আত্মীয়গণকে বৃথা কত অনুনয় করিল; কিন্তু তাহার অনুনয়ের কোনই ফল হইল না, তাহারা সকলে মিলিয়া তাহাকে

চিতাভ্রষ্ট

* Vide Mythology of the Hindoos p p. 166—174. by Charles Coleman Esq. and also Wards Hindoo Mythology vol. II p. 104.

ধরিয়া রজ্জু দিয়া হস্তপদাদি বন্ধন পূর্ব্বক প্রজ্বলিত হুতাশনে নিক্ষেপ করিল এবং দেখিতে দেখিতে সব শেষ হইল।"

সুপ্রসিদ্ধ মিঃ পইণ্ডার ১৮২৭ খৃষ্টাব্দের ২৮শে মার্চ্চ তারিখে হিন্দু বিধবার সহমরণ সম্বন্ধে যখন বিলাতের ইণ্ডিয়া হাউসে বক্তৃতা দেন, তখন এইরূপ একটী রোমহর্ষণকর ঘটনার উল্লেখ করেন। * তিনি বলেন,—ছট্টু নামধেয় পাটনার জনৈক ব্রাহ্মণের মৃত্যু হইলে তাহার ১৪ বর্ষ বয়স্কা স্ত্রী হামিদা, তাহার খুল্লতাত শিউলাল প্রভৃতির উদ্যোগে সহমৃতা হইবার জন্য প্রস্তুত হইল। যখন চিতানল জ্বলিয়া উঠিল তখন শিউলাল, হামিদাকে তদুপরি উঠাইয়া দিল, কিন্তু চিতার উত্তাপ অসহ্য হওয়ায় সে চিতা হইতে লাফাইয়া বাহিরে আসিলে, তাহার খুল্লতাত তাহাকে ধরিয়া পুনরায় চিতার উপর ফেলিয়া দিল; কিন্তু এবারও সে তাহা হইতে বাহির হইয়া দারুণ দগ্ধাবস্থায় দৌড়াইয়া সন্নিহিত এক জলাশয় অভিমুখে ধাবিত হইল; তখন শিউলাল প্রভৃতি আর তাহাকে দগ্ধ করিবে না এইরূপ আশ্বাস দিয়া, তাহাকে বাটী ফিরিয়া লইয়া যাইবে বলিয়া তাহাকে একখানি কাপড়ের উপর বসিতে অনুরোধ করিল। ঐ নারী, কিন্তু তাহাদের কথায় আস্থা স্থাপন না করায় তাহারা গঙ্গার শপথ গ্রহণ করিল। তখন ঐ হতভাগিনী তাহাদের শপথে বিশ্বাস করিয়া ঐ বস্ত্রোপরি যাইয়া উপবেশন করিল, কিন্তু সে যেমন ঐ বস্ত্রোপরি যাইয়া উপবেশন করিল, অমনি চারিজন বলিষ্ঠ ব্যক্তি কাপড়ের চারিটী খুঁট এক করিয়া, ঐ রমণীকে বোচ্‌কা বাঁধা করিয়া বাঁধিয়া ফেলিল এবং সকলে

* Vide Mr. Poynder's resolution regarding the burning of widows in India as discussed at India House on the 28 th. March 1827. Also see Good old days of Hon'ble John Company p. 193 by Mr. Carey.

ধরাধরি করিয়া ঐ পোঁটলা বাঁধা রমণীকে প্রজ্জলিত চিতায় নিক্ষেপ করিল। বস্ত্র পুড়িয়া যাইবামাত্র ঐ রমণী পুনরায় পলাইতে চেষ্টা করায় সকলের অনুরোধে একজন মুসলমান, তরোয়ালের এক আঘাতে তাহার সকল যাতনার অবসান করিয়া দিল।”

কোনও কোনও স্থানে চিতার আগুণ দেখিবামাত্র ভয়েই বিধবা প্রাণত্যাগ করিত বা অজ্ঞান হইয়া পড়িত এবং সেই অবস্থাতেই তাহাকে জীবন্ত দগ্ধ করা হইত। ইতিহাসে এরূপ ঘটনারও অভাব নাই। এখানে একটীমাত্র উদ্ধৃত হইল। *—“১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে তাঞ্জোর প্রদেশের অন্তর্গত পদুপোতা নামক গ্রামে একজন ধনী লোকের মৃত্যুতে তাহার ত্রিশ বৎসর বয়স্কা স্ত্রী সহমৃতা হইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, চারিদিকে যেন একটা উৎসবের সাড়া পড়িয়া গেল। একটী তঞ্জামে মূল্যবান অলঙ্কারাদিতে সুসজ্জিত মৃতদেহ জীবন্ত মানুষের মতন বসাইয়া সমবেত জনশঙ্ঘ বহু বাদ্যোদ্দম সহকারে শ্মশানে লইয়া চলিল। পশ্চাতে এক পালকীতে, সতী মৃত স্বামীর অনুগমন করিল। সমস্ত রাস্তা হাসিমুখে পান সুপারী বিলাইয়া ও প্রণত স্ত্রী পুরুষকে আশীর্ব্বাদ করতঃ সতী যখন শ্মশানে উপস্থিত হইল, তখন চিতাসজ্জা প্রভৃতি দর্শন করিয়া সেই সতী যেন কেমন হইয়া গেল; তাহার কম্পিত দেহ, উদাস দৃষ্টি দেখিয়া পুরুষ জ্ঞাতিবৃন্দ তাড়াতাড়ি তাহাকে পাল্কী হইতে বাহির করিয়া সন্নিকটস্থ পুষ্করিণী হইতে স্নান করাইয়া লইয়া আসিল এবং অলঙ্কারাদি তাহার দেহ হইতে উন্মোচন না করিয়াই তাহাকে চিতা সমীপে লইয়া গেল। আত্মীয়েরা তাহার হস্তে প্রজ্জলিত শলিতা দিল এবং কয়েকজন লাঠি ও অস্ত্র লইয়া তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। অতঃপর পুরোহিত, শাস্ত্র সম্মত ক্রিয়াদির পর বিধবাকে

* Vide Hindoo. pp 244—94.

চিতারোহণের আদেশ দিলে, তাহার গাত্রের সমস্ত অলঙ্কার উন্মোচিত হইল এবং চিতা প্রদক্ষিণ করিয়াই সেই রমণী অজ্ঞান হইয়া তথায় পড়িয়া গেল এবং আত্মীয়গণ সেই অবস্থাতেই তাহাকে মৃতের সহিত দগ্ধ করিয়া ফেলিল।”

সামাজিক বিধান

কখনও কখনও চিতাভ্রষ্টা হইয়া ভয়ঙ্কর মৃত্যুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইলেও সমাজের নিকট দারুণ উপেক্ষিতা হইয়া বিধবার জীবন বিষময় হইয়া পড়িত। হয়ত ভদ্রকুলের কুলবধু হইয়া শেষে নীচ সংসর্গে জীবনপাত করিতে হইত, নয়তো সমাজ হইতে দূরে রহিয়া পরের দয়ায় জীবন রক্ষা করিতে হইত।* এরূপ দৃষ্টান্ত ইতিহাসে বিরল নহে। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রধান সংস্কৃতাধ্যাপক মৃতুঞ্জয় শর্ম্মা রংপুরে এইরূপ একটী ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। † এই ক্ষেত্রে চিতাভ্রষ্টা রমণী একজন মুচি কর্ত্তৃক গৃহিত হইয়াছিল। পরে এই মুচির নিকট হইতে পলায়ন করিয়া সে একজন মুসলমান সহিসের উপপত্নী হইয়াছিল।

বিবি পার্কার ১৮২৮ খৃষ্টাব্দের ৭ই নভেম্বর তারিখে এলাহাবাদে দৃষ্ট একটী ঘটনার এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন ;‡—“৭ই নভেম্বর আমাদের বাগানের নিকটবর্ত্তী বাসীন্দা এক বেনে মৃত্যুমুখে পতিত হইলে তাহার

* এ সম্বন্ধে মতদ্বৈধতা দৃষ্ট হয়। কোনও কোনও প্রত্যক্ষদর্শী ইংরাজ বলেন যে, জাতি যাওয়ার কথা অলীক, উহা কেবল শূন্য ভীতি প্রদর্শন মাত্র। সুবিখ্যাত Missionary Rev Ward বলেন,—“This I imagine, must have been an empty threat ; as it does not any where appear that I am aware of, that a loss of caste can attach to the relative of a party so doing.

Vide the Hindu Mythology by Ward. vol. II p. 104 ”

† Vide Mythology of the Hindoos by C. Coleman. pp. 166—174.

‡ Vide Wanderings of pilgrimage Vol. I. p. 91.

স্ত্রী সতী হইবার সংকল্প ব্যক্ত করে এবং তড়িৎগতি এই সংবাদ সহরময় রাষ্ট্র হইলে সমস্ত বেনে ও অন্যান্য লোক তথায় সমবেত হয়। তত্রস্থ ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব এই সংবাদ পাইয়া তাহার বাটী আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং বিধবাকে বুঝাইয়া প্রতিনিবৃত্তি করিতে চেষ্টা পাইলেন ; কিন্তু উক্ত বিধবা মাথা খুড়িয়া, সাহেবের পায়ে পড়িয়া সহমরণে তাহার দার্ঢ্য প্রদর্শন করিতে লাগিল। তখন অনন্যগতি হইয়া সাহেব ৪৮ ঘণ্টা পরে তাহার সহমরণের আদেশ দিলেন। ইহার কারণ এই যে, যদি ইতি মধ্যে ক্ষুধার তাড়নায় সে কিছু ভক্ষণ করে তাহা হইলে, শাস্ত্রানুযায়ী তাহার আর সহমৃতা হইবার অধিকার রহিবে না। কিন্তু এই কঠোর পরীক্ষায় সে অনায়াসে উত্তীর্ণ হইল ; কাযেই নির্দ্দিষ্ট দিনে সকলে ত্রিবেণী সঙ্গমে উপস্থিত হইল। আমি ও আমার স্বামী ম্যাজিষ্ট্রেটের সহিত শ্মশানে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। তথায় অন্যূন পাঁজ হাজার লোক সমবেত হইয়াছিল, এবং তখন সতী চিতা পরিক্রম করিয়া হাসিমুখে, স্বামীর গলিত শবের সহিত পরমাহ্লাদে চিতারোহণ করিতেছিল। দেখিতে দেখিতে চিতানল জ্বলিয়া উঠিল। সতী তখন দৃঢ় ভাবে স্বামীর মস্তক ক্রোড়ে লইয়া বসিয়া "রাম—রাম—সতী," "রাম—রাম—সতী" বলিতে লাগিল, কিন্তু এই সময়ে অগ্নি প্রবল বেগে জ্বলিয়া উঠিল এবং ঐ রমণী এক্ষণে চিতা ত্যাগের উদ্যোগ করিল ; একজন হিন্দু পুলিশ তাহা দেখিতে পাইয়া তাহার উপর তরবারি উত্তোলন করায় ভয় পাইয়া সে চিতাগ্নি মধ্যে পুনঃ প্রবেশ করিল। ম্যাজিষ্ট্রেট তৎক্ষণাৎ ঐ হিন্দু পুলিশকে ধরিয়া কারাগারে প্রেরণ করিলেন। রমণী পুনরায় উদ্যোগ করিয়া চিতা হইতে লম্ফ দিয়া গঙ্গায় যাইয়া পড়িল, তথায় তাহার ভ্রাতা ও অন্যান্য আত্মীয় তাহাকে বধ করিতে উদ্যত হইলে, পুলিশ ও ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাকে রক্ষা করিলেন।

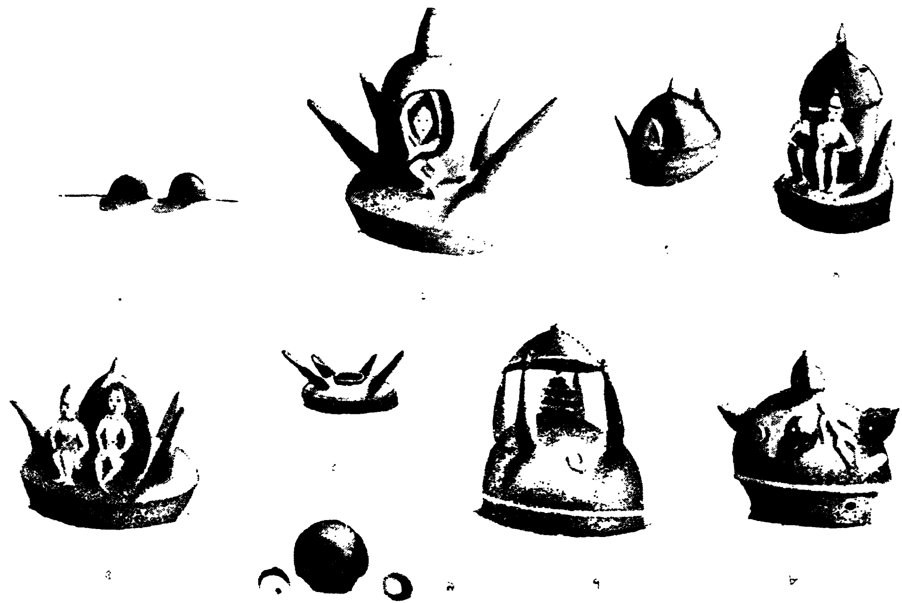
রমণী প্রথমে অনেকখানি জলপান করিয়া সাড়ীর ও গাত্রের অগ্নি নিবাইয়া কথঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া পুনরায় চিতারোহণ করিতে প্রস্তুত হইলে, ম্যাজিষ্ট্রেট অগ্রসর হইয়া তাহাকে বাধা দিলেন এবং তাহার স্কন্ধে হস্তার্পণ করিয়া বলিলেন, "তোমার নিজের শাস্ত্রই তোমাকে একবার চিতাভ্রষ্ট হইলে পুনরায় চিতা-প্রবেশের অধিকার দেয় নাই; বিশেষ আমার স্পর্শে তুমি তোমার শাস্ত্রমতে অপবিত্র হইয়াছ সুতরাং এক্ষণে তুমি আর চিতা প্রবেশ করিতে পারিবে না। তুমি তোমার সমাজ ও জাতিচ্যুত হইয়াছ, কিন্তু আমি তোমার সকল ভার গ্রহণ করিলাম ও আমার কন্যার ন্যায় তোমাকে পালন করিব।" ম্যাজিষ্ট্রেটের এই বাক্যে রমণী চিতাত্যাগে সম্মত হইলে, তাহাকে পাল্কী করিয়া হাসপাতালে পাঠান হইল। সমবেত হিন্দুগণ এই ব্যাপারে উত্তেজিত ও রাগান্বিত হইলেও ধীরভাবে সে স্থান পরিত্যাগ করিল এবং মুসলমানগণ তামাসা দেখা হইল না মনে করিয়া ক্ষুণ্ণ মনে চলিয়া গেল।"

আবার কখন কখন পাশ্চাত্য জাতীয়গণের কেহ কেহ বলপূর্ব্বক চিতানল হইতে নারীকে রক্ষা করিয়া, তাহাকে লইয়া পলায়ন করিত।

জব চার্ণকের "সতী" বিবাহ

কলিকাতা স্থাপয়িতা * জব চার্ণকের এক সতীকে চিতানল হইতে ছিনাইয়া লইয়া বিবাহ করা সর্ব্ব জন বিদিত

* জব চার্ণক ইংরাজ পক্ষের কলিকাতার প্রথম স্থাপয়িতা, অন্যথা কালিকোটা, সুতানুটি, গোবিন্দপুর বহু প্রাচীন গ্রাম। পাশ্চাত্য জাতীয়গণের মধ্যে জব চার্ণকের পূর্ব্বে আর্ম্মেনীয়গণ কলিকাতার প্রতিষ্ঠাপন্ন হইয়াছিলেন। বর্ত্তমান কলিকাতার সেণ্ট নাজারেথ আর্ম্মানী গির্জ্জার প্রাঙ্গনস্থিত সমাধি স্তম্ভের খোদিত লিপি গুলি হইতে ইহার বহু প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। সদাশয় গবর্ণমেণ্টের আদেশে সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত জে, সেথ একটি স্তম্ভ গাত্রের খোদিত লিপির সম্প্রতি এইরূপ পাঠোদ্ধার করিয়াছেন,—This is the tomb of Rezadeetah the wife of the late charitable Sooekas, who departed from this world to life eternal on the 21st day Nakha in the year 15 অর্থাৎ ১৬৩০ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই জুলাই।



১,—কলসের শির। ২,—অপেক্ষাকৃত জাঁকাল কলস। ৩, ছোট কলস। ৪ ও ৫,—এই কলসে স্বামী স্ত্রী পাশাপাশি বসিয়া চন্দ্রালোকে সুখভোগ করিতেছেন দেখান হইয়াছে। ৬—এ কলসটী নূতন ধরণের ইহার মাথাটী ফাঁক ও চারিটী শৃঙ্গে প্রদীপ দিবার বন্দোবস্ত আছে। ৭,—টুপীওয়ালা কলস। ৮,—ইহাও ...ই ... কলস। ৯ ... ই কলসের চূড়। ১০—ঐ কলসের চূড় দিবার প্রণালী ও চন্দ্র

ঘটনা। * কথিত আছে এই রমণী পাটনার কোনও অতুল বিভব সম্পন্ন সম্ভ্রান্ত হিন্দু ভদ্রলোকের কন্যা, নাম লীলা।

লীলা কাশীবাসী এক সুপণ্ডিত বাঙ্গালী পণ্ডিতের বাক্‌দত্তা স্ত্রী ছিল। যে সময়ে ঐ পণ্ডিত আসিয়া লীলার পানিগ্রহণ করিবেন স্থির ছিল, ঠিক সেই সময়ে লীলার ১৫ বৎসর বয়সে ১৬৭৮ খ্রীষ্টাব্দে একদিন মধ্যাহ্নে কাশী হইতে ঐ পণ্ডিতের মৃত্যু সংবাদ ও তৎসহ লীলার সহমরণের আদেশ লইয়া এক দূত আসিল। প্রথমে লীলার পিতামাতা প্রভৃতি সকলে, হতভাগিনী কন্যার জন্য অধীর হইয়া পড়িলেন বটে, কিন্তু পর-ক্ষণেই তাঁহারা মনে বল সঞ্চয় করিয়া কন্যার পারলৌকিক মঙ্গলের কারণ তাঁহার স্বামী প্রেরিত তত্ত্যাক্ত খড়মের সহিত তাহার সহমরণের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

কথিত আছে পাটনার তদানীন্তন কোম্পানীর কুঠির বড় সাহেব জব চার্ণক † ইতিপূর্ব্বে কোনও সময়ে লীলাকে দেখিয়া তাহার রূপে

* জব চার্ণকের সম সাময়িক সুবিখ্যাত Mr. Holwel, in his 'Interesting events page 100 part II writes,—"It is correctly said and believed that wife of Mr. Job Charnok was by him snatched from this sacrifice.

Also vide History of the Administration of the East India Company by J. W. Kaye p. 5290. & Early records of British India by Wheeler p. 189. Calcutta past + present p. 10 etc.

* এখানে সতীদাহ ক্ষেত্র হইতে কোনও বালিকাকে উদ্ধার করিয়া জব চার্ণকের বিবাহ করা সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইল তাহা Holwell প্রমুখ সমসাময়িক বহু সাহেবের নোট ও ইতিহাস মিলাইয়া লেখা হইল এবং ঐ সম্বন্ধীয় যে বিশদ বিবরণ মুদ্রিত হইল তাহা ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা হইতে প্রকাশিত D. L. Richardson নামক জনৈক সম্ভ্রান্ত গ্রন্থকারের লেখনি প্রসূত The Orient pearl নামক পুস্তকের বর্ণিত বিবরণ হইতে গৃহীত। কিন্তু জব চার্ণকের এই "সতী" বিবাহ

আকৃষ্ট হইয়াছিলেন; কিন্তু তিনি অতি উদার হৃদয় ছিলেন। এত দিন মনের কথা মনেই চাপিয়া রাখিয়াছিলেন এবং লীলার প্রতিমা মনে স্থাপনা করিয়া তাহার ধ্যানে পবিত্র অবিবাহিত জীবন অতিবাহিত

সম্বন্ধে মতান্তর দৃষ্ট হয়। কেহ কেহ বলেন ঐ রমণী ব্রাহ্মণ কন্যা নহে একজন পাটনা বাসিনী কাহার রমণী মাত্র এবং ঐ রমণীকে জব অনেক উপায়ে কুলের বাহির করিয়া তাহাকে লইয়া পলায়ন করেন; ঐ রমণীর স্বামী নবাবের নিকট বিচার প্রার্থী হইলে জব তাহাদের অনুশরণকারী সৈন্যগণকে উৎকোচে বশীভূত করিয়া পাটনা হইতে পলায়ন করেন। সম্প্রতি কয়েক খানি সংবাদ পত্রে এ সম্বন্ধে আলোচনা চলিতেছে। ১২ই আগষ্ট ১৯১৩ তারিখের Daily News হইতে নিম্নলিখিত অংশটী উদ্ধৃত হইল।

JOB CHARNOCK'S SATI

An Old Myth.

The "Hindu Patriot" writes!—Old myths die hard. In the course of an article on Job Charnock, the founder of Calcutta, the Englishman gives a fresh lease of life to the long exploded fiction that "Charnock married a beautiful Hindu widow whom he had rescued from "Sati." She was no Hindu widow nor was there any rescue from the funeral pyre. She was merely a "Kahar" woman whom Job had picked up at Patna and who eventually eloped with him and became the mother of his children. She sleeps side by side wlth her long suffering Job in St. John's Churchyard and the seventeenth century monument which protects her remains is about the oldest piece of building to be found in Calcutta. It was the practice of Job to sacrifice a cock at her tomb on the anniversary of her death—a practice upon which Sir William Hunter has founded a surmise that she probably belonged to the sect of Pabelch-pir Kahar who are half Hindu and half Mahomedan.

Regarding Mr. Charnock William Hedges, who was the predecessor of Job Charnock in the post of British Agent

করিতেছিলেন। এক্ষণে পরম্পরায় লীলার এইরূপ লোমহর্ষণ মৃত্যু সম্ভাবনা অবগত হইয়া তাহাকে ঐরূপ ভীষণ মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া, যখন সকলে শ্মশানে যাইয়া চিতা সজ্জা পূর্ব্বক লীলাকে দাহ করিতে উদ্যোগী, ঠিক সেই সময়ে শত শরীর রক্ষী সেনা লইয়া তিনি আসন্ন মৃত্যুর হস্ত হইতে লীলাকে সবলে উদ্ধার করিয়া * নিজ কুঠিতে লইয়া গেলেন এবং পরে যথা বিহিত নিয়মে

at Hughli writes under date, the last December 1982, in his Diary published by the Hakluyt Society:—I was farther informed by this and divers other persons that when Mr. Charnock lived at Patna, upon complaint made to ye Nabob that he kept a Gentoo's wife (her husband being still living or but lately dead) who was run away from her husband and stolen all his mony and jewels to a great value, the said Nabob sent 12 soulders to size Mrs. Charnock ; but he escaping (or bribing ye men) they took his Vakeel and kept him 2 months in prison, ye soulders lying all this while at ye factory gate till Mr. Charnock compounded the business for Rs. 3,000 in mony, 5 Pieces of Broad cloth and some sword blades.

* সসৈন্য জব চার্ণক কর্ত্তৃক বল প্রয়োগে লীলাকে চিতা সজ্জা হইতে উদ্ধার করার বিষয় কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীনতম গির্জ্জা St Johns Church এর Pilot Jownsend নামক জবের পার্শ্বচর কোন সৈনিকের সমাধি স্তম্ভের শিলালিপি হইতে জানা যায়। উহাতে অন্যান্য কথার পর উল্লিখিত আছে,—

* * *

"Shoulder to Shoulder Job my boy
Into the crowds like a wedge
Out with your hangers, messmate,
But do not strike with the edge,

তাহাকে আপনার ধর্ম্মপত্নীরূপে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। এই বিবাহের ফলে তাঁহাদের অনেকগুলি সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। তন্মধ্যে তিনটী কন্যার সম্ভ্রান্ত ইংরাজ পরিবারে বিবাহ হইয়াছিল। জ্যেষ্ঠা মেরীর চার্লস্ আয়ারের সহিত, মধ্যমা এলিজাবেথের উইলিয়ম বৌলিজের সহিত ও সর্ব্বকনিষ্ঠা ক্যাথারীণের তদানীন্তন কাউন্সিলের বিখ্যাত সভ্য জোনাথান হোয়াইটের সহিত পরিণয় হইয়াছিল। কথিত আছে এই হিন্দু রমণীর চরিত্র প্রভাব জবের জীবনে এতই বিস্তার লাভ করিয়াছিল যে লীলা স্বয়ং সাহেবী আচার গ্রহণ না করিয়া স্বামীকে হিন্দু আচার ব্যবহারে অভ্যস্ত করিয়াছিল। লীলার পছন্দ মতই জব্ কলিকাতা মহানগরীর প্রথম সূত্রপাত করেন, এবং কলিকাতা স্থাপনার কিছুদিনের মধ্যেই লীলা এখানে জীবন ত্যাগ করেন, ও স্বামী কর্ত্তৃক কলিকাতার সেণ্টজন্ চার্চ্চের সমাধি প্রাঙ্গনে সমাধিস্থ হন। এই ব্যাপারে একজন সম্ভ্রান্ত ইংরাজ লিখিয়াছেন যে "যথারীতি স্ত্রীকে সমাধিস্থ করাই জবের জীবনের একমাত্র খ্রীষ্টানোচিত কার্য্য।" স্ত্রীর মৃত্যুর অল্পদিন মধ্যেই জব্ প্রাণত্যাগ করিয়া স্ত্রীর পার্শ্বেই সমাহিত হয়েন। তাঁহাদের প্রথমা কন্যা মেরীর স্বামী আয়ার কর্ত্তৃক তাঁহাদের সমাধির উপর "চার্ণক মসোলিয়ম" নামে একটী পারিবারিক সমাধি মন্দির স্থাপিত হইয়াছিল। এখনও উহা ঐ স্থানে বিদ্যমান থাকিয়া লীলা ও জবের স্মৃতি জাগরূক রাখিয়াছে। মধ্যে ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে নবেম্বর মাসে পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেণ্ট কর্ত্তৃক ঐ সমাধি মন্দির মেরামত কালে ঐ স্থানেই প্রকৃত কলি-

Cries Charnock—"scatter the faggots!
Double that Brahmins into two
The tall pale widow is mine,"
Job the little browu girl's for you."

কাতা স্থাপয়িতার শেষ চিহ্ন কিছু আজিও বিদ্যমান আছে কিনা দেখিবার জন্য সেন্ট জর্জ্জ চার্চ্চের চ্যাপ্‌লেন এচ্, বি, হাইড সাহেবের কর্ত্তৃত্বে ঐ কবর খাত হয় ,* ও উহা হইতে কয়েক খণ্ড নর কঙ্কালাবশেষ আবিষ্কৃত হয়, তখন উহা আর না খুঁড়িয়া পুনরায় সযত্নে ঐ স্থানে রক্ষা করা হয়।

এই কালে আর একটী দশ বৎসর বয়স্কা সুন্দরী বালিকা একদল ইংরাজ কর্ত্তৃক, চিতানল হইতে রক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিল। বালিকার আত্মীয় স্বজন আর তাহাকে গৃহে লইতে সম্মত না হওয়ায়, ঐ বালিকা মসলিপত্তনের কোন এক সম্ভ্রান্ত ইংরাজ পরিবারে স্থান লাভ করিয়াছিল। * ইতিহাস হইতে এইরূপ বহুতর ঘটনা উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। এইরূপে অনেক সময়ে সতীদাহে বিঘ্ন আসিয়াও উপস্থিত হইত, কিন্তু তাহাদের সংখ্যা অন্যান্য ঘটনার তুলনায় নগণ্য বলিলেও হয়।

সতীদাহ সম্পন্ন হইয়া গেলে, সতীদাহ ক্ষেত্রে বা কোনও পবিত্র তীর্থে সতী স্মৃতি রক্ষার্থ কোনও রূপ স্মৃতি-স্তম্ভ বা সতী-মন্দির নির্ম্মাণ করা

"Before the Moghul's war Mr. Charnock went one time his ordinary guards of soldiers to see a young widow act that tragical catostrophee. By force he rescued her and conducted her to his lodging. They lived lovingly many years and had several children."

* "At length she died after he had settled in Calcutta (1790 A. D) but instead of converting her to christanity she made a proselyte to Paganism * * The story was realy true matter of fact."

Early records of British India. by Wheeler. p. 189.

Vide Calcutta Past and Present p. 10 by K. Balchandra.

The Hindusthan Review, September 19110 p. 1541.

সতী-স্মৃতি

কোনও কোনও স্থলে প্রথা ছিল। সাধারণতঃ, প্রয়াগ ও ত্রিবেণীতে গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতীর যুক্ত ও মুক্ত ত্রিস্রোতের তটে বা কোনও ভবানী মন্দিরের পার্শ্বে বা বারানসীর পূত ধামে অসি ও বরুণার তটে এই সকল স্মৃতি-মন্দির স্থাপিত হইত। স্নাতা হিন্দু নর নারী প্রতিদিন "সতী" "সতী" বলিয়া ঐ মন্দিরের পাদ মূলে জল সিঞ্চন করিতেন। এ গুলি সাধারণতঃ আকারে ক্ষুদ্র ও ইষ্টকে নির্ম্মিত, সুতরাং কালের সর্ব্বধ্বংশী হস্তে প্রায় অধিকাংশ স্থলেই ইহাদের বিলোপ সাধন হইয়াছে; কচিৎ কোথাও দুই চারিটী বিদ্যমান থাকিয়া, ভাবুকের মনে কত ভাবের তরঙ্গ তুলিয়া আপনাদের ক্ষুদ্র অঙ্কে কত অকপট প্রেমের করুণ কাহিনী লুকাইয়া রাখিয়াছে। কেবল যেখানে যেখানে অপেক্ষাকৃত বৃহৎ আকারে এগুলি নির্ম্মিত বা প্রস্তরে খোদিত হইয়াছিল সেখানেই আজিও কিছু কিছু নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু তাহাদের সংখ্যাও অতিকম। এই রূপের একটী সতী মন্দির মুরশিদাবাদে সতী চৌরাস্তার উপর অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে। § রাজপুতনার সতীর স্মৃতিতে প্রস্তর ফলক স্থাপিত হইত। উহাতে ব্রাহ্মণের হইলে বৃষ ও ক্ষত্রিয়ের হইলে অশ্ব অঙ্কিত হইত। এইরূপ দুইখানি ফলক কলিকাতার মিউসিয়মে রক্ষিত হইয়াছে। বর্ত্তমান কালে ঐরূপ সতী মন্দির সকল লুপ্ত হইলেও,

§ "Two roads of four which meet a little north of Jagat Seth's house from which the place takes its name have been cut away by the river. Near the junction Stands Suttee Mandir built to commomorate the Hindoo widow who became suttee. The temple is over 200 Years old; the stone door frames & communication slab have been removed and the temple is in disrepair."

Musnad of Murshidabad p 157.

পূর্ব্বে হিন্দুস্থানের সর্ব্বত্র উহা বহুল রূপে বিদ্যমান ছিল। * বিদেশীয় পরিব্রাজকগণ এদেশে আসিলে ঐগুলিই সর্ব্বাগ্রে তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত ; কেননা তখন নদী দিয়াই দেশদেশান্তরে গমনাগমন চলিত এবং নদীগুলির উভয় তীরই ঐরূপ স্মৃতিস্তম্ভে পূর্ণ ছিল। এ সম্বন্ধে সুপ্রসিদ্ধ বৈদেশিক ভ্রমণকারীগণের উক্তির মর্ম্ম এখানে লিখিত হইল। ফ্যানী পার্কাস নামক জনৈক মহিলা, তাঁহার সুবিখ্যাত ভ্রমণপুস্তকে লিখিয়াছেন যে, "গাজীপুরের পথে এক স্থানে নদীর তটে একটী সুন্দর কারুকার্য্য খচিত মণ্ডপ বা মন্দির দেখিতে পাইলাম। উহার অভ্যন্তরে রামসীতা ও লক্ষণ প্রতিষ্ঠিত ছিলেন এবং বহির্দ্দেশে বৃহদাকারে সিন্দূর দিয়া হনুমানজীর প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত ছিল। এই মন্দিরের অনতিদূরে দুইটী বৃহৎ অশ্বথ বৃক্ষ ছিল ও তাহাদের ছায়ায় তিনটি প্রস্তর নির্ম্মিত সতীমন্দির

* ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দের ২৯ জুলাই তারিখের Calcutta Gazettee এ T. M. স্বাক্ষরকারী একজন সাহেব এই সকল ইতঃস্ততঃ বিক্ষিপ্ত "সতী-মন্দির" সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন,—"From the many spots that I have seen raited in with bamboos and brick buildings called Suttee Mandir which are remarkable from being small and open on the four sides, these buildings and the fense of bamboos always denote the fatal spot on which unhappy women have devoted themselves to the flames accompanying their deceased husband."

* Fanney Parks (Me Archer) was the daughter of one of Lord Comberenires Aides. The distingnished lady was wife of Mr. Charles Crawford Parks of the Bengal Civil Service, who died in London in 1854. She came to India first time in 1822, returned to England in 1839 and came back five years latter and left India for good in 1854. She was lover of Nature and habit and wrote the most intereasting book "Wanderings of Pilgrimage in search of picturesque during four and twenty years in the East with revealation of life in the Zenana."

প্রতিষ্ঠিত ছিল। ইহাদের আকার আটকোণ মাথায় গম্বুজ ও তদুপরি চূড়াকারে কলস দেওয়া। এই কলসের গঠন ঠিক মুকুটের ন্যায়; মধ্যে ফাঁকা, উহাতে প্রদীপ দেওয়া হয়। মন্দির গুলিও খিলান করিয়া গাঁথা ও মধ্যে ফাঁক্, এখানেও প্রদীপ দেওয়া হয় এবং ইহার মধ্যে দুইটী শিব সংস্থাপিত। আমার পূর্ব্ব দৃষ্ট কলস ও মন্দির হইতে এ গুলির আকার প্রকার সম্পূর্ণ বিভিন্ন। এ গুলি আকারে অপেক্ষাকৃত বৃহৎ। এবং কলসগুলি প্রস্তরে নির্ম্মিত। এ কয়টীর অপর পার্শ্বে আরও একটী মন্দির দেখিলাম, উহাতে সিকায় করিয়া একটী লোটা টাঙ্গান রহিয়াছে; ঐ লোটায় পূজাদির জন্য পয়সা বা তণ্ডুলাদি সংগৃহীত হয় বলিয়া বোধ হইল। এই লোটার মধ্যে হাত দিয়া দেখিলাম যে একটী মাত্র সুপারী উহাতে রহিয়াছে। এখান হইতে বাহির হইয়া পার্শ্বের টিপিতে উঠিলাম, সেখানে যাইয়া দেখিলাম, পার্শ্বের খোলা প্রান্তরে অনেকগুলি ঐরূপ সতী-মন্দির বিদ্যমান রহিয়াছে। গণনা করিয়া দেখিলাম, উহাদের সংখ্যা ২৮টী। সব গুলিই প্রস্তরে নির্ম্মিত। ঐগুলির মধ্যে একটী কিছু বড়, কয়েকটী ৬ হইতে ৮ ফুট উচ্চ এবং অধিকাংশই খুব ছোট আকারের। প্রত্যেক মন্দিরেই দুইটী করিয়া পাথরের শিব সংস্থাপিত; এগুলি দেখিতে যেন ঠিক কামানের গোলা মধ্যে কাটিয়া পাশাপাশি স্থাপিত।" (কলস শীর্ষকছবির ১ নং ছবি দেখ) প্রাগুক্ত গুণবতী মহিলা উনবিংশ শতাব্দীর একজন খ্যাতনামা পরিব্রাজিকা। তিনি ভারতের নানা স্থান ভ্রমণ করিয়াছিলেন এবং অনেকস্থলে বহুতর সতী মন্দির প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। তিনি স্বহস্তে অনেকগুলির ছবি অঙ্কিত করিয়া, নিজ ভ্রমণ-কাহিনীতে প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই পুস্তকে, তাঁহার স্বহস্ত অঙ্কিত কতিপয় চিত্রের প্রতিরূপ দেওয়া গেল। ১৮২৮ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে প্রয়াগের নিকট আলোপীবাগ নামক স্থানে, গঙ্গাতীরে আম্র বাগানের মধ্যে, ভবানী



সতী মন্দির—কাশিমবাজার

Photo by Maharajkumar of Cossimbazar.



রণজিৎ সিংহের সমাধি—লাহোর

মন্দিরের পার্শ্বে তিনি যথাক্রমে ৬টী ও ৭টী সতী-মন্দির দেখিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে ৭টী ইষ্টক নির্ম্মিত ও অবশিষ্টগুলি মৃত্তিকা নির্ম্মিত ছিল। প্রত্যেকটীতে সতী ভস্মাবশেষ রক্ষিত ছিল, ও প্রত্যেকের মস্তকে কলস ছিল। এই কলসগুলির গঠন প্রণালী নানা রকমের ছিল, সমস্তগুলিই গ্রাম্য কুম্ভকার কর্ত্তৃক মৃত্তিকা নির্ম্মিত * ও পোয়ানে পোড়ান। ইহার কতকগুলি এক চূড়া ও কতকগুলি পাঁচ চূড়া বিশিষ্ট ছিল। কোন কোনটীতে সতী ও পতি উভয়ের কাল্পনিক প্রতিমূর্ত্তি ও চন্দ্রদেবের মূর্ত্তি খোদিত, (কলস শীর্ষক ছবির ৪ ও ৫ নং ছবি দেখ) যেন স্বর্গে চন্দ্রালোকে উভয়ে একত্রে স্বর্গভোগ করিতেছেন এইরূপ ধারনায় অঙ্কিত। কোনও কোনও কলস রাজ মুকুটের আকারে গঠিত, মধ্যে ফাঁক্; সেই ফাঁক কয়টী হইতে পাঁচটী গো শৃঙ্গের আকারে মাটীর শৃঙ্গ বাহির হইয়া উহার শোভা বৃদ্ধি করিয়াছে। (৮ নং ছবি দেখ) এগুলি কলসে কাঁচা অবস্থায় সংযুক্ত করিয়া পরে কলস পোড়ান হইয়াছে। এই কলসগুলি সাধারণতঃ উচ্চে ১০ই ইঞ্চি এবং ইহার মধ্যস্থলের বেড় ৬ ইঞ্চি ও তল দেশের বেড় ৬ ইঞ্চিপরিমাণ ছিল। কয়েকটী কলসের গঠন খুব জাঁকাল রকমের; এগুলি টুপিওয়ালা কলস বলিয়া প্রসিদ্ধ। (২ ও ৭নং ছবি দেখ) ১৮৩৫ অব্দে ১৬ই আগষ্ট তারিখে যখন তাঁহার বজরা, এলাহবাদ হইতে কনৌজের পথে গঙ্গা যোগে মাইগাঙ্গ নামক স্থানে উপস্থিত হইয়াছিল, তখন তিনি একটী সুউচ্চ সতী

* কুম্ভকারগণ এই সকল প্রস্তুত করিতে একবার মাত্র মেহনতানা প্রাপ্ত হইত) তৎপরে, উহা যে কারণে যত বারই ভগ্ন হউক না কেন, বিনা মজুরীতে মেরামত বা নূতন দিয়া ভগ্নস্থান পূরণ করিয়া দিতে বাধ্য ছিল। ইহাই তদানীন্তন প্রথা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

স্তূপের * পাদদেশে একটী প্রস্তর নির্ম্মিত সতী মূর্ত্তির ভগ্নাবশেষ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আবার গাজীপুরের পথে বক্সার হইতে ৮ মাইল উত্তরে বীরপুর নামক স্থানে কর্ম্মনাশা নদীর উভয় পার্শ্বে সতীস্তূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন।

এইরূপ সতী-স্মৃতি রক্ষার বর্ণনা বহু গ্রন্থে পরিদৃষ্ট হয়; বাহুল্য ভয়ে এখানে একজনের বর্ণনা মাত্র উদ্ধৃত হইল। এই সকল সতী মন্দির ও স্মৃতিস্তম্ভ ব্যতীত, গ্রাম, জলাশয় বা রাজ পথাদির নামের পূর্ব্বে সতী শব্দ যোগ করিয়া দিয়া সতী স্মৃতি-রক্ষা করার আর এক প্রথা দৃষ্ট হয়। এখনও কানপুরের গঙ্গাতীরের "সতীঘাট", † মুরসিদাবাদের প্রসিদ্ধ চৌরাস্তা "সতী চৌরা", বৈদ্যনাথের "সতী তালাও", দারবঙ্গের বাঘমতী তীরস্থ "সতী আড়া" এবং বাঙ্গালার ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত "সতী-নগর", "সতীগ্রাম", "ছ-সতী," ও দুই-সতীন," "পঞ্চকন্যা" নামা গ্রাম ও নগরাদি, স্বীয় নামের সহিত সেই লুপ্ত ও বিস্মৃতপ্রায় করুণ কাহিনীর ক্ষীণ স্মৃতি বহন করিতেছে।

সাধারণতঃ দরিদ্রের ঘরের সতীদাহে নিম্ন লিখিত রূপ ব্যয় পড়িত,‡—

---

* সতী স্মৃতি রক্ষার্থ স্তূপ নির্ম্মাণ প্রথাও বহুস্থলে প্রচলিত ছিল। অদ্যাপি মানভূম জেলার বহুস্থানে বহু সতী-স্তূপ বিদ্যমান আছে। ঐ গুলি, তথায় "আগুন খাগির ঢিবী" বলিয়া প্রসিদ্ধ।

† কানপুরের এই ঘাটে সিপাহী বিদ্রোহকালে সিপাহীগণ ইংরাজদিগের উপর অত্যন্ত অত্যাচার করিয়াছিল, তাই তদবধি ঐ ঘাট তদবস্থায় মহামান্য ব্রিটিশ রাজ কর্ত্তৃক সুরক্ষিত হইয়া আসিতেছে। কানপুরগামী ব্যক্তি মাত্রেরই এই ঘাট দেখা উচিত।

‡ উপরোক্ত খরচের বিবরণটী ১৮২৪ খৃষ্টাব্দের ১৯ আগষ্ট তারিখে কটকে সংঘটিত একটী সতীদাহ ঘটনা হইতে "Suttee's cry to Britain" নামক গ্রন্থের গ্রন্থকার কর্ত্তৃক সংগৃহীত।

সতীর খরচ	ঘৃত	৩৲
	ওড়ন পাড়ন বস্ত্র	১৲
	সতীর পরিধেয় বস্ত্র ১ জোড়া ...	২৷৷০
	কাষ্ঠ	৩৲
	পুরোহিত	৩৲
	সতীর কোন ধর্ম্ম কার্য্যের জন্য দান ...	১৲
	তণ্ডুল	⁄০
	সুপারি	৴১০
	পুষ্প	⁄০
	কর্পূর	⁄০
	সিদ্ধি	৷০
	হরিদ্রা	⁄০
	চন্দন, ধূপ, নারিকেল ইত্যাদি ...	⁄৫
	বেহারা	৷⁄০
	ঢুলি	৷৷০
	নাপ্তিনী	৷০
	তবলদার	৶০
		১৫৷⁄১৫

ইহার কমে আর কোনও রূপেই সতীদাহ হইত না। এইরূপ, সতীদাহের শ্রাদ্ধের খরচও ১৫৲ হইতে ২০৲ টাকা পড়িত। ধনীর পক্ষে খরচের পরিমাণ নির্দ্ধারিত ছিল না। যাঁহার যেমন অবস্থা তিনি তেমনি খরচ করিতেন। কোনও কোনও ক্ষেত্রে, পুরোহিতের দক্ষিণাই ২০০৲ টাকা*

* Vide Suttee' cry to Britain. p. 25.

বা ৬০০৲ হইতে ৭৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত হইতে দেখা গিয়াছে। * এ ক্ষেত্রে সমস্ত ব্যাপারের খরচের পরিমাণ মনে মনে কল্পনা করাই ভাল।

---

* Vide Continental India by Massie M. L. I. A. Vol II pp 175—177.

সহমরণ পদ্ধতি

সাধারণতঃ সহমরণকালে নিম্নলিখিতরূপ পদ্ধতি অবলম্বিত হইত-

বিধি

পুত্রাদি অধিকারী কর্ত্তৃক স্বকীয় বেদোক্ত বিধি পূর্ব্বক অগ্নি প্রদত্ত হইলে কৃতস্নানা সাধ্বী পত্নী উদঙ্মুখী বা পূর্ব্বমুখী হইয়া বস্ত্রদ্বয় পরিধান করিয়া, হস্তে কুশ দিয়া আচমণ পূর্ব্বক কুশ, তিল, জল গ্রহণ করিবেন, ও উপস্থিত ব্রাহ্মণগণ "ওঁ তৎসৎ" এই মন্ত্র উচ্চারণ করিলে পর তিনি নারায়ণ স্মরণ করিয়া নমোহদ্য, অমুকে মাসি ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক সঙ্কল্প করিবেন। সঙ্কল্প বাক্যার্থ-

---

পুত্রাদিনা স্বগৃহ্যোক্তবিধিনা অগ্নৌদত্তে ভর্ত্তৃজ্বলচ্চিতায়াং সহগন্ত্রী সাধ্বী স্নাতা পরিহিত বাসোযুগ্মা কুশহস্তা প্রাঙ্মুখী উদঙ্মুখী বা দৈবতীর্থেনা চান্তা তিল জল কুশত্রয় মাদায় ওঁ তৎসদিতি ব্রাহ্মণৈরুচ্চারিতে নারায়ণং সংস্মৃত্য নমোহদ্যামুকে মাসি অমুখে পক্ষে অমুক তিথৌ অমুক গোত্রা শ্রীঅমুকী দেবী অরুন্ধতি সমাচারত্ব পূর্ব্বক স্বর্গলোক মহীয়মানত্ব মাতৃ পিতৃ শ্বশুর কুলত্রয় পূতত্ব চতুর্দ্দশেন্দ্রাবচ্ছিন্ন কালাধিকরণকাপ্স রোগণস্তূয়মানত্ব পতি সহিত ক্রীড়মানত্ব ব্রহ্মঘ্ন কৃতঘ্ন মিত্রঘ্ন পতিপূতত্বকামা ভর্ত্তৃজ্বল-চ্চিতারোহণমহং করিষ্যে। অনুমরণেতু ভর্ত্তৃজ্বলচ্চিতারোহণ মিত্যত্র জ্বলদগ্নি প্রবেশেন ভত্রানুমরণমিতি সংস্কার্য্য।

আজ এই মাসে এই তিথিতে এই পক্ষে আমি অমুকা দেবী অরুন্ধতী অর্থাৎ বশিষ্ঠ পত্নীর * সম্যগাচার প্রাপ্তি পূর্ব্বক স্বর্গলোকে পূজনীয়তা ও মনুষ্যের গাত্রস্থ লোম সমসংখ্যকবর্ষ স্বর্গবাস তথা ভর্ত্তার সহিত আনন্দ কামনা, ও পিতৃ মাতৃ শ্বশুর কুলের পবিত্রতা, ও চতুর্দ্দশ ইন্দ্রের কাল পরিমিত কাল অপ্সরাগণ কর্ত্তৃক স্তূয়মানতা, পতিসহ ক্রীড়া এবং ব্রহ্মঘ্ন ও কৃতঘ্ন ও মিত্র হত্যাকারী পতির পবিত্রতা কামনা করিয়া এই জ্বলচ্চিতায় আরোহণ করি। অনুমরণ স্থলে ভর্ত্তার অনুমরণ করি, এই সঙ্কল্প করিবে। দেবগণকে এই

---

* অরুন্ধতি পূর্ব্ব জন্মে সৃষ্টির প্রারম্ভে প্রজাপতি ব্রহ্মার মানস কন্যা ছিলেন, তখন তাঁহার নাম ছিল সন্ধ্যা। তিনি পতিব্রতা গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠা হইতে ও জগতের হিতের জন্য বাল্যে যাহাতে জীব কামমোহিত না হয় তাহারই নিমিত্ত কঠোর বিষ্ণু উপাসনা করিয়া তাঁহার কৃপা প্রাপ্ত হইয়া সেই দেহ ত্যাগ করেন ও চন্দ্রভাগা নদী তীরে মেধাতিথি মুনির যজ্ঞাগ্নি হইতে উদ্ভুতা হয়েন; তখন তাঁহার নাম হয় অরুন্ধতী! ব্রহ্মার উপদেশানুযায়ী মহর্ষি মেধাতিথি কন্যার পঞ্চম বর্ষ বয়ঃক্রম কালে নারীধর্ম্ম শিক্ষার্থ তাঁহাকে প্রথমে সূর্য্য মণ্ডলে সাবিত্রীর নিকট পরে মানস পর্ব্বতে সাবিত্রী, বহুলা, গায়ত্রী, সরস্বতী ও দ্রুপদা প্রমুখ পঞ্চ সতীর সমীপে রাখিয়া আসেন। এখানে পঞ্চ সতীর পুণ্য আদর্শ অরুন্ধতী যোষীদ্ধর্ম্ম সম্যক শিক্ষা করেন। এইখানে মহর্ষি বশিষ্ঠের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয় ও উভয়ে উভয়কে আত্মসমর্পণ করেন। পরে মেধাতিথির আদেশক্রমে ও ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ও ইন্দ্রাদি দেবতাগণের সম্মতি ও উপস্থিতিতে যথারীতি উভয়ের উদ্বাহ ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। বিবাহের পর বরবধু সপ্তর্ষী মণ্ডলে চলিয়া যান। লোকে বলে কায়ানুবর্ত্তীণী ছায়ার ন্যায় অদ্যাপি অরুন্ধতী স্বামীর সহিত তথায় বাস করিতেছেন, তাই, বিবাহকালে কুশণ্ডিকার সময়ে বর নববধুকে অরুন্ধতী নক্ষত্র দেখাইয়া বলিয়া থাকেন "ওঁ অরুন্ধত্যারুদ্ধাহমস্মি।" বহু পুরাণে অরুন্ধতীর আখ্যান বিবৃত হইলেও প্রধানতঃ কালিকাপুরণেই অরুন্ধতীর পুণ্য আখ্যান বিশদভাবে বিবৃত আছে।

মন্ত্রে সাক্ষী করিবে,—হে অষ্টলোকপাল, আদিত্য, চন্দ্র, বায়ু, অগ্নি, আকাশ, ভূমি, জল, হৃদয়াধিষ্ঠাতৃ অন্তর্যামী নারায়ণ, যম, দিন, রাত্রি, সন্ধ্যা, ধর্ম্ম তোমরা সাক্ষী হও আমি জ্বলচ্চিতা আরোহণ দ্বারা পতি শরীরের অনুগমন করি। এই প্রার্থনা করিয়া চিতাগ্নি তিনবার প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক একটী ঋগবেদ মন্ত্র ও একটি পৌরাণিক মন্ত্র শ্রবণ করিয়া জ্বলচ্চিতায় আরোহণ করিবে। ঋগ্বেদ মন্ত্রার্থ,—অবিধবা, পাপশূন্যা, অলঙ্কৃতা, অশ্রুরহিতা সাধ্বী এই নারী জ্বলদগ্নিতে প্রবেশ করুক। পৌরাণিক মন্ত্রার্থ,—এই পতিব্রতা, পবিত্রা, সাধ্বী ভর্ত্তৃ শরীরের সহিত অগ্নি প্রবেশ করুক। ব্রাহ্মণগণ এই মন্ত্র পাঠ করিলে সতী নমঃ নমঃ বলিতে বলিতে হৃষ্ট চিত্তে অগ্নি প্রবেশ করিতেন।

যে নারী মোহ প্রযুক্ত চিতাভ্রষ্ট হইত তাহার একটি প্রাজাপত্যব্রত

অষ্টৌলোকপালা আদিত্য চন্দ্রানিলাগ্ন্যাকাশ ভূমি জল হৃদয়াবস্থিতান্তর্য্যামি, পুরুষ যম দিন রাত্রি সন্ধ্যা ধর্ম্মাঃয়ং সাক্ষিণো ভবতাজ্বলচ্চিতারোহনেন ভর্ত্তৃশরীরানুগমন মহং করিষ্যে ইতি। অনুমরণেতু ভর্ত্তৃশরীরানুগমন মিত্যত্র ভর্ত্রনুমরণমিতি চোচ্চার্য্য চিতাগ্নিং ত্রিঃ প্রদক্ষিণী কৃত্য। ওঁ ইমানারীরবিধবা সুপত্নীরাঞ্জনেন সর্পিষা সংবিশন্তু অনশ্রবো অনমীবা সুরত্না আরোহন্তু জনয়ো যোনিমগ্নে ইতি ঋগ্বেদোক্ত মন্ত্রে ওঁ ইমাঃ পতিব্রতাঃ পুণ্যাঃ স্ত্রিয়োযাযাঃ সুশোভনাঃ। সহ ভর্ত্তৃশরীরেণ সংবিশন্তু বিভাবসুমিতি পৌরাণিকি মন্ত্রে চ ব্রাহ্মণেনশ্রাবিতে পশ্চান্নমোনম ইত্যুচ্চার্য্য জ্বলচ্চিতাং সমারোহৎ।

চিতাভ্রষ্টায়াঃ প্রায়শ্চিত্তং

যথা আপস্তম্বঃ। চিতিভ্রষ্টা তু যা নারী মোহাদ্বিচলিতা ভবেৎ। প্রাজাপত্যেন শুধ্যেত্তু তস্মাদ্ধি পাপকর্ম্মণঃ। ইত্যনেন চিতাভ্রষ্টায়াঃ প্রাজাপত্য ব্রতং করনীয়ং। তদশক্তৌ ধেনুবেকাদেয়া তত্রাপ্যশক্তৌ ত্রিকার্ষ্যাপনীদেয়া। দক্ষিণা চ যথা শক্তি ইতি।

প্রাজাপত্যমাহ মনুঃ। ত্র্যহং প্রাতস্ত্র্যহং সায়ং ত্র্যহমদ্যাদযাচিতং ত্র্যহং পরন্তুনাশ্নীয়াৎ প্রাজাপত্যঞ্চরন্দ্বিজঃ।

স্মার্ত্ত রঘুনন্দন কৃত "শুদ্ধি-তত্ত্বম" দ্রষ্টব্য

করিলেই শুদ্ধি হইত। ইহাতে অক্ষম হইলে যথাশক্তি দক্ষিণক একটি ধেনু দান করিতে হইত, তাহাতেও অশক্ত হইলে তিন কাহন কড়ি দান করিলেই চলিত। প্রাজাপত্য ব্রতের বিধান এই ;—"তিন দিন দিবায় খাইবে, তিন দিন রাত্রে খাইবে, তিন দিন অযাচিতান্ন খাইবে, তিন দিন কিছুই খাইবে না। এই বার দিন সাধ্যব্রত।"

চিতাভ্রষ্টার প্রায়শ্চিত্ত

মোহ বশতঃ চিতাভ্রষ্ট হইলে অর্থাৎ পূর্ব্বে স্বামীর সহিত সহমৃতা হইবার সঙ্কল্প করিয়া শেষে চিতাগ্নি দেখিয়া বিচলিত হইলে, তাহার সদ্গতি লাভ হইত না। পরন্তু সেই স্ত্রীর স্বামীর সহিত স্বর্গ প্রাপ্তি না হইয়া প্রেতযোনী প্রাপ্তি বা ডাকিনী হইতে হইত, ইহাই লোকের বিশ্বাস ছিল। এ সম্বন্ধে নানারূপ প্রবাদ ও গল্প প্রচলিত আছে তন্মধ্যে এখানে একটির উল্লেখ করা যাইতেছে ;—

"হুগলী জেলার ত্রিবেনী ঘাটের উত্তর দিকে যে শ্মশান আছে তাহা মহাশ্মশান। এইখানে ৫০।৬০ বৎসর পূর্ব্বে এক বীভৎস ঘটনার অভিনয় হইয়াছিল। যাহারা স্বচক্ষে দেখিয়াছে এবং স্বকর্ণে শুনিয়াছে তাহাদের মধ্যে এখনও অনেক লোক জীবিত আছে। রাত্রি দুই প্রহরের পর ত্রিবেনী মড়া ঘাট হইতে একটা প্রবল ঝড় উঠিত ও সেই ঝড়টা বরাবর উত্তর দিকে গহরপুর হইয়া কন্দপাড়ার দিকে এমন কি নসারাই পর্য্যন্ত যাইত। ঝড়ের ভিতর আবার একটা বিকট চীৎকার শুনা যাইত। ঐ চীৎকারটী একটা কঠোর কর্কশ বীভৎস গেঁঙানির মত ঈঁ ঈঁ ঈঁ শব্দে আরম্ভ ও মর্ম্মভেদী বাপ্ বাপ্ বাপ্ শব্দে শেষ। কখনও স্পষ্ট ইহাও শুনা যাইত "পুড়ে মলাম পতি পেলাম না বাপ্।" লোকে ভয়ে সশঙ্কিত, সন্ধ্যার পর ও রাস্তা চলা লোকে একেবারে ছাড়িয়া

পুড়ে মলাম পতি পেলাম না



সতী প্রস্তর

কলিকাতা মিউজিয়াম হইতে সংগৃহীত

দিয়াছিল। যে কেহ ঐ দ্রুতগামী ঝড়ের নিকটেও পড়িত তাহার দফা নিকাশ। একেবারে নানা পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া শয্যাগত হইয়া পড়িত। লোকে ভয়ে ঘরের বাহির হইয়া মাঠে শৌচাচার পর্য্যন্ত করিত না। এইরূপে দিন যায়, ক্রমে শ্যামা পূজা আসিয়া পড়িল। গহরপুরে মজুমদারদের বাড়ী শ্যামা পূজা। রাত্রী ১১টার সময় সহসা একটা খ্যাচাখ্যাং খ্যাচাখ্যাং শব্দ হইতে লাগিল। চণ্ডীমণ্ডপের লোক ভয়ে অস্থির হইয়া পড়িল যে এ আবার কি শব্দ। এমন সময় শব্দ ক্রমে নিকটে আসিল প্রাঙ্গনে আসিল, লোকে সভয়ে দেখিল একজন অঘোর-পন্থী সন্ন্যাসী। গলায় মহাশঙ্খের মালা, সর্ব্বাঙ্গে রুদ্রাক্ষ, হস্তে নরকপাল, কোমরে শিকল, শিকলে গাঁথা একখানি কোশা লজ্জা নিবারণ করিতেছে। লোকে চিনিতে পারিল যে তিনি ত্রিবেনীর শ্মশানে কয়েক দিন আসিয়াছেন। সন্ন্যাসী আসিয়া দেবীমূর্ত্তী দর্শনে হাঃ হাঃ করিয়া হাস্য করিলেন ও প্রণাম করিয়া সকলকে আশীর্ব্বাদ করিলেন ও নরকপাল পাতিয়া কারণ চাহিলেন। কারণ প্রদত্ত হইলে দেবীকে নিবেদন করিয়া দিয়া পান করিলেন। তখন পুরোহিত সন্ন্যাসীকে কাতর বচনে আপনাদের ভয়ের কথা নিবেদন করিলেন। বলিলেন আপনি যদি প্রতিকার করেন তবেই আমরা রক্ষা পাই। সন্ন্যাসী বলিলেন "এখনই আমি যাইতেছি দেখি ব্যাপারটা কি, আমিও শব্দটী শুনিয়াছি কিন্তু মনোযোগ দিই নাই।" সন্ন্যাসী চলিয়া গেলেন। কতক্ষণ পরে সেই ঝড় উঠিল ও সেই মর্ম্মভেদী চীৎকার উঠিল। হু হু করিয়া ঝড় আসিতে আসিতে মজুমদারের ঘাটে আসিয়া হঠাৎ বন্ধ হইয়া গেল। লোকে বুঝিল ইহা সন্ন্যাসীর কার্য্য। অর্দ্ধঘণ্টা পরে সন্ন্যাসী ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন "আর তোমাদের ভয় নাই, আর ঝড় উঠিবেনা আর শব্দও হইবে না। তবে তোমাদের উহার জন্য গয়ায়

পিণ্ড দিতে হইবে। আমি তাহাকে দাঁড় করাইয়াছিলাম দেখিলাম সে এক ডাকিনী। এই থানে কোথা তারাগুণ গ্রাম আছে সেইখানে তাহার বাস ছিল। তাহার পতির সহিত সহমৃতা হইতে আসিয়াছিল। শেষ মুহূর্ত্তে কিন্তু তাহার সাহসে কুলায় নাই। কিন্তু তখন আর কি হইবে, ইচ্ছার বিরুদ্ধে অগ্নিদগ্ধ হইয়া তাহার অপঘাত মৃত্যু হইয়াছে কিন্তু সদিচ্ছা প্রণোদিত হইয়াছিল বলিয়া প্রেতের মধ্যে অপেক্ষাকৃত উচ্চপদবী ডাকিনীত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। সে এই কথা বলিতেছিল "পুড়ে মলাম পতি পেলাম না বাপ।" পূর্ণ ইচ্ছায় সহমরণে না যাইলে পরলোকে স্বীয় স্বামীর সহিত দেখা হয় না। তাহার নাম আমাকে বলিয়াছে তোমরা আমার নিকট গোপনে নামটি জানিয়া সত্বর গয়ায় পিণ্ড দিয়া তাহার উদ্ধার সাধন কর।" সন্ন্যাসী এই বলিয়া পুনরায় কারণ করিয়া স্বস্থানে মহাশ্মশানে চলিয়া গেলেন।" *

বিধান

গর্ভবতী ও বালক পুত্রার সহমরণাদি নিষিদ্ধ। বালক পুত্রার যদি কেহ ঐ বালকের পালনাদির ভার গ্রহণ করে তাহা হইলে বালক পুত্রাও সহমরণাদি করিবে। ব্রাহ্মণীর সহমরণ ভিন্ন অনুমরণ শাস্ত্র নিষিদ্ধ, অপরের সহমরণ ও অনুমরণ শাস্ত্র সিদ্ধ। রজস্বলা স্ত্রীর তৃতীয় দিনে স্বামী মরিলে একদিন ঐ মৃত পতিকে রাখিয়া তাহার সহমরণ করিতে পারিবে এবং একদিন মাত্র গম্যপথে পতি মরিলে ঐ ব্যবস্থা।

বহু পত্নীক পতির মরণে জ্যেষ্ঠা বা কনিষ্ঠার মধ্যে যাহার যাহার সহমরণে ইচ্ছা হইবে সেই সেই যাইতে পারিবে। ইহাতে জ্যেষ্ঠাদি ক্রম

* পূর্ণিমা একাদশবর্ষ ২০৫—২০৮ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত দ্রষ্টব্য।

নাই ইহাই শাস্ত্রের বিধান ছিল, কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা হইত না।

স্বামী ও স্ত্রী এক চিতায় আরোহণ করিয়া মৃত হইলেও উভয়ের পৃথক শ্রাদ্ধ বিহিত। একত্র শ্রাদ্ধ হইবে না।

শুদ্ধি-তত্ব প্রভৃতি স্মৃতিগ্রন্থে ইহার বিস্তৃত বিধান বিবৃত আছে, বাহুল্য ভয়ে কতিপয় প্রধান বিষয় মাত্র এখানে বর্ণিত হইল।

গর্ভবতী বালক পুত্রাদি ব্যতিরিক্তানাং ব্রাহ্মণী ভিন্ন সকল ভার্য্যাণাং সহমরণানুমরণয়োরধিকারঃ। ব্রাহ্মণীনাং সহমরণাধিকারঃ নত্বনুমরণ ইতি।

রজস্বলায়া স্তুতীয়েঽহ্নি ভর্ত্তরি মৃতে তৎসহ গমনায় একরাত্র মাত্র মপি মৃত পতি স্থাপয়েৎ। দিনৈক মাত্র গম্যদেশে ভর্ত্তৃমরণে সাধ্যাঃ সহমরণায় মৃতং তৎস্বামিনং ন দহেৎ। যথা ব্যাসঃ,—দিনৈকগম্য দেশস্থা সাধ্বীচেৎকৃত নিশ্চয়া ন দহেৎ স্বামিনং তস্যাঃ যাবদাগমনং ভবেৎ। এবং অপরঞ্চ,—বালাপত্যায়াঃ স্ত্রীয়া অন্যতশ্চেৎ বালারক্ষণং স্যাৎ তস্যাঽপি সহমরণানুমরণয়োরাধিকারঃ। বহুপত্নীকস্যপত্যুমরণে সহমরণানুমরণে কৃত নিশ্চয়া যা যা স্তাঃ সর্ব্বা এব সহ মরণানুমরণং কুর্য্যারিতি। নাত্র জ্যেষ্ঠাদি ক্রম ইতি।

* শাস্ত্রে জ্যেষ্ঠাদিক্রমে সহমৃতা হইবার কোনও ব্যবস্থা না থাকিলেও লোকাচারে উহা নানা দেশে নানারূপে দাঁড়াইয়াছিল। প্রত্যক্ষদর্শী অন্ধকূপহত্যার নায়ক সুবিখ্যাত Mr. Holwell তাঁহার Historical Events নামক পুস্তকের part II p 88 তে এ সম্বন্ধে তদানীন্তন চলিত এই প্রথা সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন,—"The first wife has it in her choice to burn but is not permitted to declare her resolution before 24 hours after the decease of her husband if she refuses the right devolves to the second—if either after the expiration of 24 hours publicly declared before Brahmins and witnesses their resolution to burn, they cannot then retract.

দুইটী ঐতিহাসিক সতীদাহ

সতীদাহ সম্বন্ধে কোনও কাহিনী বিবৃত করিতে যাইলে সর্ব্বাগ্রে মনে পড়ে সেই আদি সতী আদ্যাশক্তি জগজ্জননী দক্ষদুহিতা সতীর কথা ; মনে পড়ে কেমনে পিতার অনাদর উপেক্ষা করিয়া অনিমন্ত্রিত পিতৃযজ্ঞে উপস্থিত হইয়া পিতা কর্ত্তৃক পতি নিন্দা শ্রবণ করিয়া—আদর্শ সতীর সেই আত্মদেহ ত্যাগ। * আর মনে পড়ে সতীর শোকে আদর্শ স্বামী দেব দেব মহাদেবের সেই গভীর শোক ও শোকে আত্মবিস্মৃতি। সর্ব্ব-মঙ্গল-নিদান সেই সদাশিব স্বামীর অমঙ্গল দূরে থাক, সেই মৃত্যুঞ্জয় পতির মৃত্যু আশঙ্কা দূরে থাক, কেবল তাঁহার নিন্দা শ্রবনে এমন আত্মনাশের দৃষ্টান্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে বিরল। তাই তিনি সতী শিরোমণি আর তাই শোকাতীত ভগবান সর্ব্বদর্শী, সর্ব্বজ্ঞ, পুরাণপুরুষ, দেব-দেব মহাদেব স্বামী, জগৎকে সতীর মাহাত্ম্য

আদি-সতী

* হরিদ্বার—কন্‌খলে যে স্থানে সতী দেহ ত্যাগ করিয়াছিলেন সেই স্থানটী অদ্যাপি কুণ্ডাকারে সুরক্ষিত ও প্রত্যহ সতীর স্মৃতিতে এখানে হোম হয়। দক্ষেশ্বর মহাদেব এখানে ভৈরব হইয়া সতীকুণ্ড প্রহরা দিতেছেন। এখানে গঙ্গার নাম নীলধারা।

দেখাইতে, ও সতীর মান বাড়াইতে, সতীদেহ স্কন্ধে পাগল হইয়া বেড়াইয়া ছিলেন; নতুবা সদানন্দ শঙ্করে কি শোক সম্ভবে! আর সেই দিন হইতে সেই আদর্শ সতীর আদর্শ পতি-ভক্তিতে অনুপ্রাণিত হইয়া জগতে কত লক্ষ লক্ষ, কোটী কোটী সতীর পত্যানুরাগ-কত ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। এখানে সেই অসংখ্য ঘটনার মধ্যে দুইটী লিপিবদ্ধ হইতেছে।

রাঠোররাজ অজিতসিংহের পত্নীগণের সহমরণ

ভারতবর্ষের ইতিহাস পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন কিরূপে নৃশংস ঔরঙ্গজেবের আদেশে রাঠোর বীর যশবন্ত সিংহ গুপ্তঘাতকের হস্তে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। বীর স্বামীর মৃত্যু সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার প্রধানা মহিষী সহমরণের উদ্যোগ করিলেন, কিন্তু তিনি তখন সাত মাস গর্ভবতী। মারবারের ভাবী উত্তরাধিকারী অজিত তখন তাঁহার গর্ভে, তাই অনেক প্রবোধ দিয়া সকলে তাঁহাকে এই দারুণ সংকল্প ত্যাগ করিতে অনুরোধ করিলে অবশেষে তিনি সম্মত হইলেন। তখন রাজার অন্যান্য পত্নীগণ জ্বলন্ত চিতারোহণ করিয়া পতির অনুগমন করিলেন। যশবন্তের বিধবা মহিষী যথাকালে একটী পুত্র প্রসব করিলেন; ঐ পুত্রই অজিত নামে আখ্যাত। যশবন্তের জীবদ্দশায় নানারূপে :প্রতিশোধ লইয়াও নৃশংস ঔরঙ্গজেব পরিতুষ্ট হয়েন নাই, এক্ষণে তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র ও পরিবারগণের উপর অত্যাচার আরম্ভ করিলেন। রাঠোর সর্দ্দারগণ আপনাদের জীবন পণ করিয়া রাজপরিবার ও রাজ কুমারকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। ক্রমে বহু বাধা বিঘ্নের মধ্য দিয়া অজিত সিংহ যৌবনে পদার্পণ করিলেন ও শৌর্য্যে বীর্য্যে অদ্বিতীয় হইয়া উঠিলেন। তখন ১৭৪৩

সম্বতের প্রারম্ভেই চন্দাবৎ, কুম্পাবৎ, উদাবৎ, মৈরতীয় যোধ, করমসোট ও মরুভূমির অন্যান্য সর্দ্দারেরা আসিয়া তাঁহাকে তাঁহাদের অধিপতি স্বীকার করিয়া বহু স্বর্ণ-মুক্তা-মণি ও অশ্বাদি উপহার প্রদান পূর্ব্বক তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করিল। এইরূপে রাঠোরগণ তাহাদের নব ভূপতির অধীনে মিলিত হইয়া বিপুল শক্তি সঞ্চয়পূর্ব্বক মুসলমানগণের বিপক্ষে বিপুল বিক্রমে অসি চালনা করিয়া তাহাদের হৃতগৌরব পুনরুদ্ধার করিল। বীরপুত্র শত্রুজিত অজিত সারাজীবন যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত থাকিয়া জন্মভূমি ও স্বজাতির উন্নতি চেষ্টায় অশেষ পরিশ্রম করিলেও তাঁহার শেষ জীবন তাঁহার পুত্রদের জন্য বিষময় হইয়াছিল। এমন কি তাঁহাকে শেষে তাঁহার অভয়সিংহ নামক এক পুত্রের নিযুক্ত গুপ্ত ঘাতকের অস্ত্রে জীবন দিতে হইয়াছিল। "সূর্য্য প্রকাশ" নামক গ্রন্থে জনৈক সম সাময়িক রাঠোর কবি অজিতের মৃত্যু ও তদীয় পত্নীগণের সহগমণের বিষয় এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন ;—

১৭৮০ সম্বতের শ্রাবণ মাসের কৃষ্ণপক্ষের ত্রয়োদশ দিবসে মরুক্ষেত্রের অষ্ট সামন্তের অধীনস্থ সপ্তদশ সহস্র রাঠোর সৈন্য তাঁহাদিগের পরলোকগত অধিনায়ক অজিতের শবাধারের * নিকট সমবেত হইলেন ও সকলে সেই রাজদেহ সৎকারের আয়োজন করিতে লাগিলেন। কবি কিরূপে এই মর্ম্মন্তুদ শোকাবহ ঘটনা বিবৃত করিবে? অন্তঃপুর রক্ষী নাজির রাও-লার রাজঅন্তঃপুরে প্রবেশ পূর্ব্বক "রাও সিদাও" বলিয়া আহ্বান করিবামাত্র প্রধানা মহিষী চৌহানী রাজ্ঞী ষোড়শ জন সহচরীর সহিত তথায় আসিয়া বলিলেন, "আজি আমার আনন্দের দিন, আজি আমার বংশ

* বৈতরণী নদী পার হইবার জন্যই রাজপুতগণ তরীর ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট যানে মৃতদেহ বহন করেন।

সমুজ্জ্বল হইবে ; যাঁহার সহিত একত্রে সারাজীবন অতিবাহিত করিয়াছি আজি তাঁহাকে ছাড়িয়া কেমনে এই পৃথিবীতে থাকিব" ? পতিগত প্রাণা সাধ্বী ভট্টিনী মহিষী দেব দেব শ্রীকৃষ্ণের নিকট প্রার্থনা করিয়া বলিলেন, "আমি মহাহর্ষে আমার প্রাণনাথের অনুগামিনী হইতে যাইতেছি, প্রভো ! তোমার চরণে শরণ লইলাম যেন আমার সতীধর্ম্ম রক্ষা হয়।" দেববলের রাজনন্দিনী মৃগবতী, নিষ্কলঙ্কা বংশীয়া ভুষার মহিষী, সৌরাণী এবং শিখাবতী মহিষী মহাহর্ষে পতির অনুগামিনী হইবার অভিপ্রায়ে হরিনাম কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। এই ছয় জন রাণীর হৃদয়ে একবারও মৃত্যুভয় উপস্থিত হইল না। ইঁহারা সকলেই মহারাজের অনুরাগিনী প্রধানা ও প্রিয়তমা ছিলেন। ইঁহাদিগের ন্যায় মহারাজের আরও অষ্টপঞ্চাশৎ ভার্য্যা পতি-চিতানলে তনুত্যাগ বাসনা করিলেন। তাঁহারা সমস্বরে বলিলেন, "এ সুযোগ জীবনে ত আর আসিবে না, যদি আজ আমরা পতির অনু-গমন না করি, একদিন না, একদিন ব্যাধি আসিয়া আমাদিগকে কবলিত করিবে, তখন শয্যায় শয়ন করিয়া প্রাণ হারাইব। যখন সমস্ত জীবই যমের ভক্ষ্য এবং আমাদেরও যখন তাহার করালগ্রাস হইতে নিস্তার পাইবার উপায়ান্তর নাই,—তখন কেন আমরা প্রভুসঙ্গ হারাইব ? এই ঘোর কলির ক্রীড়াভূমি হইতে বিদায় গ্রহণ করাই আমাদের কর্ত্তব্য।" ললাটে গঙ্গামৃত্তিকার তিলক ও গলদেশে তুলসীর মালা ধারণ করিয়া ভট্টিনী মহিষী বলিলেন, "নারীর পতি বিনা জীবন ধারণ বৃথা।" মহিষীগণ এইরূপে পতির সহগমন কামনা প্রকাশ করিলে নাজির নাথু বাষ্প-গদ-গদ কণ্ঠে রাণীদের সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "দেবীগণ সহগমন বড় সুখকর নহে, আপনারা জানেন চন্দনকাষ্ঠ অতি শীতল কিন্তু যখন উহা প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, তখন আর তা'র সে মূর্ত্তি থাকে না, তখন সেই অসহনীয় উত্তাপে কি আপনারা আপনাদিগের এই সঙ্কল্প অব্যাহত রাখিতে পারি-

বেন? যখন সেই ভীষণ অগ্নি শিখায় আপনাদিগের কোমলাঙ্গ দগ্ধ হইতে থাকিবে, দারুণ যন্ত্রণায় অধীর হইয়া তখন হয়ত; আপনারা চিতাভ্রষ্টা হইয়া পড়িবেন; তখন আপনাদিগের কলঙ্কের পরিসীমা থাকিবে না। অতএব আপনারা সকল দিক বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখুন, তাই বলি মা! আপনারা এ সঙ্কল্প পরিত্যাগ করুন।" অন্তঃপুর রক্ষকের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া মহিষীগণ বলিলেন, "অখিল ব্রহ্মাণ্ডের তাবৎ পদার্থ আমরা পরিত্যাগ করিতে পারি কিন্তু প্রাণ-পতিকে কখনই পরিত্যাগ করিতে পারিব না।"

অনন্তর মহিষীগণ যথাবিহিত স্নান সমাপন পূর্ব্বক অতুলনীয়া বেশ ভূষায় সজ্জিত হইয়া মৃত মহারাজের চরণে জন্মের মত প্রণিপাত করিলেন। মন্ত্রীবর্গ, কবিবৃন্দ এবং পুরোহিতগণ প্রধানা রাজমহিষী চোহান রাজনন্দিনীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "আপনি এই দারুণ সঙ্কল্প হইতে প্রতিনিবৃত্ত হউন, রাজকুমার অভয় ও ভক্তকে মাতৃস্নেহ হইতে বঞ্চিত করিবেন না, আপনি সাধু; দরিদ্র ও অনাথগণের পালয়িত্রী আপনি আমাদের সকলের এই অনুরোধ রক্ষা করিয়া রাজ্যের হিত সাধন করুন।" এই কথায় রাজ্ঞী উত্তর করিলেন, "এই জীবন অলীক ছায়া সদৃশ, ইহা কেবল দুঃখের আগার মাত্র। আপনাদের মিনতি করিতেছি আপনারা আর আমাদের সহমরণে বাধা প্রদান করিবেন না। প্রাণ-পতির সহিত জ্বলন্ত অনলে প্রবেশ করি আমরা এই দুঃখময় জীবনের অবসান করিব।" তখন আর কেহ দ্বিরুক্তি করিল না, চারিদিকে মহারোলে শোকবাদ্য বাজিয়া উঠিল। মহারাজ অজিতের মৃতদেহ লইয়া সকলে শ্মশান অভিমুখে গমন করিলেন। অবিরত হরিধ্বনিতে দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত হইল। বর্ষাকালীন বারি ধারার ন্যায় দীন দুঃখীকে অর্থরাশি বিতরিত হইতে লাগিল। মহিষীগণের বদনমণ্ডলে অপূর্ব্ব জ্যোতি প্রকাশ পাইল।

স্বর্গ হইতে সতী শিরোমণি উমাদেবী রাজমহিষীগণের উপর করুণা কটাক্ষ-পাত করিলেন, এবং তাঁহাদিগের সেই অতুলনীয় পতিভক্তির পুরস্কার স্বরূপ দেবী এই বর দিলেন যে তাঁহারা জন্ম জন্মান্তরে অজিতকেই পতি-রূপে প্রাপ্ত হন। তখন নানাবিধ সুগন্ধি দ্রব্য, তুলা, ঘৃত এবং কর্পূর দ্বারা সুসজ্জিত চিতার উপর রাজার মৃতদেহ স্থাপনা করিয়া অগ্নি সংযোগ করা হইল। চিতাধূমরাশি গগনস্পর্শ করিল। সমবেত জনসঙ্ঘ "থামান, থামান" (উত্তম, উত্তম) বলিয়া সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। দেব কন্যাগণ যেমন মানস সরোবরে অবগাহন করেন, মহিষীগণও সেইরূপ সেই জ্বলন্ত অনলে দেহ ঢালিয়া দিলেন। তাঁহারা এইরূপে পতির অনুগমন করিয়া স্ব স্ব বংশ পবিত্র করিলেন। স্বর্গে দেবগণ দুন্দুভি নিনাদ করিলেন, ধন্য, ধন্য অজিত! তুমি স্বধর্ম্মের সম্মানবৃদ্ধি ও অসুর দিগকে পরাভব করিয়াছ, এইরূপে সাবিত্রী, গৌরী, সরস্বতী, গঙ্গা এবং গোমতী সকলে একত্র হইয়া সেই সাধ্বা মহিষীগণকে বরণ করিয়া লইলেন! এইরূপে ৪৫ বৎসর ৩ মাস ২২ দিন মর্ত্ত্যধামে অবস্থান করিয়া মহারাণা অজিত অমরপুরে প্রস্থান করিলেন।

রণজিৎসিংহের রাণীগণের সহমরণ *

১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে ভারতের তদানীন্তন রাজপ্রতিনিধি লর্ড অকল্যাণ্ড বাহাদুর পঞ্জাব পরিদর্শনে আগমন করিলে পঞ্জাব কেশরী রণজিৎ অমৃতসরে তাঁহার সম্বর্দ্ধনার নিমিত্ত এক মহাদরবার আহ্বান করেন। ঐ দরবার শেষ হইতে না হইতে রণজিৎ নিদারুণ পক্ষাঘাত রোগে

* Vide History of the Punjab vol II pp. 161—170

শয্যাশায়ী হইয়া পড়েন এবং লাহোরের প্রাসাদে আনীত হয়েন। এই কালে তাঁহার বাকশক্তি রহিত হইয়া যায়, তাঁহার বিশ্বস্ত অনুচর ফকির আজেজ উদ্দিন দিবারাত্র তাঁহার শয্যাপার্শ্বে থাকিয়া ইঙ্গিতে প্রভুর মনের ভাব বুঝিয়া তাঁহাকে তাঁহার বিশাল রাজ্যের সমস্ত সংবাদ অবগত করিতেন। তখন পঞ্জাবের অতি সঙ্কটজনক অবস্থা, আফগানী স্থান ও বৃটিশ রাজ্যের মধ্যে থাকিয়া পঞ্জাব তখন শশব্যস্ত; কিন্তু অপ্রতিহতগতি কাল তখন রণজিতের দিকে হস্ত প্রসারণ করিয়াছে, তখন তাঁহার অবস্থা এমনই সঙ্কটাপন্ন যে দিনের মধ্যে দুই একবার তাঁহার মৃত্যু নিশ্চয় করিয়া চারপাই হইতে ভূমিতে নামাইয়া দেওয়া হইতেছে; আবার সে ভাব দূর হইলে পুনরায় তাঁহাকে রত্ন খচিত চারিপাইতে উঠাইয়া রাখা হইতেছে। তখন অনন্যগতি হইয়া বৃটীশ রাজের নিকট হইতে ভারতের তদানীন্তন সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার ষ্টিলকে পাঞ্জাবে আনাইয়া তাঁহার হস্তে চিকিৎসা ভার অর্পিত হইল কিন্তু তিনি রোগী পরীক্ষা করিয়া আর কোন আশা নাই বলিয়া জবাব দিলেন। যখন রণজিৎ এই সংবাদ জানিতে পারিলেন, তখন যেমন করিয়া হউক আর কয়েকটা দিন বাঁচিবার জন্য তিনি ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। তখন দৈবকার্য্য সন্ন্যাসী, ফকীর প্রভৃতির উপর দৃষ্টি পড়িল; দেখিতে দেখিতে রাজবাড়ী সন্ন্যাসী, ফকীরে ভরিয়া গেল। রাজ্যস্থ প্রতি দেবালয়ে কল্যাণকর স্বস্ত্যয়ন আরম্ভ হইল এবং রাজবাড়ীতে ছত্র খুলিয়া গরীব দুঃখীকে অজস্র অর্থ, বস্ত্র ও অন্নদান করা হইতে লাগিল। এত দিন সূচ্যগ্র তীক্ষ্ণ বুদ্ধি বলে ও আপনার অমিত পরাক্রমে রণজিৎ যে অগাধ ধন সম্পত্তি সঞ্চয় করিয়া রাজ ভাণ্ডার পুষ্ট করিয়াছিলেন এক্ষণে অকাতরে উহা বিতরিত হইতে লাগিল। এই বিতরণ ব্যাপারে জাতি বিচার বা সম্প্রদায় ভেদ বিচার করা হইল না। হিন্দু,

নানক পন্থী, ব্রাহ্মণ, শুদ্র সকলকে সমভাবে দেওয়া হইতে লাগিল। গয়ার বিষ্ণু মন্দির, পুরীর জগন্নাথ দেব, ও অমৃতসরের শিখ পূজ্য স্বর্ণমন্দির সমভাবে সমপরিমাণে ঐ দান প্রাপ্ত হইল। যতই তিনি বুঝিতে লাগিলেন যে তাঁহার মৃত্যু সন্নিকটবর্ত্তী ততই তাঁহার মুক্ত হস্তে দানের পরিমাণ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। শত শত ধর্ম্ম মন্দির ও মঠে শত শত জায়গীর প্রদত্ত হইল; অন্য কথা কি তাঁহার প্রাণপ্রতিম অশ্ব, গজাদি, মণি মুক্তা খচিত সাজসজ্জা সমেত বিতরিত হইল। শত শত উৎকৃষ্ট গাভী স্বর্ণবিমণ্ডিত শৃঙ্গ হইয়া দান হইয়া গেল। সুবর্ণখট্টা মণি-মুক্তা খচিত আস্তরণ সহিত দেবোদ্দেশে অর্পিত হইতে লাগিল। প্রার্থনা, আর কয়টা দিন তাঁহার প্রাণ রক্ষা করা। রাজকোষ শূন্য করিয়া মণি মুক্তা সকল এমন কি সেদিনও তিনি বৃটিশ রাজের নিকট হইতে সন্ধিসূত্রে যে সকল মণিমুক্তা উপহার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন সেই সকল অমূল্য রত্নরাজি আর কয়েক মুহূর্ত্ত জীবনের আশায় বিতরিত হইল। এইরূপে কল্পনাতীত অপরিমেয় অর্থ ধর্ম্মোদ্দেশে ব্যয়িত হইতে লাগিল। একমাত্র তাঁহার মৃত্যুদিনের দানের পরিমাণ কিঞ্চিদধিক ১৫ কোটী টাকা; ঐ দিন জীবন রক্ষার শেষ চেষ্টা স্বরূপ মৃত্যুর দুই ঘণ্টা পূর্ব্বে তিনি জগদ্বিখ্যাত অমূল্য রত্ন কোহিনুর জগন্নাথদেবকে দিবার জন্য তাঁহার সম্মুখে আনিতে আদেশ করিলেন, কিন্তু এইবার তাঁহার পুত্র ও অমাত্যগণ আসিয়া বাধা দিল। সমগ্র ভারতের রাজস্ব একত্র করিয়াও যে অমূল্য রত্ন ক্রয় করা যায় না তাহা এইরূপে দান করা তাঁহারা যুক্তিযুক্ত মনে করিলেন না। তাই তাঁহারা তাঁহার এই শেষ আদেশ রক্ষা করিলেন না। যাহা হউক অতঃপর ঐ দিন (২৭ জুন ১৮৩৯খ্রীঃ) কয়েক বার মুর্চ্ছিত হইয়া পরিশেষে তিনি ইহধাম ত্যাগ করিলেন। তখন তাঁহার বয়ঃক্রম মাত্র আটচল্লিশ। যতক্ষণ পর্য্যন্ত না রাজ্যের ও রাজধানী রক্ষার উপযুক্ত বন্দবস্ত করা

হইয়াছিল, ততক্ষণ তাঁহার মৃত্যু সংবাদ কুমার খড়্গসিংহ ও দেওয়ান দীন সিং ও জমদার খোশাল সিংএর আদেশে গোপন রাখা হইয়াছিল। মহারাজার মৃত্যু নিশ্চয় জানিয়াই মৃত্যুর সাতদিন পূর্ব্বে ৩০শে জুন রাত্রিকালে এক দরবারে আহ্বান পূর্ব্বক কুমার খড়্গ সিংকে যুবরাজ পদে ও দীন সিংকে দেওয়ান পদে বরণ করা হইয়াছিল। এক্ষণে ২৮শে জুন পঞ্জাব রাজ্য প্রবেশের সমস্ত পথ ও ঘাট সুরক্ষিত ও রাজধানীতে যথোপযুক্ত সৈন্য সমাবেশ করিয়া মহারাজার মৃত্যু ও খড়্গসিংএর রাজ্য প্রাপ্তি ও দীন সিংএর দেওয়ানী প্রাপ্তি ঘোষণা করা হইল। এই সময় দীন সিং এক অভিনব আচরণ দ্বারা সকলকে স্তম্ভিত করিলেন; তিনি মহারাজের মৃতদেহের সহিত সহমৃত হইবার দৃঢ় সঙ্কল্প প্রকাশ করিলেন। পরে বহুকষ্টে সমস্ত সর্দ্দার ও নবীন মহারাজ তাঁহাকে এই সঙ্কল্প হইতে বিচ্যুত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

এই সময়ে মহারাজের কুন্দন, হিন্দারি, রাজকুমারী ও বায়াস্তালী প্রমুখ চারিজন মহিষী * সহমরণের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া তাহার আয়োজনের আদেশ দিলেন। তখন চতুর্দ্দিকে যেন একটা উৎসবের সাড়া পড়িয়া গেল। মৃত্যুর পরদিন মহারাজের মৃতদেহ গঙ্গাজলে ধৌত করিয়া রত্ন খচিত সুবর্ণ খট্টায় শায়িত করিয়া অতুলনীয় জাঁকজমকের সহিত শ্মশানে লইয়া যাওয়া হইল। সতী রাণীগণ অমূল্য মণি-মাণিক্য খচিত বসন ভূষণে সজ্জিত হইয়া, স্থির ও গম্ভীর ভাবে ব্রাহ্মণ ও শিখপুরোহিতগণ কর্ত্তৃক বেষ্টিত হইয়া ধীর পদ বিক্ষেপে শবানুগমন করিলেন। শ্মশানে উপস্থিত

* ইহাদের দুই জনের বয়স ১৬ বৎসরের অধিক নহে ও তাঁহাদের ন্যায় সুন্দরী তখন ভারতে ছিল না।

হইয়া চিতারোহণের পূর্ব্বে প্রধানা মহিষী রাণী কুন্দন, দীন সিংএর হস্ত ধারণ পূর্ব্বক মৃত মহারাজের বক্ষে স্থাপন করতঃ তাঁহাকে শপথ করাইয়া লইলেন যে তিনি কখন খড়্গাসিং বা তাঁহার পুত্র নৌনেহাল সিংকে পরিত্যাগ করিবেন না এবং পাঞ্জাবের স্বার্থের প্রতি সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিবেন। তিনি খড়্গাসিংকেও ঐরূপে দীন সিংএর অনুগত থাকিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করাইয়া প্রসন্ন মুখে যাইয়া চিতারোহণ করিলেন, এবং মৃত মহারাজের মস্তক নিজ ক্রোড়ে গ্রহণ করিয়া স্থির ভাবে উপবেশন করিলেন। তখন অন্য তিন রাণী, পাঁচ জন ক্রীতদাসী * সমেত প্রসন্ন মুখে ঐ রাজদেহ বেষ্টন করিয়া উপবিষ্ট হইলে খড়্গা সিং ব্রাহ্মণগণের আদেশে ঐ চন্দনচিতায় অগ্নি সংযোগ করিলেন। ‡ তখন সমবেত অসংখ্য সৈন্য ও জনতা এবং উপস্থিত একশত ইংরাজ অফিসারের মধ্যে একটা বিস্ময়ের ভাব বহিয়া গেল। দেখিতে দেখিতে চিতানল ধূ ধূ জ্বলিয়া উঠিল ও জীবিত ও মৃতকে এক সঙ্গে দগ্ধ করিয়া ফেলিল। জীবিতের কাহারও মুখে একটু কষ্টজনিত শব্দ উচ্চারিত বা ক্লেশ ব্যঞ্জক ভঙ্গিমা প্রকাশিত হইল না। এই সময়ে খড়্গা সিং পুনরায় ঐ প্রজ্জ্বলিত চিতায় লম্ফ প্রদানে উদ্যত হইলে সকলে তাঁহাকে ধরিয়া নিরস্ত করিল। একজন প্রত্যক্ষদর্শী বলেন যে ঠিক ঐ সময়ে একখানি ক্ষুদ্র মেঘ কোথা হইতে আসিয়া ঠিক ঐ চিতার উপর কয়েক ফোঁটা বারি বর্ষণ করিয়া এই করুণ দৃশ্যে স্বভাবের সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া গেল।

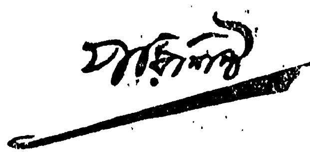
চিতাগ্নি নির্ব্বাপিত হইলে চিতার সমস্ত ভস্ম একত্র করিয়া এক সুব

* কেহ কেহ বলেন ৭ জন।

‡ কেহ কেহ বলেন রাণী কুন্দন স্বয়ং অগ্নি দিয়াছিলেন।

শিবিকায় স্থাপন পূর্ব্বক অদৃষ্টপূর্ব্ব জাঁকজমকের সহিত গঙ্গাতীরে নীত হইল ও তাহার কতকাংশ খড়্গা সিং কর্ত্তৃক গঙ্গা সলিলে সমর্পিত হইল ও কতকাংশ লাহোরে এক প্রকাণ্ড মন্দিরে রক্ষিত হইল।

―――o―――



Regulation XVII of 1829.

1. The practice of Sati or of burning or burying alive the widows of Hindus is revlolting to the feelings of human nature, it is nowhere enjoined by the religion of the Hindus as an imperative duty, on the contrary a life of purity and retirement on the part of the widow is more especially and preferably inculcated, and by a vast majority of that people throughout India the practies is not kept up nor observed. In some extensive districts it does not exist. In those in which it has been most frequent it is notorious that in many instances acts of atrocity have been perpetrated which have been shocking to the Hindus themselves and in their eyes unlawful and wicked. The measures hitherto adopted to discourage and prevent such acts have failed of success and the Governor-General-in-Council is deeply impressed with the conviction that the abuses in question cannot be effectually put an end to without abolishing the practice altogether. Actuated by these considerations the Governor-General-in-Council without intending to depart from one of the first and most important principles of the system of British Government in India that all classes of the people be secure in the observance of their religious usages so long as

that system can be adhered to without violation cf the paramount-dictates of justice and humanity, has deemed it right to establish the following rules, which are hereby enacted to be in force from the time of their promulgation throughout territories immediatly subject to the Presidency of Fort William.

II. The practice of Sati or of burning or burying alive the widows of Hindus is hereby declared illegal and punishable by the criminal courts.

First. All Zemindars, Talukdars, or other proprietors of land whether malguzari or lakhiraj, all sadar farmers and under-renters of land of every description, all dependent Talukdars, all Naijs and other local agents, all native officers employed in the collection of the revenue and rents of lands on the part of Government or the Court of Wards and all Mandals or other Headmen of the Villages are here by declared especially acountable for the immediate communication to the officers of the nearest Ploice Station of any intended sacrifice of the nature described in the foregoing section, and any Zemindar or other description of persons, above noticed, to whom such responsibility is declared to attach, who may be convicted of wilfully neglecting or delaying to furnsih the information above required, shall be liable to be fined by the Magistrte or Joint Magistrate in any sum not exceeding two hundred rupees, and in default of payment to be confinea for any period of imprisonment not exceeding six monthes.

Second. Immediaty on receiving intelligence, that the sacrifice declared illegal by this Regulation, is likely to occur, the Police Daragha shall either repair in person to the spot or depute his Muharrir or Jamadar accompanied by one or more Barkandaz of the Hindu religion and it shall be the duty of the police officers to announce to the persons assembled for the performance of the ceremony that it is illegal and to endeavour to prevail on them to disperse explaining to them that in the event of their persisting in it they will involve themselves in a crime and

become subject to punishment by the criminal courts. Should the parties assembled proceed in defiance of those remonstrances to carry the ceremony into effect it shall be the duty of the police officers to use all lawful means in their power to prevent the sacrifice from taking place and to apprehend the principal persons aiding and abetting the performance of it and in the event of the Police officers being unable to apprehend them they shall endeavour to ascertain their names and places of abode and shall immediately communicate the whole of the particulars to agistrate or Joint Magistrate for his orders.

Third. Should intelligence of sacrifice declared illegal by this Regulationn, or reach the Police officers untill after it shall have actually taken place or should the sacrifice have been carried into effect before their arrival at the spot, they will nevertheless i nstitute a full enquiry in to the circumstances of the case in like manner as on all other occasions of unnatural death. and report them for the information and orders of the Magistrate or Joint Majistrate to whom they may be subordinate.

Inscription on the Pedestrian statue of

Lord William Bentinck erected on the Calcutta Maidan.

To William Cavendish Bentinck, who during seven years ruled India with eminent prodence integrity and benevolence who placed at the head of the great empire, never laid aside the simplicity and moderation of a private citizen, who infused into oriental despotism the spirit of British freedom, who never forgot that the end of Government is the welfare of the governed; who abolished cruel rites; who effaced humiliating distinctions, who allowed liberty to the expression of public opinion, whose constant study it was to elevate the moral and intellectual character of the nation commited to his charge this monument was erected by men, who differing from each other in race, in

manners, in language and in religion cherish with equal veneration and gratitude the memory of his wise, upright and paternal administration. Calcutta the 4th February, 1835.

RESUME

The abolition of the rites of sati (i. e. the burning alive of widows on the funeral pyeres of their deceased husbands) is perhaps the boldest of all the social reforms inaugurated by the enlightened British Raj since India has passed under the benign influence of its administration. From time immemorial this custom had undoubtedly done havoc among Hindu widows young as well as aged, the extent of which it is hardly possible to estimate. Prolonged warfare the great destroyer of social equilibrium, plague and pestilence, extensive floods, volcanic eruptions, fearful earthquakes or such other visitations of God as decimate a whole country cannot, it is feared, do so much lasting injury to human society as has been the result of the prevalence of sati. The British Raj has really earned the gratitude of the Hindu community by stampting out this shocking rite.

A careful perusal of the past history in connection with this rite will show, beyond all questions, that this was never enjoined as a part of the religious life of the Hindus but was only a custom that had like many others crept slowly into there social life. The religious life of a Hindu is a series of rites performed from day to day according to the injunctions of the Shastras. Thus sati which had the appearance of a Shastric rite soon got hold of the soft and pious heart of a Hindu. Once introduced into a Hindu family, it had every facility for being handed down from generation to generation as the bounden duty of a pious Hindu widow. In fact history shows that the nonobservance of this rite in a respectable family came in time to be regarded as a mishap or misfortune in

that family. The celebration of this rite by a widow in one Hindu homestead was followed by another in the same or in a neighbouring locality and thus like a fearfully contagious disease found its way from village to village and from one part of the country to another. Fortunately, however, it did not find a place in every Hindu family, but notwithstanding the stray cases that used to be celebrated in a year in the different parts of the country amounted to no mean figure.

Traces of this pernicious custom are to be found even in the remote Vedic age but the Vedas give no account of an actual celebration. The same applies to the age of the Ramayana. The Mahabharata, the great Sanskrit epic, has however innumerable instances of the actual performance of the rite. In fact, the bereaved consorts of Sree-Krishna—the living incarnation of God—says the Mahabharata, had their lives sacrificed on burning pyres after their Great husband had cast off his earthly abode. Manu, the great Hindu law-giver, does not enjoin nor does he make any mention of this unhuman rite; abstinance only is prescribed for widows. Less eminent lawgivers speak well of this ritual and mention it as a permissable or desirable rite to be perfomed by pious widows. They do not however prescribe it as the last duty of woman towards her deceased husband, as was generally supposed to be the case. Roghunandan known as the Manu of Bengal, was the first to prescribe it as the best and the most important duty of a Hindu widow. This must account for the comparatively warm reception given to it by the naturally softer people of Bengale.

The accounts of eminent writers who witnessed the actual performaace of the rite show that in a majority of the instanc es widows cheerfully mounted the funeral pyres of their husbands and burnt to death while absorbed in the thoughts of their departed husbands whom they were wont to revere almost as the living incarnation of diety. Very rare exceptions were noticed here and there and it must be admitted, that there were

instances in which culpable homicide was committed in the name of Sati. Although such instances were rare they stood at no mean figure at the end of the year. They have all been recorded in this compilation from the writings of e e witnesses.

যা শ্রুত্বা পতিনিন্দনং পিতৃমুখাৎ দেহং জহৌ লীলয়া
যা ব্যাপ্তাখিল লোককায় সকলা সাধ্ব্যো যতো নির্গতাঃ,
যস্যাং যান্তিলয়ং বিশুদ্ধচরিতাঃ সংসেব্য কান্তং চিরং
তাংনত্বা কুমুদো যথামতি সতীদাহং ব্যধে মল্লিকঃ।

বেদাগ্নি প্রমিতে বয়ঃ পরিমিতে বৈশাখমাসে ময়া
বানাগ্নীভশশিপ্রমে শকপতেরব্দে প্রবন্ধোহিযঃ,
কুম্ভেতেন গজাক্ষিমে গুরুদিনেহসৌ পূর্ণিমায়াং তিথৌ
সত্যাঃ পাদযুগে সমাপ্তক সতীদাহোহধুনা স্থাপ্যতে॥



"শ্রীগৌরাঙ্গ" "সতীদাহ" প্রভৃতির গ্রন্থকার যশস্বী ঐতিহাসিক লেখক

শ্রীকুমুদ নাথ মল্লিক প্রণীত

সর্ব্বজন প্রশংসিত

নদীয়া-কাহিনী

দ্বিতীয় সংস্করণ

নূতনভাবে, নবীনসাজে, পরিবর্দ্ধিত আকারে, বাষট্টি খানি সুন্দর হাফ্‌টোন চিত্রে পরিশোভিত হইয়া বাহির হইল; আর নিরাশ হইয়া ফিরিতে হইবে না তবে বলিয়া রাখি যে, পুস্তক বাহির হইবার তিন মাসের মধ্যে প্রথম সংস্করণের সমস্ত পুস্তক নিঃশেষিত হইয়া যায় তাহার ২য় সংস্করণে যে বিক্রয়াধিক্য হইবে ইহা স্বতঃসিদ্ধ। বিশেষ গ্রন্থকার এবার যেরূপ সর্ব্ব বিষয়ে উৎকর্ষ সাধনে যত্ন করিয়াছেন, তাহাতে ইহা যে এবার সাহিত্যপ্রিয় পাঠক মাত্রেরই সমধিক মনোরঞ্জন করিবে, সে বিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই; বিশেষ এবার আকার বৃদ্ধি ছবির সংখ্যাধিক্য, বাঁধার পারিপাট্য প্রভৃতি বিশেষরূপে সাধিত হইলেও পূর্ব্বাপেক্ষা মূল্য হ্রাস করা হইয়াছে। তাই বলি যাঁহারা গতবারে পুস্তক লইতে কালবিলম্ব করিয়া শেষে পুস্তক পান নাই, তাঁহারা সত্বর পুস্তকগ্রহণে যত্নবান হউন। যে "নদীয়া কাহিনী" বাহির হইলে বাঙ্গালা সাহিত্য-জগতে একটা তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল, যাহার গুণগানে বঙ্গের সমস্ত প্রসিদ্ধ সাময়িক পত্র মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল, বঙ্গের সমস্ত সুকৃতি সন্তান একবাক্যে যাহার যশোগান করিতেছেন, সে পুস্তকের আর নূতন করিয়া পরিচয় দিতে হইবে না। প্রিয়জনকে প্রীতি উপহার দিতে এরূপ সুন্দর চিত্রময়, ঝকঝকে বাঁধা সদগ্রন্থ আর দ্বিতীয় নাই। মূল্য সুন্দর কাগজে বাঁধা ২৲, ও কাপড়ে বাঁধা ২৷৹।

কুমুদবাবুর সমস্ত পুস্তকই কলিকাতা ও ঢাকার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্ত হওয়া যায়, যদি কেহ তাহা না পান তবে আমাদিগকে লিখিলে পাঠাইয়া দিই।

নিবেদক,

শ্রীনৃপেন্দ্র নাথ মল্লিক

নদীয়া-কাহিনী প্রচার কার্য্যালয়, রাণাঘাট—নদীয়া।

প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী লিখিত ভূমিকা

সম্বলিত

শ্রীগৌরাঙ্গ

কলিপাবন পতিততারণ ভক্তাবতার শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর পূত লীলাগ্রন্থ। ভাষার মাধুর্য্যে, বর্ণনার লালিত্যে, এবং ভাবের গাম্ভীর্য্যে ইহা বঙ্গসাহিত্যের মুকুটমণি হইয়াছে। ইহা ভক্ত হৃদয়ের ভক্তির উচ্ছাস পড়িতে পড়িতে আত্মহারা হইতে হয়। এক কথায় "শ্রীগৌরাঙ্গের শ্রীচৈতন্যদেবের পূত' লীলা, ভাব, ভাষা ও চিত্রে পরিস্ফুট হইয়া জীবন্ত হইয়াছে। ইহা বঙ্গের বিখ্যাত চিত্রশিল্পিগণের পরিকল্পিত বহু সুন্দর সুন্দর ভাবময় চিত্রে সুশোভিত। প্রিয়জনকে প্রীতিউপহার দিতে, ইহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুস্তক। মূল্য আট আনা।

"চাঁদমুখ"

ছেলেদের জন্য চক্‌চকে ঝক্‌ঝকে ছাপা হাসি, গল্প ও ছবির অফুরন্ত ভাণ্ডার চাঁদমুখ

বাহির হইয়াছে। চারি আনা দিয়া একখানি ঐ পুস্তক লইলে গৃহে গৃহে দুর্গোৎসবের আনন্দ পড়িয়া যাইবে। চাঁদমুখে হাঁসি ফুটিবে, নিরানন্দ গৃহে আনন্দের স্রোত বহিবে, আনন্দময় গৃহ হাস্যমুখর হইয়া উঠিবে। স্পর্দ্ধা করিয়া বলিতে পারি এমন মজার ছবি ও গল্প শিশু পাঠ্য আর কোনও পুস্তকে নাই। এতদিন ছেলেদের পুস্তক লেখার যে মক্স চলিতেছিল "চাঁদমুখে" তাহার পূর্ণ পরিনতি দেখিতে পাইবেন।

প্রকাশক সিটিবুক সোসাইটী, কলিকাতা।

নদীয়া-কাহিনী প্রণেতা

শ্রীযুক্ত কুমুদনাথ মল্লিক প্রণীত।

চৈতন্য।

মূল্য ।৶০ ছয় আনা।

"সহজে চৈতন্য চরিত্র ঘন দুগ্ধপূর", সুতরাং ইহার নূতন পরিচয় অনাবশ্যক। বৈকুণ্ঠবাসী ভগবান মানবদেহ ধারণ করিয়া নদীয়ায় অবতীর্ণ হইয়া প্রেমের বন্যায় বঙ্গদেশ কেন উৎকলাদি ভারতের অনেক স্থান ভাসাইয়া ছিলেন; তাঁহার অযাচিত করুণা লাভ করিয়া কত প্রতাপ রুদ্র, রামানন্দ ধন্য হইয়াছেন, কত জগাই মাধাই উদ্ধার পাইয়াছেন, তাঁহার সাধারণ পাণ্ডিত্যের নিকট কত দিগ্বিজয়ীর বিজয় মুকুট খসিয়া পড়িয়াছে।—পতিত পাবন মহাপ্রভুর অমিয় চরিতের এই সব মধুময় কাহিনী পূজ্যপাদ বৃন্দাবন দাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রভৃতি প্রাচীন কবিগণ অমূল্য কবিতায় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন; শ্রীচৈতন্য চরিত যাহাতে সর্ব্বসাধারণের সহজ পাঠ্য হইতে পারে এজন্যই বর্ত্তমান গ্রন্থখানি লিখিত হইয়াছে। ইহার ভাষা যেমন সরল, ভাব এবং বর্ণনাও তেমনি মধুর। কবিরাজ গোস্বামীর পদানুসরণ করিয়া এই গ্রন্থে আদি, মধ্য ও অন্ত এই তিন লীলায় শ্রীচৈতন্যচরিত বিবৃত হইয়াছে। কুমুদবাবু নদীয়া কাহিনী লিখিয়া সুধীজনের প্রশংসা লাভ করিয়াছেন। তাঁহার রচিত "শ্রীচৈতন্য" পাঠ করিলে নদীয়ার অনেক প্রাচীন কাহিনী পাঠকবর্গের পরিজ্ঞাত হইবে। একখানি "শ্রীচৈতন্য" কিনিয়া আপনার ছেলেমেয়ের হাতে দিন। দেখিবেন ইহার আস্বাদে শুধু তাঁহারা মুগ্ধ হইবে না, আপনার গৃহে এক নূতন রাজ্যের দ্বার উদ্ঘাটিত হইবে।

প্রকাশক—আশুতোষ লাইব্রেরী

৫০।১ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কুমুদ বাবুর

নদীয়া-কাহিনী সম্বন্ধে কয়েকটী অভিমত

The Indian Mirror,

March 7, 1911.

The *Nuddea Kahini*, strings together in a big volume the many nteresting chronicles of the interesting District of Nuddea and illumines by the white light of authentic information an interesting chapter in the history of Bengal. The book is the outcome of the laborious researches of its author, Babu Kumud Nath Mulick Zamindar of Ranaghat, who has left nothing undone to embody in it a complete account of Nuddea in all its various aspects. * * The author of the book before us has turned the abundant materials which he has accumulated by ungrudging labours, to judicious use. With a true historical insight, he has weighed in the balance every new fact likely to throw interesting light, and grouped his materials according as they help in giving us a true picture of Nuddea of the past and the present. * * The author has ransacked his materials from Persian chronicles, Vaishnav literature, copper-plates and inscriptions, family histories, village lore and tradition, and important old records and legal documeuts, and it is no wonder, therefore, that he has produced a book which is a veritable mine of instructive information. The book has all the charms of an old chronicle and a modern gazetteer. We are

greatly delighted to welcome the appearance of this book, which forms really an acquisition to the growing literature, bearing on the histories of the different districts in the two Provinces of Bengal. * * We hope the author will continue his labours in this directon to feed a much needed department of Bengali literature.

The Bengali,

7th March, 1911.

In justice to the author, we are bound to say that his treatment is exhaustive and that he has spared no pains to make the work interesting. It is in a sense a gazetteer. * * The great movement of Vaishnavism, centring round the divinely inspired personality of Chaitanya, is traced with a master's hand and equally interesting is the record of the growth of Bengalee writing and literature. Altogether we have great pleasure in recommending the book to the favuorable consideration of the public. We ourselves derived much pleasure from its perusal.

The Amrita Bazzar Patrika,

March, 8, 1911.

The book a very big volume, has been really a nice compilation * * The author has left no stone unturned to collect every particular worth knowing regarding the district, and we dare say his attempts have been a success all through, Suffice it to say that it will be found very useful and interesting to those who will care to read it and we doubt not that it will amply repay perusal. We hope the Government will patronize the author by keeping a copy of this valuble book in all its statistical departments. The book has been very nicely got up and beautifully bound. We wish the young author all success.

The Reis and Rayyet,

March 18, 1911.

UNLIKE the "Murshidabad Kahini." the "Nadia Kahini" is the *kahini* or account of the Nadia distict, not the city only. * * The book gives many illustrations, some of which are of great interest, particularly the one repesenting Chaitanya listening to the reading of the sacred Bhagbat Gita. * * It is written in good, sometimes elegant Bengali, and is throughout interesting. The author seems to have a charming way of telling his story, so much so that the history reads more like a romance than otherwise. * * The book in short is almost complete in itself and is thus valuable for reference. * * The book deserves well of the public as well as of the Government, the more so because it is cosmopolitan in that it is partial to no particular religion or religious section and treats dispassionately, or judges kindly of every religion or religious movement or Sect.

—o—

The Hindoo Patriot,

April 4, 1911.

Babu Kumud Nath Mullik of Ranaghat rendered a valuable service to the cause of progress of Bengali literature, as he has done by compiling and publishing an account of the District of Nadia under the title of *Nadia Kahini*. * * As to the subject matter of the book, we can confidently assert that every reader will have to be struck with the extent of rasearch that the young author has made to collect all possible information about Nadia. * * This book, we are sure is a most vaiüable contribut- to the History of India and future Historian of this ancient land will most heartily thank the author for his valuable contributions. * * We are not aware if the author has received

sfficient encouragement from the public of Bengal, but we think every one will agree with us when we say that at least a hundred thousand copies of this valuable work would have been sold in course of a week from the date of its publication if such book were published in England and in English language. We wish every educated man of the country to get a copy of *Nadia Kahini* and read it at leisure with pleasure and profit.

The Statesman,

April 9, 1911.

Almost simultaneously with Mr. Garrett's Gazetteer of Nadia, comes a Bengali volume of 400 pages by Babu Kumudnath Mullik covering practically the same ground. Its special interest lies in the fact that whilst making free use of Sir William Hunter's Gazetteer and of other printed books, the author has also availed himself of the legend and folklore of the District. * * The book is brightened by portraits, some of them very well reproduced, of local celebrities, and is worth perusal by any student of local history who can read Bengali. * * *

The Indian Daily News,

7th June, 1911.

The writer has been at immense pains to gather materials for his book and from the manner of treatment it may be expected that these will be amply rewarded. The book is excellently got up and liberally illustrated. The author has been well-advised in appending the statistical account of the district to his book, as otherwise the book would have been defective. * * *

The Modern Review,

7th Jnne, 1911.

The book has certainly enriched one department of Bengali literature and is sure to be welcomed by every lover of our National History. * * *

The Bengali,

Ist Decembur 1912.

The fact that the author of this book, (*Nadia Kahini*), of which an exhaustive review appeared in these columns in March, 1911, has had to bring out a second edition in so short a time is an incontestable testimony to his high appreciation by the reading public. Important additions have been made to several chapters some have been altogether rewritten, and others perceptibly enlarged. and all this has considerably added to the worth of the book. There are also several new illustrations in the second edition which has much enhanced the beauty and usefulness of the book. We heartily commend the book to the public.

THE ENGLISHMAN,

December 8, 1912.

To Babu Kumud Nath Mullick, an accomplished young Zemindar of Ranaghat, belongs the credit of being the author of a fairly comprehensive history in Bengali of the District of Nuddea. Of all the districts of Bengal, this is most interesting from the historical and antiquarian point of view. Chaitanya, a potent agent in the religious evolution of Bengal, was born and lived at Navadwip, which happens to fall within the limits of this district. Besides, several Bengali poets and authors were born here. Nadia claims many of the Bengali writers of the present day as its own.

Though the history of one or two other districts has preceded this work, the book under review asserts itself as being a highly successful literary effort, because it is not a mere record of facts. The author has treated the subject as an adept, making highly interesting reading. He has marked the gradual evolution, religious territorial, social, and otherwise of the district, in a systematic manner, and couched the facts in pure, and to some extent, dignified Bengali. The work has cost the author a large fund of perseverance and research, not to speak of money. He has spared neither pains nor purse to make his book attractive and acceptable to the public and has exhausted all available sources of information. The book is profusely illustrated with pictures of persons and ladscapes, which arouse interest in the mind of the literary public. That the book has been accorded a warm reception is evident from the fact that the author has had to bring out a second edition in the course of one year. The form at leaves nothing to be desired.

The Empire,

18th February 1913.

Babu Kumud Nath Mullick Zamindar of Ranaghat, has brought out a second edition of this very interesting book (Nadia Kahini) which is the only work of its kind in the Bengali language relating to the old and sacred district of Nadia—the birth place of Gouranga, Raja Krishna Chandra and other notable personalities whose achievements in their respective fields are treasured with pride by every inhabitant of the district Nadia is held by some authorities to be the most advanced of the districts of Bengal, socially, morally and intellectually. "*Nadia Kahini*" is written in very attractive style, and the author scores distinctly by reffering in detail to the lives of the celebrities produced by this

district. The young men of Bengal will undoubtedly profit inmensely by persual of the book for it is the lives of great man that remind us that "we can make our lives sublime,"

হিতবাদী, ৩রা চৈত্র, ১৩১৭ সাল।

* * চারিশত পৃষ্ঠাব্যাপী সুবৃহৎ পুস্তকে গ্রন্থকার নবদ্বীপের যে বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে সত্য সত্যই হৃদয়ে বর্ণনাতীত আনন্দের সঞ্চার হয়, আশার সঞ্চার হয়। আনন্দের সঞ্চার হয়—কারণ আমরা যাহা লুপ্ত বলিয়া মনে করিয়াছিলাম তাহা লুপ্ত নহে; তাহা আমাদেরই উপেক্ষার ফলে এতদিন লোকচক্ষুর অন্তরালে ছিল; কুমুদ বাবু অশেষ পরিশ্রম সহকারে সেই রত্ন-রাজির উদ্ধার সাধন করিয়াছেন। আর আশা হয়—কারণ কুমুদ বাবু ধনবানের সন্তান হইয়া, অল্প বয়সে স্বদেশের অতীত গৌরব রক্ষার জন্য অসাধারণ পরিশ্রম করিয়াছেন। তাঁহার মত যুবাপুরুষ যদি বিরহ ব্যথার কবিতা লিখিতেন বা গোয়েন্দা কাহিনী লিখিয়া বঙ্গসাহিত্যক্ষেত্রকে আগাছাপূর্ণ করিয়া তুলিতেন, তাহা হইলে হয়ত আমরা বিস্মিত হইতাম না। কারণ বয়োধর্ম্মে যুবকগণ সাহিত্য-ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াই, একেবারে রবীন্দ্রনাথ, হেমচন্দ্র বা কোননডয়াল হইতে চাহেন। কিন্তু কুমুদবাবু সে পথে না গিয়া বহুকষ্টসাধ্য মৌলিক ইতিহাস রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ইহা কি এখনকার কালে বিস্ময়ের বিষয় নহে? এই নদীয়া-কাহিনীর উপাদান সংগ্রহের জন্য গ্রন্থকারকে শারীরিক কষ্ট সহ্য করিয়া অনেক দুর্গম স্থানে গমন করিতে হইয়াছে। জানিনা বাঙ্গালী পাঠকের নিকট হইতে তিনি ইহার প্রতিদান পাইবেন কি না। এই পুস্তকে বিষয় সন্নিবেশ ও ঘটনার পারম্পর্য্য রক্ষাও বেশ সুন্দর হইয়াছে। সহস্র বৎসর পূর্ব্বে, মহারাজ আদিশূরের সময় হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত নবদ্বীপের সামাজিক ও রাজনীতিক অবস্থার বর্ণনা বড়ই হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। চৈতন্যদেব এবং মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ে নবদ্বীপ সমাজ কিরূপ ছিল, তাহা এই পুস্তক পাঠে যেন সুস্পষ্ট চিত্রের ন্যায় চক্ষুর সম্মুখে প্রতিভাত হয়। * * এই পুস্তক প্রণয়ন করিয়া কুমুদবাবু যে প্রত্যেক বাঙ্গালীরই কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন, এ কথা আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি। আশা করি, বাঙ্গালী পাঠক কার্য্যতঃ সেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশে কুণ্ঠিত হইবেন না।

বঙ্গবাসী, ১১ই চৈত্র, ১৩১৭ সাল।

আমরা "নদীয়া-কাহিনী" নামে একখানি সৎগ্রন্থের উপহার পাইয়াছি। গ্রন্থখানি পড়িয়া যে আনন্দলাভ করিয়াছি, তাহাতে বহু অসৎগ্রন্থ পাঠসঞ্চিত পাপের লাঘব বোধ হয়। শ্রীযুক্ত কুমুদনাথ মল্লিক এই "নদীয়া-কাহিনী"র প্রণেতা। বঙ্গসাহিত্য রচকের শীর্ষস্থানীয় শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় এই গ্রন্থের মুখবন্ধ লিখিয়াছেন। ঐই মুখবন্ধের মূল্য আছে কি? গ্রন্থকার লিখিয়াছেন,—"নদীয়া-কাহিনীকে নদীয়ার ইতিহাস বলা যায় না। তবে যে সকল উপাদানে ইতিহাস বিরচিত হয়, তাহার অধিকাংশ ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে।" ইউরোপীয় প্রথায় অধুনা যে সব ইতিহাস রচিত হয়, তাহার ভাব প্রণালীমতে নদীয়া কাহিনী অবশ্য ইতিহাস নহে; তবে ইউরোপে অধুনা ইতিহাস রচনার যাহাকে নূতন প্রণালী বলা যায়, সেই প্রণালীর অংশ এই নদীয়া-কাহিনীতে প্রকটিত। ইউরোপের নূতন প্রণালীমতে ইতিহাসে ধারাবাহিক ঘটনার সঙ্গে সমাজ, ধর্ম্ম প্রভৃতির সৃষ্টিপুষ্টী সম্বন্ধে আলোচনা হইয়া থাকে। নদীয়া-কাহিনীতে ধারাবাহিক ঘটনার বিবরণ নাই; তবে নদীয়ার ধর্ম্ম, সাহিত্য, সমাজ প্রভৃতির যেরূপ আলোচনা হইয়াছে, তাহাতে যে ইতিহাসের একটা পুষ্টাঙ্গ ইহাতে প্রতিভাত হইয়াছে, তাহা নিশ্চিত করিয়া বলা যাইতে পারে। এই সব ব্যাপারে বেশ একটা সম্বন্ধ সম্বন্ধভাবে ধারাবাহিক ঘটনা দৃষ্টান্ত এবং লোকচরিত্রের সমাবেশ হইয়াছে। পড়িতে পড়িতে উপন্যাসপাঠাগ্রহের ভাবাপন্ন হইতে হয়। নদীয়ার ভূত-বর্ত্তমান তথ্যের আলোচনায় আধুনিক সমগ্র বঙ্গের চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে; পরন্তু সেকালের আর একালের তুলনায় সমালোচনার হর্ষ-বিষাদের ঘাত-প্রতিঘাতে হাসি অশ্রুর কি যে সংমিশ্রণ হয়, তাহা লিখিয় বুঝাইবার নহে। পুস্তক পড়িয়া রাখিয়া দিলে, আপ্‌শোষের তপ্তশ্বাসে যেন মনের বাণী অধরোষ্ঠে ফুটিয়া উঠে।—"হায় কি ছিল, কি হইল!" বাঙ্গালী পাঠকের এ গ্রন্থ পাঠ করা উচিত। এ গ্রন্থে গ্রন্থকারের প্রগাঢ় গবেষণা-শক্তির পূর্ণ পরিচয় পরিস্ফুট। * * নদীয়া-কাহিনী বঙ্গসাহিত্যের শোভা সংবর্দ্ধন করিয়াছে।

বসুমতী, ১২ই চৈত্র, ১৩১৭ সাল।

* * আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম, রাণাঘাটের বিখ্যাত মল্লিক পরিবারের স্বনামধন্য বংশধর শ্রীমান্ কুমুদনাথ মল্লিক মহাশয় এই কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

কুমুদ বাবু সুশিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত এবং বিনয়ী। তিনি রাণী এবং কমলা উভয় সপত্নীরই বরপুত্র। এই গ্রন্থেই কুমুদ বাবুর অসাধারণ পাণ্ডিত্য, অক্লান্ত পরিশ্রম এবং গভীর গবেষণার পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রন্থখানি এরূপ সুলিখিত যে, ইহা পাঠ করিতে আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া আর ক্ষান্ত হওয়া যায় না। উপন্যাসের কাল্পনিক কৌতুহলোদ্দীপক কাহিনী ইহাতে বর্ণিত বাস্তব কাহিনীর নিকট অত্যন্ত ম্লান হইয়া যায়। গ্রন্থকার বহু অনুসন্ধান পরিশ্রম-স্বীকার এবং অর্থব্যয় করিয়া অনেক অজ্ঞাতকাহিনী এই পুস্তকে সন্নিবিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। ইহা কেবল নবদ্বীপ নগরের কাহিনী নহে,—নবদ্বীপ জেলার কাহিনী। নবদ্বীপ জেলার সকল তথ্যই ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে,—প্রধান প্রধান স্থানগুলির বিবরণ এবং খ্যাত-নামা ব্যক্তিগণের জীবন-চরিত এই গ্রন্থে অতি সুন্দরভাবে সঙ্কলিত হইয়াছে। গ্রন্থের ভাষা সুন্দর, হৃদয়গ্রাহী ও যথাযোগ্য অলঙ্কারে ভূষিত। লেখকের লিখিবার শক্তি অসাধারণ। * * পুস্তকে অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর ছবি আছে। ছাপা ও বাঁধাই সুন্দর। এত বড় বিরাট্ গ্রন্থের মূল্য দুই টাকা বারো আনা মাত্র। * * বাঙ্গালার ঘরে ঘরে এই গ্রন্থ সাগ্রহে পঠিত হইবে; এ কথা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি।

সুলভ সমাচার, ৫ই আশ্বিন, ১৩১৮ সাল।

* * বঙ্গভাষায় এরূপ আয়তনে বৃহৎ ও বিবিধ শিক্ষাপ্রদ তথ্যে পরিপূর্ণ পুস্তক অল্পই দেখা যায়। গ্রন্থকার রাণাঘাটনিবাসী শ্রীযুক্ত কুমুদনাথ মল্লিক বয়সে নবীন হইলেও, অভিজ্ঞতায় প্রবীণ। তিনি নদীয়ার সমাজ, বিদ্যা, ধর্ম্ম, রাজনীতি সম্বন্ধে নানাবিধ তথ্য সংগ্রহ করিয়া একটী সুসম্বদ্ধ ঐতিহাসিক আলেখ্য পাঠকবর্গকে উপহার দিয়াছেন। এই গ্রন্থ কেবল নবদ্বীপের কাহিনীতে পূর্ণ নহে, ইহাতে প্রাচীন ও আধুনিক সমগ্র নদীয়া জেলার জ্ঞাতব্য বিষয় সংগৃহীত হইয়াছে। * * কুমুদবাবু বহু আয়াস স্বীকার করিয়া নানাবিধ অভিনব তত্ত্ব সমাহৃত করিয়াছেন,—তাঁহার উদ্যম, চেষ্টা ও গবেষণার শত মুখেও প্রশংসা করা যায় না। তিনি শুধু নদীয়ার বিদ্যাচর্চ্চা, ধর্ম্মচর্চ্চা, রাজনীতি ও সমাজনীতির বিবরণ দিয়া ক্ষান্ত হন নাই, পরন্তু প্রাচীন ইতিকথা, বংশপরম্পরাগত কাহিনী,

বিশিষ্ট জীবনী, প্রাচীন ও আধুনিক স্থানের পরিচয় এবং সাহিত্য, শিল্প ও লোকাচার সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়া, পাঠকের পক্ষে নদীয়া সম্বন্ধে আর কিছু জানিবার অপেক্ষা রাখেন নাই। বাস্তবিক এরূপ সুসম্পূর্ণ স্থানিক ইতিহাস বাঙ্গালাভাষায় অতি অল্পই আমাদের চক্ষে পড়িয়াছে। নদীয়ার ভৌগোলিক পরিচয়, নদ, নদী, রাজপথ, কৃষি, ব্যবসা, বাণিজ্য, আদমসুমারীর ফল, বিখ্যাত জমিদার ও রাজপুরুষদিগের কাহিনী, কিছুকেই কুমুদবাবু অগ্রাহ্য করেন নাই। তিনি প্রত্যেক বিষয়ই যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়া নদীয়াকে নবরাগে রঞ্জিত করিয়া আমাদের মানসনেত্রে প্রতিফলিত করিয়াছেন। অনেকগুলি ঐতিহাসিক চিত্র এই পুস্তকের মূল্য বাড়াইয়াছে। * * এই নাটক নভেল ; প্লাবিত দিনে এইরূপ গ্রন্থের যথোচিত সমাদর হইলে বুঝিব বাঙ্গালী পাঠক গুণগ্রাহিতা শক্তিশূন্য হয়েন নাই।

ভারতী ; চৈত্র, ১৩১৭।

* * রত্ন সঙ্কলনের জন্য গ্রন্থকার বঙ্গবাসী মাত্রেরই নিকট উৎসাহ ও কৃতজ্ঞতা লাভের যোগ্য। গ্রন্থের ছাপা, বাঁধাই, কাগজ বেশ পরিপাটী হইয়াছে।

প্রবাসী ; বৈশাখ, ১৩১৮।

* * গ্রন্থখানি বহুশ্রমে সংকলিত। ভবিষ্য ঐতিহাসিকের শ্রম বহু পরিমাণে লাঘব করিয়া রাখিল। এইরূপ প্রাদেশিক ঐতিহাসিক চিত্র যাঁহারা বহু শ্রমে সংগ্রহ করিতেছেন তাঁহারা যে বঙ্গবাসীর কৃতজ্ঞতার পাত্র এ কথা বলাই বাহুল্য। সকলে এক এক খণ্ড ক্রয় করিলে এই কৃতজ্ঞতার ঋণ কথঞ্চিৎ পরিশোধ করা হইবে।

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ও আনন্দবাজার পত্রিকা

৬ই অগ্রহায়ণ, ১৩১৯

* * * নদীয়া কাহিনীতে ভৌগলিক ও ঐতিহাসিক হিসাবে গভীর গবেষণা ও পাণ্ডিত্য প্রকর্ষের পরিচয় পাওয়া যায়। ইহাতে নদীয়া জেলায় বহু প্রকার প্রাচীন কাহিনী, সূক্ষ্মানুসন্ধানের সহিত লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। নদীয়ার ধর্ম্ম-গরিমা ; বিদ্যাজ্ঞান-গরিমা প্রভৃতি অবশ্য জ্ঞাতব্য তথ্য এই গ্রন্থে যেরূপ বিস্তৃতরূপে আলোচিত হইয়াছে সরকারী গেজেটিয়ারে আমরা সেরূপ দেখিতে পাই না। সরকারী গেজেটিয়ারে কৃষি বাণিজ্য, ব্যবসায়, সেনসাস, নদনদী, রাজপথ, দেশের নৈসর্গিক অবস্থা ও সামাজিক অবস্থার যে সকল বর্ণনা থাকে, তাহাতে অনেক ভ্রম দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার কারণ এই যে গেজেটিয়ারে লেখকগণের মধ্যে যাঁহারা এদেশবাসী তাঁহারা স্বয়ং কোনও বিষয়ের গবেষণা-শ্রম না করিয়া ইউরোপীয়দিগের কথার পুনরুক্তি দ্বারায় গ্রন্থ পরিপূরণ করেন, সুতরাং তাহাতে যথেষ্ট ভ্রম থাকিয়া যায়। কুমুদবাবু স্বয়ং নদীয়া নিবাসী, ধনীসন্তান, সম্ভ্রান্ত, সুবিজ্ঞ ও পরিশ্রমী। তাঁহার গ্রন্থ পাঠে দেখা গেল ইহাতে নদীয়া জেলার বহুল তথ্য অতীব যত্নের সহিত আলোচিত এবং নবদ্বীপের প্রাচীন ও আধুনিক সামাজিক অবস্থা ইহাতে বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইয়াছে। অন্যান্য জেলার সুশিক্ষিত সুলেখকগণ যদি কুমুদ বাবুর ন্যায় এইরূপ যথাযথ তথ্য লিখিয়া গ্রন্থাকারে প্রচার করিতে পারেন, তবে আমরা গবর্ণমেণ্টের গেজেটিয়ার দূরে রাখিয়া এই সকল গ্রন্থের অধিকতর সমাদর করিতে পারি এবং তদ্দ্বারা দেশের প্রকৃত ইতিহাসের অভাব দূরীকৃত হইতে পারে।

সাহিত্য-সংহিতা

আশ্বিন—কার্ত্তিক ১৩১৯

* * * নদীয়াকাহিনীর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। বাঙ্গালা দেশে প্রথম সংস্করণ প্রকাশের দুই বৎসরের মধ্যে যে গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণের আবশ্যক হয়, সে গ্রন্থ সাহিত্য-সমাজের কঠোর অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে, এ কথা অবশ্য

স্বীকার করিতে হইবে। দ্বিতীয় সংস্করণে গ্রন্থখানি অগ্নি-পরিশোধিত সুবর্ণের ন্যায় আরও উজ্জ্বল হইয়াছে। * * বাস্তবিকই গ্রন্থখানি পাঠ করিলে, কুমুদ বাবুর অনুসন্ধিৎসা ও রচনা-শক্তির ভূয়সী প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। * * ইতিহাসের স্থূল বা সূক্ষ্ম যে অর্থেই বিচার করিয়া দেখা যাউক না কেন, আলোচ্য গ্রন্থখানি প্রকৃত ইতিহাসপদবাচ্য। ইহার রচনার এমনই একটি আকর্ষণী শক্তি আছে যে, একবার পড়িতে আরম্ভ করিলে, গ্রন্থখানিকে শেষ না করিয়া ছাড়া যায় না। গ্রন্থখানিকে এক হিসাবে "নদীয়া-গাইড্" বলিলেও বলা যায়। * * কুমুদবাবু যুবা পুরুষ, সাহিত্যানুরাগী, অনন্যসাধারণ উদ্যম ও অধ্যবসায়ের অধিকারী। আলোচ্য গ্রন্থখানি ভিন্ন তিনি শ্রীগৌরাঙ্গ নামে চৈতন্য-দেবের একখানি জীবনীও সঙ্কলন করিয়াছেন। আমরা তাঁহার নিকট হইতে আরও অনেক আশা করি। আমাদের সে আশা পূর্ণ হইলে, পরম সুখী হইব।

উপাসনা ফাল্গুন—১৩১৯

নদিয়া-কাহিনী—রাণাঘাটের অন্যতম জমিদার শ্রীযুক্ত কুমুদনাথ মল্লিক প্রণীত, নদিয়া জেলার গণ্যমান্য ব্যক্তিগণের এবং নদিয়াবাসী সাহিত্যিকগণের ও সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক স্থানগুলির মনোজ্ঞ চিত্র সহ অতি সুন্দর গ্রন্থ। ইহার ভাষা প্রাঞ্জল ও প্রসাদগুণবিশিষ্ট—আধুনিক যথেচ্ছাচারিতা বর্জ্জিত। পড়িতে বড়ই ভাল লাগে। নদিয়া জেলার যাবতীয় তথ্য ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এরূপ সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরী কাহিনী এদেশে অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রন্থকার যথেষ্ট শ্রম ও অর্থব্যয় স্বীকার করিয়া বাঙ্গলা সাহিত্যের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন। তজ্জন্য আমরা তাঁহার সুখ্যাতি না করিয়া থাকিতে পারি না। অন্যান্য জমিদার-সন্তানেরা যদি নদিয়া-কাহিনীর লেখকের ন্যায় মাতৃভাষার উন্নতিকল্পে সচেষ্ট হয়েন, তাহা হইলে বাঙ্গালা ভাষার শ্রীসৌন্দর্য্য অধিকতর বৃদ্ধি পায়। প্রথম সংস্করণের পুস্তক-গুলি অতি অল্প সময় মধ্যে নিঃশেষিত হওয়ায় বুঝা যায় ইহার যথেষ্ট আদর হইয়াছে। * *

বঙ্গবাসী

৬ই বৈশাখ ১৩২০

* * আমরা প্রথম সংস্করণে ইহার যথেষ্ট সুখ্যাতি করিয়াছি। ফলে অল্পদিনের মধ্যে প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হইয়া যায়। লিখিবার ক্ষমতা থাকিলে পাঠকের রুচিসংমার্জ্জন যে সহজ হয়, আলোচ্য গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণই তাহার প্রমাণ। এ সংস্করণ শীঘ্রই নিঃশেষিত হইবে, এরূপ আশা করা যায়।

সাধক—জ্যৈষ্ঠ ১৩২০

রাণাঘাট নিবাসী একনিষ্ঠ সাহিত্য সেবী শ্রীযুক্ত কুমুদনাথ মল্লিক নদীয়া-কাহিনী নামক বহুতথ্যপূর্ণ একখানি সুন্দর গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। ১৩১৭ সালে ইহার প্রথম সংস্করণ ও ১৩১৮ সালে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। কুমুদবাবু বয়সে নবীন কিন্তু গবেষণায় প্রবীন; "বয়সেতে বিজ্ঞ নয়, বিজ্ঞ হয় জ্ঞানে।' প্রত্যেক শিক্ষিত নদীয়া বাসির এই পুস্তকের এক এক খণ্ড ক্রয় করা উচিত। * * *

ভারতী—ভাদ্র ১৩২০

এ গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৩১৭ সালের ভাদ্র মাসে; ১৩১৮ সালের অগ্রহায়ণ মাসে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। সুতরাং নদীয়া কাহিনীর সহিত যে বাঙ্গালীর কলঙ্ক মুক্তির কাহিনী জড়িত হইল, ইহা বড় অল্প আনন্দের বিষয় নহে। গ্রন্থখানি বঙ্গসাহিত্যে প্রকৃতই রত্নস্বরূপ হইয়াছে। চারি শত পৃষ্ঠা ব্যাপিয়া লেখকের সুগভীর অধ্যবসায় ও পরিশ্রম সুনিয়ন্ত্রিত বর্ণনা শৃঙ্খলা যে কৌতুহল জাগাইয়া রাখিয়াছে, কোথাও তাহার এতটুকু ব্যত্যয় ঘটে নাই। মহারাজ আদিশূরের যুগ হইতে বর্ত্তমান কাল অবধি নদীয়ার যে কাহিনী সামাজিক,, রাজনৈতিক সাহিত্যিক ও ধর্ম্মনৈতিক ইতিহাস ধারাবাহিক ভাবে এ গ্রন্থে সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ তাহা বিস্তৃত। বিষয় সন্নিবেশেও লেখকের শক্তির পরিচয় পাইলাম। রচনার গুণে গ্রন্থখানি আগাগোড়া সরস হইয়াছে। বহু কাহিনীর মধ্যে দিয়া বাঙ্গালার অভ্যন্তর টুকু ফুটিয়া উঠিয়াছে। গ্রন্থখানিকে ইউরোপীয় ধারামতে ঠিক ইতিহাস বলা যায়। * * * গ্রন্থখানি Gazetteer এর অনুরূপ। গ্রন্থখানি যেন নদীয়ার পরিপূর্ণ মানচিত্র, শুধু ভৌগোলিক স্থান নির্দ্দেশ করিয়াই লেখক ক্ষান্ত হন নাই, সে কাল হইতে এ কালের নদীয়ার বিবিধ পরিবর্ত্তনাদিও তুলির রেখায় সুস্পষ্ট আঁকিয়া সকলের সম্মুখে ধরিয়াছেন। এ রত্ন সঙ্কলন করিয়া লেখক বঙ্গবাসী মাত্রেরই কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন সন্দেহ নাই।

যুবক ; চৈত্র, ১৩১৭।

* * * গ্রন্থখানির আদ্যোপান্ত সর্ব্ববিষয়ে সুশৃঙ্খল ; বিষয় সন্নিবেশ অতি চমৎকার; বর্ণনা মনোমুগ্ধকর। * * নদীয়াবাসী প্রত্যেক শিক্ষিতের গৃহে গৃহপঞ্জিকার ন্যায় ইহা রক্ষিত হওয়া উচিত।

সময়

২০ আষাঢ় ১৩২০

* * * দুই বৎসর কালের অধিক অতীত হইতে না হইতে যে গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হইল সে গ্রন্থ পাঠক সমাজে সবিশেষ যশঃ অর্জ্জন করিয়াছে এ কথা বলাই বাহুল্য গ্রন্থখানি প্রশংসা লাভের যোগ্যও বটে ! * * নদীয়ার নামোৎপত্তি হইতে আরম্ভ করিয়া তথাকার বিদ্যাচর্চ্চা ও ধর্ম্মচর্চ্চার কথা, তথাকার সামাজিক আচার ব্যবহারের কথা প্রভৃতি নানা জ্ঞাতব্য তথ্য গ্রন্থখানিতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ভবিষ্যৎ ইতিহাসকারেরা যে এ গ্রন্থ হইতে নদীয়া ইতিহাসের অনেক উপকরণ সংগ্রহ করিতে পারিবেন এমত আশা করা যায়। * * *

অভিনন্দন পত্র।

নবদ্বীপোদ্দীপী কবিকুলভুবাং গৌববরবিঃ।
ক্রমাদস্তং যাতঃ প্রচুরতিমিরৈরাবৃত্য মহী।
নিরালোকা লোকস্তরগত পুরাতত্ত্ব নিধয়ঃ
তদুদ্ধারে ধীরপ্রিয় কুমুদনাথঃ প্রবর্ততে।

পুরাবৃত্তবিরহিতস্যাস্মদ্দেশস্য প্রত্নতত্ত্ব জিজ্ঞাসবঃ কেবলং লোকপরম্পরাগত পরস্পর বিরুদ্ধমতসঙ্কুলংজনপ্রবাদ মাকর্ণ্যাবিতৃপ্তমানসাস্তৃপ্তিং নাধিগচ্ছন্তি, পরং সন্দেহদোলামারোহন্তি। সাম্প্রতং মল্লিকান্বয়তিলকেন রাণাঘাটনিবাসিনা শ্রীমতা কুদনাথেন বহুযত্ন পরিশ্রমেন নানাস্থানস্থ প্রাচীন লিপিং সঙ্গতাঞ্চ কিম্বদন্তীং তত্তৎসময়জাত ঘটনাবলীঞ্চ সংগৃহ্য নদীয়াকাহিনীনামপুস্তকং নিরমায়ি। অধুনা তৎপুস্তকমধিগত্য সমালোচ্যচ পরিতৃপ্তমানসা নবদ্বীপস্থাবয়ং তস্মৈ "পণ্ডিত-রত্নেতুপাধিং" যচ্ছামঃ।

আশাস্মহে চ ভগবন্তং শ্রীমান কুমুদনাথাদ্য, চিরং জীব সমৃদ্ধয়ে!
আকল্পং কৌমুদীং কীর্ত্তিং কৃতিনঃ কীর্ত্তয়ন্তুতে॥ ইতি

দ্বাত্রিংশদধিকাষ্টাদশ শত শকাব্দীয় সৌর চৈত্রস্যাষ্টোবিংশতি দিবসীয়া লিপিরেষা।

মহামহোপাধ্যায় তর্কপঞ্চাননোপাধিক শ্রীরাজকৃষ্ণ শর্ম্মাণঃ। মহামহোপাধ্যায় সার্ব্বভৌমোপাধিক শ্রীযদুনাথ শর্ম্মাণঃ। তর্করত্নোপাধিক শ্রীহরিশ্চন্দ্র দেবশর্ম্মাণঃ। কবিভূষণ শ্রীঅজিতনাথ ন্যায়রত্ন শর্ম্মাণঃ। কাব্যতীর্থোপাধিক শ্রীঅহিভূষণ শর্ম্মাণঃ। চূড়ামণ্যুপাধিক শ্রীতারাপ্রসন্ন শর্ম্মাণঃ। স্মৃতিভূষণোপাধিক শ্রীনৃসিংহপ্রসাদ শর্ম্মাণঃ। তর্কভূষণন্যায়তীর্থোপাধিক শ্রীআশুতোষ শর্ম্মাণঃ। কাব্যস্মৃতিতীর্থোপাধিক শ্রীহরিপদ শর্ম্মাণঃ।

SIR GOOROO DASS BANERJI KT. M.A. D. L. PH.D.,

Late Vice-Chancellor Calcutta Univeosity &c., &c., says :—

নারিকেলডাঙ্গা, কলিকাতা,
২৫ জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৮।

কল্যাণবরেষু,

আপনার প্রদত্ত "নদীয়াকাহিনী" নামক পুস্তকের কিয়দংশ পাঠ করিয়াছি, এবং পাঠ করিয়া প্রীত হইয়াছি। নদীয়া বঙ্গের একটী প্রসিদ্ধ প্রদেশ, এবং "নদীয়া-কাহিনী"তে সেই প্রদেশের বিস্তৃত বৃত্তান্ত সরলভাষায় সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। এই শ্রেণীর পুস্তক বঙ্গভাষায় অতি অল্পই আছে। আপনার এই গ্রন্থ সাহিত্য জগতে অবশ্যই সমাদৃত হইবে।

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

THE HON'BL BABU SARADA CHARAN MITRA M.A., B.L., Late Judge, Calcutta High Court, President, Bangiya Sahitya Parishad writes :—

পাণি সেহালা, জেলা হুগলী,
১৯ চৈত্র ১৩১৭ সাল।

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

"নদীয়া-কাহিনী" পড়িয়া দেখিলাম, সুন্দর হইয়াছে। গ্রন্থখানি বঙ্গসাহিত্যের একটী অলঙ্কার হইয়াছে। অপর সকল কথা সাক্ষাতে বলিব।

শ্রীসারদাচরণ মিত্র।

MAHAMAHOPADHAYA HARAPROSAD SASTRI

M. A., F. R. A. S., C. I. E.

Late Principal of Sanskrit College, Calcutta writes :—

I have read the work entitled Nadia Kahini with great interest. It is a useful work and gives an exhaustive account of the District of Nadia and the city of Navadip from which the District derives the name. Though the work is of the nature of a District Gazetteer it is very interesting to Bengali readers as it is written from a Bengali point of view.

JULY 29th 1912.
26, Pataldanga Street,
Calcutta.

HARA PROSAD SASTRI.

HON'BL SIR PRATUL CHANDRA CHATTERJI KT., M.A.,D.L.

Late Vice-Chancellor, Allahabad University &c., &c., observes :—

I have read Mr. Kumud Nath Mullick's "Nadia-Kahini" with great pleasure. It is a mine of information about the history, topography and folklore of the district and has been compiled and written with great eare and industry. Such books are greatly needed in these days to throw light on the past of our country, and it is the duty of our educated young men to supply the want. I am very glad Mr. Mullick has devoted himself to this task and has done it with great credit to himself. The book is entertaining and pleasant reading and fully deserves the approbation and patronage of the public.

LAHORE,
17th March, 1911.

P. C. CHATTERJI.

THE HON'BL MR. S. P. SINHA, BAR-AT-LAW,

The First Indian Law Member, Viceregal Council &c. &c. writes:—

17 Elysium Road, Calcutta.

I have read with much pleasure নদীয়া-কাহিনী by Babu Kumud

Nath Mullick and particularly the portion dealing with the lives of modern leading men born in the District. To me it was most interesting and I should very much like similar works to be undertaken with regard to other Districts of Bengal. The language is chaste and the information given most interesting.

S. P. SINHA.

MAHARAJA BAHADUR OF NADIA writes,—

The Palace
Krishnagar, Nuddea,
14th March, 1914.

My dear Kumud Babu,

It is with great pleasure I have gone through your **Nadia-Kahini**. I am sincerely of opinion that it should be read by all who take interest in history and historical research. The book is full of interesting details given in an easy and fascinating style. It has already gone through the 2nd Edition. The Third Edition which is I understand, expected soon, would, I have every reason to hope, be a great improvement upon the previous one and a much greater success still.

Trusting you are quite well.

Yours Sincerely,
Khaunish Chandra Roy.

S. C. Mukerji Esqr. I. C. S, one of the distinguished members of The Indian Civil Service and the present popular Distric Magistrate of Nadia writes—

KRISHNAGAR.

9—2—13.

MY DEAR SIR,

* * I had already seen the book and derived much benefit from it. It will be of great use to me in the administration of this District.

Yours faithfully.
S. C. MUKERJI

RAI RAJENDRA CHANDRA SASTRI BAHADUR M. A.
Translator to the Govt. of Bengal says :—

৩০ নং তারক চাটুর্য্যের লেন. কলিকাতা।
৩ সেপ্টেম্বর, ১৯১২।

প্রিয় কুমুদ বাবু,

আমি আপনার নদীয়া-কাহিনী পাঠ করিয়া পরম প্রীতিলাভ করিয়াছি। আজকাল যে শ্রেণীর অসার পুস্তকে বঙ্গীয়-সাহিত্য সমাজ প্লাবিত হইতেছে, ইহা সে শ্রেণীর পুস্তক নহে। আপনার ইতিহাস রচনার শক্তি আছে; প্রকৃত ঐতিহাসিকের দৃষ্টি লইয়া আপনি নদীয়ার ইতিহাস সঙ্কলন করিয়াছেন ও তাহাতে কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়াছেন। আপনার গ্রন্থ নানা তথ্যপূর্ণ, অথচ সেগুলি আপনি এরূপ সুকৌশলে সাজাইয়াছেন ও এরূপ মনোজ্ঞ ভাষায় বিবৃত করিয়াছেন, যে গ্রন্থখানি উপন্যাসের ন্যায় চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। এত শীঘ্র যে ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ হইল, ইহা হইতেই ইহার গুণবত্তার পরিচয় পাওয়া যাইবে। নদীয়ার অধ্যাপকমণ্ডলীর সচিত্র জীবনী বোধ হয় এই প্রথম প্রকাশিত হইল। ভারতে ইংরাজ রাজত্বের ইতিহাসে নদীয়ার রাজপরিবার বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট, আপনার গ্রন্থে সেই প্রাচীন রাজবংশেরও সুন্দর কাহিনী প্রদত্ত হইয়াছে। আমি আপনাকে আপনার এই উপাদেয় গ্রন্থের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি; আশা করি আপনি এইরূপে বাঙ্গালা সাহিত্যের সেবা করিয়া সুধীসমাজের প্রশংসার্হ হইবেন।

শ্রীরাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী।

বঙ্গবাসী-কলেজের স্বনামধন্য অধ্যাপক সুলেখক সুরসিক শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন :—

বঙ্গবাসী কলেজ।
কলিকাতা, ১৭।৩।১৩।

সসম্মান নিবেদন,

আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পরিচয় না থাকিলেও পত্র লিখিতে সাহসী হইলাম, আশা করি অপরাধ অমার্জ্জনীয় নহে। আপনার নদীয়া-কাহিনীর প্রথম সংস্করণ যখন প্রকাশিত হয় তখন তাহা পাঠ করিবার জন্য যথেষ্ট কৌতূহল হইয়াছিল, কিন্তু সে কৌতূহল চরিতার্থ করিবার সুযোগ ঘটে নাই। এক্ষণে দ্বিতীয় সংস্করণ সমগ্র পাঠ করিয়া মুগ্ধ হইলাম। ধন্য আপনার উৎসাহ, পরিশ্রম, অধ্যবসায় ও অনুসন্ধিৎসা এরূপ উপাদেয় বহু তথ্যপূর্ণ পুস্তক প্রণয়ন করিয়া আপনি নদীয়া জেলার প্রত্যেক

শিক্ষিত লোকের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। আশা করি এই পুস্তকের তৃতীয় সংস্করণ হইতে বহু বিলম্ব হইবে না। * * *

বশংবদ—

শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

স্বনামধন্য রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর লিখিয়াছেন—

SHOBHABAZAR RAJBATI.
106-1 Grey Street Calcutta.
The 25th. January 1911.

My dear friend,

* Please just send me here if convenient twenty four copies of your **excellent work** নদীয়া-কাহিনী।

Yours very affectionaly
Binay Krishna.

অনারেবল মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর সাহিত্যসভার ত্রয়োদশ বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতি রূপে তাঁহার অভিভাষণে বলিয়াছেন—

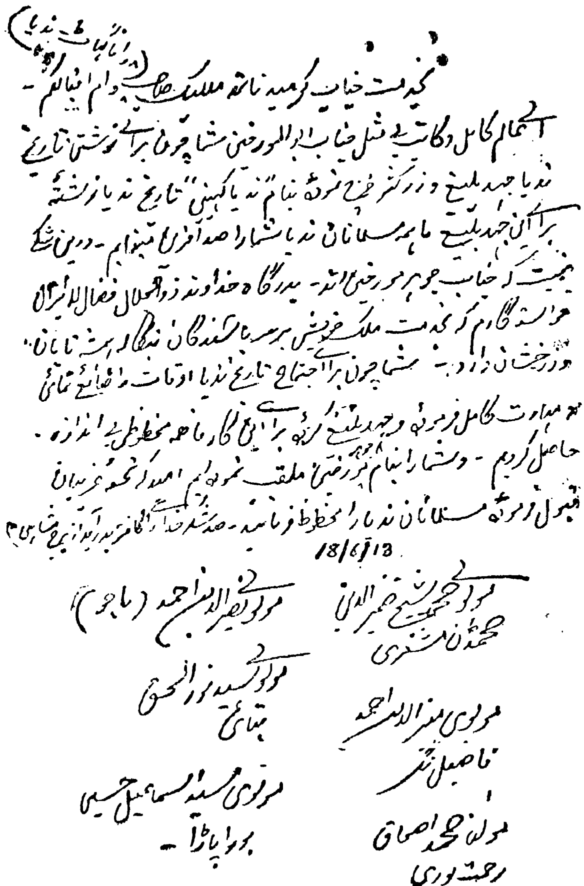
* * "বাবু কুমুদনাথ মল্লিকের নদীয়া-কাহিনী * * বাস্তবিকই বাঙ্গালা সাহিত্যের গৌরবের বস্তু।"

চট্টগ্রাম সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতি সাহিত্যাচার্য্য পূজনীয় শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় তাঁহার অভিভাষণে কুমুদ বাবুর নদীয়া-কাহিনী ২য় সংস্করণের উল্লেখ করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গসার সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

* "আমাদের শ্রীমান্ কুমুদনাথ মল্লিক প্রণীত "শ্রীগৌরাঙ্গ" গ্রন্থ এইখানে উল্লেখযোগ্য। শ্রীমান প্রকৃতই ভক্ত, শ্রীক্ষেত্রে গিয়া শ্রীচৈতন্যদেবের কাঁথাখানি, পুঁথিখানি ও কমণ্ডলুটী সংরক্ষণের সুব্যবস্থা করিয়া আসিয়াছেন। শ্রীমানের জয় হউক।"

অভিনন্দন পত্র।

নদীয়ার মৌলবী মহোদয়গণ কুমুদবাবুকে "জওহারে মওয়ারে রখীন" (ঐতিহাসিক পণ্ডিতরই) উপাধি দিয়া যে অভিনন্দনপত্র প্রদান করিয়াছেন তাহার প্রতিলিপি।



(از اہالیان ندیا)

بخدمت جناب [illegible] ملک صاحب دام اقبالہم -

اہتمام کامل و کاوشہائے فضل جناب ابوالمورخین مشار الیہ برائے نوشتن تاریخ
ندیا جہد بلیغ و زر کثیر خرج نمودہ بنام "ندیا کاہینی" تاریخ ندیا نوشتہ
برای این جہد بلیغ ما ہمہ مسلمانان ندیا شما را صد آفرین میگوئیم - و درین شک
نیست کہ جناب جوہر مورخین اند - بدرگاہ خداوند ذوالجلال [illegible]
خواستگارم کہ بخدمت ملک [illegible]
[illegible] مشار الیہ برای جمع تاریخ ندیا اوقات [illegible]
بہ مہارت کامل فرمودہ و جہد بلیغ کردہ برای این کار ما ہمہ محظوظ بے اندازہ
حاصل کردیم - و شما را بنام "جواہر مورخین" ملقب نمودہ ایم امید کہ [illegible]
قبول فرمودہ مسلمانان ندیا را محظوظ فرمایند - [illegible]

18/6/13

[illegible signatures]

কুমুদবাবুর শ্রীগৌরাঙ্গ সম্বন্ধে কয়েকটী অভিমত—

Amrita bazar Patrika.

Friday Nov. 29-1912.

"Shree Gouranga." By Babu Kumud Nath Mallick in Bengali. This is a short sketch of the sanctifying Lila of Shree Gouranga —the Avatar of Nadia. The author has in a small compass succeeded in deleneating several of the principal events stated in the authoritative works, with easy and elegant style. The book has been adorned with several portraits executed by the competent artists. Those who can not spare time to wade through the voluminous or erudite works on this subject may derive a fair idea about this last and the best of Avatars revered and worshiped by the people of India.

Bengali,

18th. August 1912.

"SRI GOURANGA." In this book Babu Kumnd Nath Mallik narrates, in excellent Bengalee the life and work of the great prophet of Nuddea. The account is brief, no doubt, but as every improtant event in the life of Gouranga has been recorded the brevity has rather added to the worth of the book. We have no doubt that the book will be given a hearty welcome by all Bengalees.

সুলভ সমাচার ১২ই মাঘ ১৩১৮

শ্রীগৌরাঙ্গ। শ্রীমান্ কুমুদ নাথ সাহিত্য ক্ষেত্রে অপরিচিত নহেন। তাঁহার 'নদীয়া কাহিনী' অতি অল্পদিনের মধ্যেই যথেষ্ট আদর লাভ করিয়াছে। 'নদীয়া কাহিনী' লিখিতে বসিয়া নদীয়ারচাঁদ শ্রীগৌরাঙ্গের জীবনকথা, তাঁহাকে বিশেষভাবে আলেচনা করিতে হইয়াছিল, কিন্তু তিনি 'নদীয়া কাহিনীতে' সে সমস্ত দিতে পারেন নাই। তাই এই ক্ষুদ্র পুস্তক খানি লিখিয়াছেন। পুস্তকখানি দেখিতে ক্ষুদ্র বটে কিন্তু ইহাতে অমূল্য রত্ন ভাণ্ডার সঞ্চিত হইয়াছে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের বড় বড় অনেক জীবন চরিত আছে, অনেক সাধু মহাত্মা ঐ জীবন কাহিনী কীর্ত্তন করিয়ছেন, তবুও আমরা শ্রীমান্ কুমুদ নাথের গ্রন্থখানি পরম সমাদরে ও ভক্তি-ভরে পাঠ করিয়াছি এবং বুঝিতে পারিয়াছি শ্রীগৌরাঙ্গের পরমভক্ত ভিন্ন এমন করিয়া এ জীবনকথা কেহ বলিতে পারেন না। প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় এই পুস্তকের ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন। ইহাতে মণিকাঞ্চন সংযোগ হইয়াছে। এই পুস্তকে কয়েকখানি অতি উৎকৃষ্ট ছবি দেওয়া হইয়াছে। * *

হিতবাদী ১৭ই শ্রাবণ ১৩১৯

শ্রীগৌরাঙ্গ। নদিয়া কাহিনী প্রণেতা শ্রীযুক্ত কুমুদনাথ মল্লিক মহাশয় সুরস ও প্রাঞ্জল ভাষায় শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর লীলা বর্ণনা করিয়াছেন। পুস্তকখানি পাঠ করিয়া আমরা সুখী হইয়াছি। ভক্ত সমাজে এ পুস্তকের যথেষ্ট আদর হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। হিতবাদী ১৭ শ্রাবণ ১৩১৯ সাল।

বঙ্গবাসী ২৩ অগ্রহায়ণ ১৩১৮। ৯ই ডিসেম্বর ১৯১১

শ্রীগৌরাঙ্গ। এখানি নদীয়ার 'গোরা' শ্রীচৈতন্যের লীলা-কাহিনী। গ্রন্থকার "নদীয়া-কাহিনী" লিখিয়া যশস্বী হইয়াছেন। "নদীয়া-কাহিনীতে" প্রকাশ করিবার জন্য গ্রন্থকার চৈতন্য-চরিত্রের তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন। "কাহিনী"র কলেবর বাড়িয়া যাইবার ভয়ে সংক্ষেপে তাহাতে চৈতন্য-কাহিনী প্রকাশিত হইয়াছিল। আলোচ্য গ্রন্থে চৈতন্য চরিত অনেকটা বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। সংগ্রহ-ব্যাপারে এবং বিষয়বিন্যাসে এ গ্রন্থ সুপাঠ্য। গ্রন্থকার চৈতন্যকে যে ভাবে ভাবেন, তাহার পূর্ণবিকাশ এই গ্রন্থে। চৈতন্যের ভক্তিতত্ত্ব শুনিতে শুনিতে স্বতঃই চক্ষে জল আসে। গ্রন্থে সে চরিত্রকাহিনী মধুরভাবে বিরচিত। প্রভুপাদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় এই গ্রন্থের যে ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন, তাহাতে ভক্তির মন্দাকিনী প্রবাহ শতধারে উচ্ছ্বলিত।

বাঁকুড়া-দর্পণ—১৯১২। ১লা আগষ্ট।

সুন্দররূপে মুদ্রিত, মনোহর চিত্রে সুশোভিত, পতিতপাবন মহাপ্রভুর পূত-লীলা সম্বন্ধে লিখিত এই ভক্তিগ্রন্থখানি পাইয়া এবং পাঠ করিয়া আমরা নিরতিশয় আনন্দলাভ করিয়াছি। আমাদের প্রাণ গৌরাঙ্গের জীবনী ও মধুরলীলা সম্বন্ধে অনেকগুলি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, তন্মধ্যে কয়েকখানি অতি বিস্তৃত; আলোচ্য খানি সংক্ষেপ সুললিত ভাষায় লিখিত। যাঁহারা আড়ম্বর হীন, অতিরঞ্জনহীন শ্রীগৌরাঙ্গ দেখিতে চান, তাঁহারা কুমুদনাথের "শ্রীগৌরাঙ্গকে" দেখুন। অভিলাষ পূর্ণ হইবে।

মহিয়াড়ী সাধারণ পুস্তকালয়

নির্দ্ধারিত দিনের পরিচয় পত্র

বর্গ সংখ্যা   পরিগ্রহণ সংখ্যা.....................

এই পুস্তকখানি নিম্নে নির্দ্ধারিত দিনে অথবা তাহার পূর্ব্বে গ্রন্থাগারে অবশ্য ফেরত দিতে হইবে। নতুবা মাসিক ১ টাকা হিসাবে জরিমানা দিতে হইবে।

নির্দ্ধারিত দিন	নির্দ্ধারিত দিন	নির্দ্ধারিত দিন	নির্দ্ধারিত দিন
[illegible]			
22.৮/৮৮৩			